প্রকাশনা ঃ
"অনুবাদ"
৫২/১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রকাশ ঃ ১৯৬০

মুদ্রক ঃ
শ্রীতারকনাথ পাল
দি সরস্বতী প্রেস
১৪নং চণ্ডীবাড়ী ষ্ট্রিট
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

ফ্রাসোয়াজ সাঁগোর (যিনি এদেশে ফ্রঁশোয়া সাগা নামে সমধিক পরিচিতা) জন্ম উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে ফ্রান্সের এক শহরে। মাত্র উনিশ বছর বয়সে লেখা ওঁর প্রথম বই "বঁজুর ত্রিস্ত্রেস্" (স্বাগত বিষাদ) "প্রিক্স ক্রিতিক্" পুরস্কার পাবার সঙ্গে সঙ্গে সাগোঁর নাম আন্তর্জাতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর লেখিকার অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে শুরু করি। আঁ্যা সের্তাঁ সুরির (বিশেষ একটি হাসি) রুমে ভূ ব্রামস ? (ব্রামস ভালবাসেন ?) "দ স্যা নো" "ল সমাদ", "লা লি দেবেন" তাঁর পরবর্ত্তী বইয়ের মধ্যে কয়েকটি। "অঁা সুরির" সেও সাঁগোর অন্য বইয়ের মতই একটা নিজস্ব ধরণ পাওয়া যায়। এতে একটি অল্পবয়েসী মেয়ের মনের সূক্ষ্ম স্তরে পৌঁছনোর চেষ্টা করা হয়েছে যে প্রেমের বহু আনন্দ ও কষ্টের মধ্যে দিয়ে শেষে মনের সাম্য সত্যের শান্তি উপলব্ধি করতে পারে। বইটিতে ঘনাচক্র বা চরিত্রের চেয়ে, চরিত্রের মনস্তত্ত্বের ভূমিকা বেশী। তাই একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে লুক ফাঁসোয়াজ বেঞে ও দোমিনিককে বুঝে ওঠা খুব কঠিন হয় না। কনফিডেন্সিয়াস সব মানুষের জীবনেই একটা শান্ত অস্থিরতা লুকিয়ে থাকে। ঐ বইয়েও মুখ্য চরিত্রের সেই শান্ত অস্থিরতাই ফুটে উঠেছে সব চেয়ে বেশী মনে যা দাগ কাটে তা হল সাঁগোর অনুভূতি স্পর্শ করার ক্ষমতা। নায়িকার মনের প্রতিটি ভাব প্রতিটি আবেগ লেখিকার কথার ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে উঠে!

মূল ফরাসী থেকে বাংলায় উপন্যাস অনুবাদ করার অসুবিধা অনেক ভাষার আক্ষরিক অনুবাদ করেও তার মূল ভাব ও মেজাজ বজায় রাখা সহজ নয়। তাই জায়গা বিশেষে তর্জমায় কিছু স্বাধীনতা নিতে বাধ্য হয়েছি। এছাড়া অন্য কোন ভুলত্রুটি থেকে গিয়ে থাকলে সহযোগী পাঠকের কাছে আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে রাখছি। অবশেষে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীপাধর, তুষার কান্তি পাণ্ডে ও পুষ্কর দাশগুপ্তকে, যাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতায় ছাড়া আমি এ অনুবাদ সম্পূর্ণ করে তুলতে পারতাম না।

আস্তে পাল্টাতে শুরু করল। আমিও কিছুটা নিজেকে ছেড়ে দিয়ে এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছিলাম। তাই, যখন ও আমায় লিখল "কথাটা বলতে গিয়ে বড্ডই বোকা বোকা শোনাচ্ছে, কিন্তু আমি তোমায় ভালবাসি, তখন আমিও ওই একই সুরে সত্যি কথাই লিখলাম ;

"আমারও বলতে বেশ বোকা বোকা লাগছে কিন্তু আমিও তোমায় ভালবেসে ফেলেছি"। উত্তরটা আমার কাছ থেকে বেশ সহজভাবেই এল। আমাদের বাড়ী ইয়ন নদীর ধারে। সেই ছুটীতে আমার সময় ছিল অফুরন্ত। আমি হেঁটে নদীর ধারে চলে যেতাম। সেখানে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলের বুকে আগাছার হলুদ ঢেউ দেখতাম। আর কখনো সাদা কালো নুড়ি পাথর জলে ছোঁড়ার খেলায় মেতে থাকতাম। সারাটা ছুটী আমি বেত্রোঁকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি আর দিনগুলো যেন একটা ঘোরের মধ্যে কেটে গেছে। তখন কিন্তু বেত্রোঁকে কাছে পাবার কোন প্রয়োজন বোধ ছিল না। তখনও আমরা চিঠিতে আমাদের প্রেমের কথা জেনেই খুশী।

এখন বেত্রোঁ আমার পেছনে দাঁড়িয়ে। পানীয় ভর্তি গেলাসটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি ঘুরে ওর মুখোমুখি দাঁড়ালাম। আমি বুঝি বেত্রোঁর কথায় মন না দিলে ও একটু ক্ষুন্ন হয়। কিন্তু কি করব। বই পড়তে আমিও ভালোবাসি। কিন্তু তা নিয়ে লম্বা চওড়া আলোচনা আমার পোষায় না। কিন্তু বেত্রোঁ আমাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। —"সবসময় তোমায় এমন অন্যমনস্ক দেখায় কেন? বেত্রোঁ বল্ল। তারপর একটু থেমে, এই সুরটা আমার বড় ভালো লাগে। শেষের কথাটা বলার সময় ওকে কেমন যেন উদাস লাগল। সেই প্রথম আমাদের রেকর্ডটা এক সাথে শোনা। আমাদের মধ্যে খুটখাট তো লেগেই আছে। তাই বেত্রোঁর ক্ষুন্নভাব আর আমার কাছে নতুন কি? হঠাৎ মনে হোল আসলে কোন কিছুই যাই আসেনা, বিচ্ছুনা—আমার কাউকে ভাল লাগেনা বেত্রোঁকেও না, নিজেকেও না, আমরা সবাই আসলে কিছু নই, ভিতরে একেবারে ফাঁপা। এই উপলব্ধির সঙ্গে নিজের মধ্যে একটা অদ্ভুত উল্লাস বোধ করলাম, তার দম আটকানো চাপে আমি ভেতরে ভেতরে ছটফট করে উঠলাম।

"আমার মামার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, তুমিও চলনা।" বেত্রোঁ বলল।

বেত্রোঁ এগোলে আমিও পা বাড়ালাম। ওর মামাকে আমি চিনিনা, বা চেনার যে বিশেষ কোন আগ্রহ আছে তাও নয়। কিন্তু আমি কখনও

কাউকে 'না' বলতে পারিনা। হয়তো এটাই ঠিক যে নিজের মাথায় ভাবনা চিন্তার জাল নিয়ে আমায় ছিমছাম কোন যুবককে অনুসরন করতে ভালো লাগে। বেঞোঁর সঙ্গে বুলেভার দিয়ে হেঁটে গেলাম। সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে আমাদের শরীর অদ্ভুত ছিপছিপে কোন মায়ামূর্তির মতো লাগছিল। আমার হাত বেঞোঁর হাতে।

শামীটা রাস্তায় বেঞোঁকে বড় আপন মনে হচ্ছিল। বাগের ঝাঁকুনিতে আমি ওর গায়ে পিছলে পড়লাম। ও যেন তাতে মজা পেয়ে আমায় একহাত দিয়ে ওর বুকে টেনে নিল। ওর কাঁধে মাথা রেখে, ওর জ্যাকেটে হেলান দিয়ে দাঁড়াতে আমার বড় ভাল লাগে, মনে হয় ওর ওপর নির্ভর করতে পারি। বেঞোঁর খুব কাছ থেকে আমি বুকভরে নিঃশ্বাস নিলাম। কেন যেন এরকম সুপুরুষ যুবকের হাতছানি আমি অগ্রাহ্য করিতে পারি না। ওর সেই সুপরিচিত গন্ধ আমার নাকে প্রবেশ করে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। আর আমার গা শিরশির করে উঠল। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। আমার আমার শরীর যেন জেগে উঠল। সমস্ত শরীরে যেন সেই বিশেষ শরীরের অনুভূতি। এ বোধ আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। আমি সব বুঝেও যেন বুঝতে পারি না। কোথায় যেন আমার শরীর হারিয়ে যেতে চায়। বেঞোঁই আমার প্রথম প্রেমিক। ও আমাকে জাগিয়েছে, ওর মধ্যেই আমি প্রথম আমার শরীরের গন্ধ খুঁজে পেয়েছি। কেবল অন্যের শরীরেই নিজেকে ঠিকমত আবিষ্কার করা যায়। তার সঙ্গে আবিষ্কার করা যায় নিজের শরীরের একঘেয়েমি। প্রথম প্রথম হাত একটু দ্বিধা থাকে একটু দ্বন্দ্ব থাকে তারপরে আমরা সবই মেনে নিই। একজন পুরুষের শরীরেই একজন নারী তার নারীত্বকে আবিষ্কার করে। তাই আজ ওর শরীরের অস্তিত্বের মধ্যে আমার শরীরের উপস্থিতি।

বেঞোঁর কাছে ওর মামার গল্প শুনে বুঝেছি যে ও তাঁকে খুব একটা পছন্দ করেনা। ওঁর সম্বন্ধে যত মজার গল্প বেঞোঁ আমার কাছে করেছে, তাতে বুঝেছি তিনি এক বিচিত্র ধরনের মানুষ। এভাবে অন্যদের হাস্যাস্পদ করে তুলতে বেঞোঁ খুব ভালবাসে। এটা ও এমন বাতিক করে তুলেছে যে ও নিজেই প্রায় সবসময় কাঁটা হয়ে থাকে যাতে ও অজান্তে বেফাঁস কিছু করে না বসে। আমি এটা দেখে খুব মজা পাই। আর বেঞোঁ রেগে আগুন হয়।

বেত্রোঁর মামা একটা কাফের দোতলায় অপেক্ষা করছিলেন। আমরা পৌছতে উনি উঠে দাঁড়ালেন।

—"ল্যুক" বেত্রোঁ বল্ল "আমার বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—দোমিনিক্‌" আমার কল্পনায় ল্যুকের যে মূর্ত্তি গড়েছিলাম তার সঙ্গে এই ল্যুকের কোন মিল খুঁজে পেলাম না। আমি একটু অবাক চোখে ওর দিকে তাকালাম। ভদ্রলোকের চোখ ধূসর, চেহারায় ঈষৎ ক্লান্তির ও বিষাদ মেশানো এক ছাপ। কারো কারো চোখে হয় তো তাঁকে সুপুরুষই মনে হবে।

"এবারের ট্যুরটা কেমন কাটল ?" বেত্রোঁ প্রশ্ন করল।

"বিশ্রী। বোস্টনে একটা সম্পত্তির মামলা চুকিয়ে এলাম চারদিকে যত আইনজ্ঞের গিসগিসে ভীড়। বাবা বড় বিরক্তিকর। তোমার খবর কি ?

—"আর তো দুমাস পরেই আমাদের পরীক্ষা"। বেত্রোঁ জোর দিল 'আমাদের' কথাটার ওপর। সোরবোনে এটাই রীতি। পরীক্ষা যেন আমাদের অতি আদরের এক ধন। উনি এবার আমার, দিকে ফিরলেন; 'আপনিও পরীক্ষা দিচ্ছেন ?' এড়িয়ে যাবার মত করে হ্যাঁ বল্লাম। আমার কাজকর্মের দৌড় এত কম যে তার কথা উঠলেই আমার নিজেকে বড় অপ্রস্তুত লাগে।—

"আমর সিগারেট ফুরিয়ে গেছে যাই এক প্যাকেট কিনে নিয়ে আসি।" বেত্রোঁ বল্ল। ও সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতেই আমার চোখ ওর ওপর স্থির হোল। ওর হাঁটার ভঙ্গিটি বড় সুন্দর। মৃদু পদক্ষেপের মধ্যেও এক বিশেষ নমনীয়তা আছে। ভাবতে কি রকম লাগে যে বেত্রোঁ আমার পুরোপুরি আমার। আর ওর সুঠাম দেহ ওর বাদামী ত্বক সর্বত্রই সবই শুধু আমারই জন্য। বেত্রোঁ চলে যেতেই, ল্যুকের প্রশ্ন—"পরীক্ষার পর আপনার কি করার ইচ্ছে ?"

—"কিছুনা" আমি বল্লাম। "অন্ততঃ এখনও ঠিক করিনি।"

আমার নিরুৎসাহ বোঝাবার জন্যে যেনও কিছুটা হতাশ ভাবেই হাত তুললাম না বলার জন্য। ল্যুক চকিতে আমার হাত ধরে ফেলল। আমি ওর দিকে তাকালাম। একটু বিব্রত। পলকের জন্য ওর প্রতি একটা আকর্ষণ নিজের মধ্যে বুঝতে পারলাম কিন্তু ততক্ষণে ল্যুক আমার হাতটা ছেড়ে দিয়েছে দেখুন ও মৃদু হেসে বলল—"আপনার আঙুলে

কালি লেগে আছে। এটা কিন্তু খুব ভালো লক্ষণ। আপনি পরীক্ষায় খুব ভালোভাবে পাশ করে নিশ্চয়ই একদিন বড় উকিল হবেন—যদিও আপনাকে দেখে খুব 'কইয়ে বইয়ে' মনে হয় না।" আমি ও ল্যুক একসঙ্গে হেসে ফেললাম। হাসিটা বন্ধুত্বের নিভৃত।

বেএ্রাঁ ফিরে আসতে ল্যুক আবার ওর সঙ্গে কথা শুরু করল। আমি ওদের কথায় ঠিক কান দিচ্ছিলাম না। ল্যুকের কথা বলার ধরন খুব সুন্দর ও মৃদু গলায় আস্তে আস্তে কথা বলে। চোখ সরিয়ে ওর হাতের ওপর হাত রাখতে দেখি ল্যুকের হাত কি সুন্দর। লম্বা লম্বা অথচ কঠিন আঙুল। এরকম পুরুষই বোধহয় আমার মত অল্প বয়সী মেয়েদের পাপের পথে নিয়ে যায়। এইভেবে নিজেকে সাবধান করার চেষ্টা করলাম। তবু চলে আসবার সময় ল্যুক যখন আমাদের দুদিনপরে ওর আর ওর স্ত্রীর সঙ্গে খেতে বলল তখন আমার মনটা কিরকম খারাপ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরের দিন দুটো যেন কাটতে চায় না। আমার করার কিছুই নেই। এক পরীক্ষার পড়া আছে। তাও সে এমন কিছু দরকারী না যা তা নিয়ে আমি সারাদিন ব্যস্ত থাকতে পারি। পড়ে তো আমি বিরাট কিছু দিগ্‌গজ হতে যাচ্ছি না। আর আছে বেএ্রাঁর সঙ্গে কিছুটা নিমরাজি ভাবে সময় কাটান। আমি বেএ্রাঁকে ভালই বাসি, ওর অনেক গুণ আছে যা আমার মন্দ লাগে না। অবশ্য ওকে না পেলে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠি না। তবে ওকে পাবার জন্য আমার মধ্যে ব্যাকুলতা নেই বলে আমার কোন দুঃখ নেই। সবকিছু পাওয়া কি এত সহজ। আমি থাকি ছাত্রীদের জন্য একটা মেস মতো জায়গায়। আমাদের এখানে নিয়মের কড়াকড়ি বিশেষ নেই, রাত একটা দুটোয় ফিরলেও কেউ কিছু বলে না। ছাতটা নীচু কিন্তু ঘরটা বড়ই, তবে ঘরে আসবাব পত্র বিশেষ কিছুই নেই। প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম ঘরটা মনের মত খুব সাজাব, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই সব প্ল্যান ভেস্তে গেল। বাড়ীটাতে একটা গ্রাম্য মাটির সোঁদা গন্ধ আছে। আমার সেটা খুব ভাল লাগে। আমার

জানলা থেকে দেয়াল ঘেরা একটা ছোট মাঠ দেখা যায়। যার ওপর আছে প্যরীর এক চিলতে আকাশ। কখনো রাস্তার কোন থেকে কখনো বারান্দার ধার থেকে তাকে এক ঝলক দেখা যায়।

আমি সকালে উঠি ক্লাসে যাই। বেঞোঁর সঙ্গে দেখা হয়। একসঙ্গেই আমরা দুপুরবেলা খাই। এছাড়া সোরবোনে লাইব্রেরি আছে, আছে পড়াশুনা, কাফের ছাদ আর আমাদের বন্ধুরা সন্ধ্যেবেলা বাইরে কোন রেস্তোরাতে নেচে সময় কাটাই। তারপর হয়ত বেঞোঁর বাড়ী চলে যাই, ওর বিছানায় শুয়ে পড়ি। ও আমায় ভালবাসে, তারপর অনেক রাত পর্যন্ত আমরা গল্প করি। ভালইআছি। তবু মাঝে মাঝেই কিরকম অস্থির লাগে। নিজেকে কখনো খুব একা মনে হয়, আবার মাঝে মাঝে বিনা কারনেই মনটা খুব ভাল থাকে। আমার লিভারের দোষেই বোধহয় এরকম হয়। মাথায় মাঝে মাঝে ভূত চাপে

বৃহস্পতিবার লুকের বাড়ী খেতে যাওয়ার আগে আধঘণ্টার জন্য আমার বন্ধু কাতরীনের বাড়ী গেলাম। কাতরীন খুব প্রাণবন্ত উচ্ছল মেয়ে। আর সবার ওপরে একটু সর্দ্দারী করতে ভালবাসে। কাতরীনের আর এক গুন হোল যে ও সবসময়েই কারো না কারো প্রেমে মাতোয়ারা। আমাদের বন্ধুত্ব যে আমি ঠিক স্বেচ্ছায় গড়ে তুলেছি তা না। কাতরীনের সঙ্গে আলাপ হবার পর আমাদের সম্পর্ক কিছুটা আপনা আপনিই গড়ে উঠেছে। ওর সব সর্দ্দারি আমি শান্ত ভাবে মেনে নিই। কাতরীন এখন আমায় একটু দুর্বল আর অসহায় মনে করে। আমায় কিছুটা স্নেহের এবং কিছুটা প্রশ্রয়ের চোখেই দেখে। আমিও তাই ওর সামান্য আনন্দে বাদ সাধতে চাইনা। আমারও ভাল লাগে যে আমায় নিয়ে কেউ বেশ মাথা ঘামাক, ভাবুক। আমার আনমনা ভাব, আমার হেঁয়ালি দেখে ও বেঞোঁর মতই মুগ্ধ হয়। হ্যাঁ বেঞোঁর চোখেও এই মুগ্ধতা দেখি যতক্ষন না তাতে কামনার ছোঁয়াচ লাগে।

সেদিন কাতরীনের বাড়ী গিয়ে দেখি ও ওর এক সম্পর্কীয় দাদার প্রেমে পাগল। কিছুক্ষন বসে বসে সেই অপরিচিত পুরুষের গল্প শুনতে হল। তারপর ওকে বললাম যে আমার বেঞোঁর বাড়ীতে দুপুরে খাওয়ার কথা। কথাটা বলার সাথে সাথেই ভাবলাম লুকের কথাটা আগে মনে এলনা কেন? কাতরীনের কাছে নিজেকে তেমন যেন অপর্যাপ্ত লাগে। আমিও

কেন কাতরীনকে ওরই মত সহজ সরলভাবে আমার প্রেমের গল্প শোনাতে পারিনা ; আসলে এখন আমারা স্ব-স্ব ভূমিকায় এতবেশী অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে ভূমিকা বদলাবার আর কোন উপায় নেই। এখন ও কেবল কথা বলে আমি শুনি। ও আন্তরিক পরামর্শ দেয় আর আমার উদাস মন পালাবার পথ খোঁজে।

কাতরীনের বাড়ি গিয়ে মনটা কেমন বেসুরো হয়ে গেল। খানিকটা নিরুৎসাহ ভাবে লুকের বাড়ীর দিকে পা চালালাম। ভাবতেই মনটা তেতো হয়ে যায় আবার সেই মাপা মাপা কথা, ভদ্রহাসির টুকরো, অন্যের চোখে নিজেকে অমায়িক করে সাজিয়ে তোলা। তার চাইতে আমার একা একা খেতেই বেশী ভাল লাগে —কাগুন্দির বাটিটা আপনমনে নিজের হাতে নাড়াচাড়া করতে আর ইচ্ছে মত নিজের অস্পষ্ট ভাবনায় ডুবিয়ে যেতে।

ল্যুকের বাড়ী গিয়ে দেখি বের্ত্রাঁ সেখানে আগেই পৌঁছে গেছে। ও আমায় ওর মামীমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। মহিলাকে এক নজরেই ভাল লাগে। হাসিখুশি মার্জিত ও সারা চেহারায় স্নিগ্ধতার ছাপ। লম্বা, ঈষৎ ভারী গড়ন ও একরাশ সোনালী চুল। এককথায় সুন্দর, কিন্তু যে সৌন্দর্যে কোন ধার নেই, আছে শুধু লাবণ্য। পুরুষরা চিরদিন বোধ-হয় ঠিক এই রকমই নারীকে ভালবেসে এসেছে যার স্নিগ্ধ কোমলতা তাদের শান্তি দিতে পারে। আমার মধ্যে এই স্নিগ্ধতা আছে কিনা কে জানে। হয়তো বের্ত্রাঁই বলতে পারবে। এটা সত্যি যে ওর আদরে আমি বাধা দিই না, ওর সঙ্গে ঝগড়াও করিনা, আর চুলের ফাঁকে ফাঁকে আঙুল চালিয়ে সোহাগও জানাই। কিন্তু আমার যে ঝগড়া ভালই লাগে না। আর ওর চিকন ঘন চুল নিয়ে খেলা করি সে তো আমার নিজের আরাম লাগে বলে।

ফ্রাঁসোয়াজ কিছুক্ষণের মধ্যেই লোককে বড় আপন করে নিতে পারে। ওর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পুরো বাড়ীটা দেখলাম তারপর ফ্রাঁসোয়াজ আমায় সোফায় বসিয়ে একটা পানীয়ের গেলাস হাতে তুলে দিল। আমার সস্তা ও অতি সাধারণ জামাকাপড়ের জন্য যে অস্বস্তি হচ্ছিল তা ফ্রাঁসোয়াজের উষ্ণ ব্যবহারে আস্তে আস্তে কেটে গেল। এবার ল্যুকের কাজ থেকে বাড়ী ফেরার অপেক্ষা। আমি ল্যুকের পেশা নিয়ে কখনও চিন্তা করিনি। "—আপনি ভাল বেসেছেন ?" বা "কি বই আপনার প্রিয়" একথা আমি লোককে জিজ্ঞেস করতে পারি। কিন্তু সে কি কাজ করে তা নিয়ে কোন চিন্তাই আমার মাথায় চট্ করে আসে না। এটা হয় তো অনেকের কাছে অদ্ভুতই

শোনাবে কারণ তাদের কাছে ভালবাসা বা রুচির থেকে পেশার গুরুত্ব অনেক বেশী।

—"কি ভাবছ এত," ফ্রাঁসোয়াজ হাসতে হাসতে বলল। "আর একটু হুইস্কি দিই?"

—"মন্দ হয় না"।

—"দোমিনিককে আবার অনেকে মাতাল ভাবে।" বের্ত্রাঁ ফ্রাঁসোয়াজকে বলল। "কেন জানো?" উঠে পড়ে বের্ত্রাঁ আমার খুব কাছে এসে দাঁড়ালো। ওর ঠোঁটের গড়নটা খুব সুন্দর। আর ও যখন চোখ বুজে গেলাসে চুমুক দেয় ওকে দেখে মনে হয়—নিজের কোন এক জগতে ও হারিয়ে গেছে।

কথা বলতে বলতে বের্ত্রাঁ ওর দুই আঙুল দিয়ে আমার ঠোঁট খুব আলতো করে ছুঁল। ওর হাতে আমার মুখটা ফ্রাঁসোয়াজের দিকে ঘোরাল যেন কাউকে পোষা বেড়াল ছানা দেখাচ্ছে। আমি হেসে ফেলতেই ও আমায় ছেড়ে দিল। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি ল্যুক ঢুকছে। ওকে দেখে আরেকবার করে ওর পৌরুষ দেখে মুগ্ধ হলাম। ওর দিকে তাকিয়ে বড় সাধের জিনিষ না পাবার এক কষ্ট হয়আর নিজের ভেতরে সবকিছু দাপিয়ে ওঠে এক অদম্য ইচ্ছা—ওর মুখ আমার দুহাতে তুলে নিতে আর ওর ঈষৎ কঠিন সুন্দর ঠোঁট আমার নরম ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে ওকে আদরে আদরে পাগল করে দিতে অথচ ল্যুককে ঠিক সুপুরুষ বলা চলেনা। তবে ওর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাতে তাকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভাল লেগে যায়। মাত্র দুবার দেখেই ওকে আমার বের্ত্রাঁর চেয়ে হাজারবার বেশী আপন মনে হয়েছে। বের্ত্রাঁকেও আমার ভাল লাগে কিন্তু ল্যুককে চাওয়ার মধ্যে তীব্রতা অনেক বেশী।

ঘরে ঢুকে আমাদের অভিবাদন জানিয়ে ল্যুক একটা সোফায় বসল। ওর একটা আশ্চর্য্য ব্যক্তিত্ব আছে। ওর চলাফেরার দৃঢ়তা, ওর ঋজু শরীরের কাঠিন্য খুব আকর্ষনীয়। ফ্রাঁসোয়াজের দিকে ল্যুকের তাকানোর ভঙ্গিটা বড় অন্তরঙ্গ, বড়ই কোমল। আমি তখন ওর দিকে তাকিয়ে। কি কথা হচ্ছিল এখন আমার আর মনে নেই তবে বের্ত্রাঁ আর ফ্রাঁসোয়াজই বেশী কথা বলছিল। কেবল ল্যুক আর আমি নীরব। তখনও যদি আমি সুযোগ খুঁজতাম বা এর সম্ভাব্য পরিণামের কথা ভাবতাম তাহলেও হয়তো ল্যুককে এড়ানো যেত। এখন আর সেই দিনগুলোতে ফিরে যাওয়া যায় না। এখন কেবল তার জ্বালা ধরানো স্মৃতি।

খাওয়া দাওয়ার পর আমরা সবাই মিলে রাস্তায় হাঁটতে বেরোলাম। বেত্রোঁকে পেছনে ফেলে আমি ল্যুকের পায়ের সঙ্গে পা ফেললাম। রাস্তা পার হওয়ার সময়ে ও আমার কনুই ধরে সাহায্য করাতে আমি একটু কেঁপে উঠলাম। ল্যুকের হাত যেখানে সেখানে এক আশ্চর্য্য অনুভূতি বাকিটা নিশ্চল নিস্প্রাণ। বেত্রোঁর সঙ্গে তো এরকম হয় না। ল্যুক ও ফ্রাঁসোয়াজ একটা বুটিকে নিয়ে গিয়ে আমার একটা সুন্দর লাল কোট কিনে দিল। আমি মুগ্ধ হয়ে কোটটা নিযে নিলাম। ওদের বাধাও দিলামনা ধন্যবাদও জানালামনা। একটা অদ্ভুত জিনিষ দেখেছি ল্যুকের উপস্থিতিতে আমার কখনও সময়ের খেয়াল থাকেনা। ও সঙ্গে থাকলে মুহূর্ত্তগুলো যে কোথা দিয়ে কেটে গেছে টেরই পাই না। ফ্রাঁসোয়াজ ও ল্যুক বিদায় নেবার পরই দেখি বেত্রোঁর মেজাজ সপ্তমে।

"আশ্চর্য ! তোমাকে যে যাই দিকনা কেন তুমি এমন হাত পেতে নিয়ে নেবে ? আপত্তি জানানো দূরের কথা, অন্তত ভদ্রতার খাতিরেও তুমি যে এই উপহারে অবাক হয়েছ" সেটা জানাতে কি হয় ?"

"যে কেউ তো দেয়নি" উত্তর দিলাম" দিয়েছেন তোমার মামা। তাছাড়া এত দামী কোটটা আমার পকেট থেকে কেনা আমার সাধ্যে-কুলোত না।"

ওঃ "ওটা ছাড়া তোমার চলছিলনা বুঝি ?" বেত্রোঁর ভ্রুকটা কুঁচকে গেল। এইটুকু সময়ের মধ্যেই কোটটা আমার খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। তাই বেত্রোঁর কথায় আমি অবাক হয়ে তাকালাম। ওকি বুঝতে পারছেনা যে কোটটা আমায় কি সুন্দর মানিয়েছে। এসব বেত্রোঁর মাথায় কখনও ঢোকেনা। ওকে একথা বলায় ও আরো রেগে গেল। শেষে আমার একরকম শাস্তি দেবার ফিকিরে রাত্রের খাবার না খেয়েই আমায় ওর বাড়ীতে নিয়ে গেল। অবশ্য শাস্তিটা বোধহয় তাতে ওরই বেশী হল। ওর বাড়ী পৌঁছে আস্তে আস্তে বেত্রোর রাগ নরম হল।

আমার খুব কাছে শুয়ে যখন বেত্রোঁ ওর কঠিন ঠোঁট আমার নরম গোলাপী ঠোঁটে ডুবিয়ে দিয়েছে আমার শরীর এক আশ্চর্য অনুভূতিতে কেঁপে উঠল। তখন তীব্র আবেগে আমার চোখ বুঁজেএসেছে আর আমার হাত ওর পিঠের সবল মাংস পেশীর সঙ্গে খেলা করেছে। আস্তে আস্তে ওর চুম্বন গাঢ়তর হল। আমাদের প্রথম আলিঙ্গনের লঘুতা হারিয়ে গেল যখন ও আমাকে ওর কাছে টেনে নিল কাছে, আরো কাছে, যাতে আমাদের দুজনের শরীর

প্রায় এক হয়ে মিশে যায়। আমরা একে অন্যের মধ্যে হারিয়ে গেলাম। আমি কিছুটা ভয় পেয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম আমাদের শারীরিক সম্পর্কের আগের খেলা খেলা ভাবটা মিলিয়ে গিয়ে একটা নতুন গভীরতায় প্রবেশ করছি। বের্ত্রা আমার শরীরের কোন বনানীর গভীর গহন গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গমের চরম মুহূর্তে যখন আমার দেহের প্রতিটি কোনে ওর আঙুলের অধীর স্পর্শ আমায় উন্মত্ত করে দিচ্ছে—তখন বের্ত্রাঁর প্রতি আমার উদাসীনতাও ভুলে গেলাম। তখন শুধু নিস্তব্ধ ঘরে আমাদের কামনার অস্ফুট ধ্বনি আর আমাদের অপরিমিত সুখ। সুখ আর সুখ যে সুখের শেষ আছে কিন্তু অন্ত নেই। সমাপ্তি আছে কিন্তু পরিসমাপ্তি নেই। যে আনন্দে অবসাদ আছে কিন্তু ক্লান্তি নেই। বের্ত্রাঁর এই রূপ আমি আগে কখনও দেখিনি। ওকে যেন আমি নতুন করে চিনলাম। নতুন করে আবিষ্কার করলাম। এইরকম এক সুখে দুজনের অংশ নেওয়াও আমাদের এই প্রথম। আজও যে অনুভূতির স্মৃতি আমায় অস্থির করে তুলতে পারে। আমাদের মিলন থেকে আমি যে সুখ পেয়েছি তা মনে করলে আমি এখনও বিহ্বল হয়েপড়ি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তারপর দিনগুলো কেমন একটা ছকে দাঁড়িয়ে গেল। প্রায় রোজই আমরা এক সঙ্গে বেড়াতে শুরু করলাম, হয় কেবল আমরা চারজনে আগে নয়ত ল্যুকের বন্ধুরাও যাবে আমাদের সাথে। এর মধ্যে ফ্রাঁসোয়াজ ঠিক করল শহরের বাইরে ওর বন্ধুদের সঙ্গে দিন দশেক কাটিয়ে আসবে।

ফ্রাঁসোয়াজকে এর মধ্যে আমার খুব ভাল লেগে গেছে। হাসি খুশী মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে ফ্রাঁসোয়াজ। তার ওপর ওর মধ্যে কি একটা আভিজাত্য ভাব আছে যা সহজেই মন কাড়ে। রুচি ব্যক্তিগত পছন্দ নিয়ে ওর সঙ্গে কথার সুযোগ বেশী পাওয়া যায় না। ও সবসময়ে চেষ্টা করে অন্যদের মানিয়ে নিতে। ফ্রাঁসোয়াজের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি শান্তি পাওয়া যায়। ওর স্বভাবের মধ্যে মাতৃস্বভাবের সঙ্গে একটা অদ্ভুত পবিত্র শিশুসুলভতা মিশে থেকে গেছে যা সচরাচর দেখা যায় না। ফ্রাঁসোয়াজ আর ল্যুককে একসঙ্গে দেখলেই বোঝা যায় ওরা খুব সুখী।

ফ্রাঁসোয়াজকে আমরা নিস স্টেশনে পৌঁছে দিতে গেলাম। লক্ষ্য করলাম আমি আস্তে আস্তে ওদের সঙ্গী হয়ে উঠছি' আমার আগে যে সবকিছুতে এক অস্থিরতার ভাব ছিল তা কেটে যাচ্ছে। এও যেন একটা নেশা, নতুন করে সবকিছু ভাল লাগছে, নিজেকেও নতুন করে চিনছি। আমি বাঁচবো প্রতি মুহূর্তে সেই মুহূর্তের জন্য, আগে পিছে ভাবার দরকার কি? ল্যুককে দেখে যে এখন আমার মন তোলপাড় হয়ে ওঠে সেটাও আমার কাছে নতুন। কাউকে ভালবাসার এরকম অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম।

ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে ফ্রাঁসোয়াজ হাসি মুখে বলল,

"ল্যুকের ভার কিন্তু তোমাদের ওপর রইল।"

ট্রেন ছেড়ে গেল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে বেত্রোঁ একটা দোকানে ঢুকল,

কে একটা রাজনীতির পত্রিকা কিনবে বলে। লুক নিমেষের মধ্যে আমার দিকে ফিরে নীচু গলায় বলল,

"—কাল সন্ধ্যেয় আমার সঙ্গে দেখা করবে?"

বলতে যাচ্ছিলাম, "বেঞোঁকে জিজ্ঞেস করে দেখি।" কিন্তু ও আমায় থামিয়ে দিয়ে বলল "ঠিক আছে আমিই না হয় তোমায় টেলিফোন করব।" তারপর বেঞোঁকে ফিরে আসতে দেখে, যেন কিছুই হয়নি এইভাবে ওর দিকে ফিরে সহজ গলায় জিজ্ঞেস করল "কোন কাগজ কিনলে?"

"দূর, যেটা খুঁজছিলাম সেটা পেলাম না," বেঞোঁ বলল, "দোমিনিক, এবার এগোন উচিত, আমাদের ক্লাস আছে।" আমার হাত নিজের হাতে তুলে নিল মুহূর্তের জন্য। লুক ও বেঞোঁর চোখাচোখি হল। দুজনের দৃষ্টিতেই অবিশ্বাস এবং সন্দেহ। আমার ভেতর ভেতর অস্বস্তি। ফ্রাঁসোয়াজ পারী চলে যাবার সাথে সাথেই আমাদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্কটার তাল কেটে গেল। এখন বুঝতে পারছি লুক আমার দিকে এগোতে চায়। ভাল লাগছে ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে যেন একটা অপরাধ বোধও মিশে আছে এই প্রথম কাউকে লুকিয়ে কিছু করছি! ফ্রাঁসোয়াজ না গেলেই হয়ত ভাল হত। এই মুহূর্তে যদি ওকে ফিরিয়ে আনা যেত তাহলে অনেক স্বস্তি পেতাম। আমাদের চারজনের মধ্যে এ কদিনে যে সুন্দর সহজ সম্পর্কটা গড়ে উঠেছে তা কি এইভাবে নষ্ট হয়ে যাবে?

—"চলো তোমাদের পৌঁছে দিই" লুক শান্ত গলায় বলল। ওর হুড খোলা গাড়ীতে আমরা উঠে বসতে লুক এক্সিলেটারে চাপ দিল। পথে কোন কথা নেই, সবাই চুপচাপ, অস্বস্তিকর এক পরিবেশ। ইউনিভারসিটিতে আমাদের নামিয়ে দেবার সময় লুক হালকাভাবে বলল,

—"চলি তাহলে, পরে দেখা হবে।"

—"উফ বাঁচলাম। লুকের গাড়ী বেরিয়ে যেতেই বেঞোঁ বলল, "আসলে কারুর সঙ্গে খুব বেশী মাখামাখি করে ফেললে তখন আর তাকে ভাল্লাগেনা।" বুঝলাম, তার মানে বেঞোঁর মতে এরপর লুকের সঙ্গে বেশী দেখা করা হবে না। কিন্তু বেঞোঁকে কিছু বললাম না। শুধু শুধু কথা বাড়িয়ে লাভ কি?

"তাছাড়া" বেঞোঁ বলল, "বয়সের ফারাকটাও তো দেখতে হবে আমাদের।" আমি এবারও নিরুত্তর।

ক্লাসে ঢুকলাম। এপিকিউরিয়ানিজমের ওপর লেকচার ছিল। কিছুক্ষণ কথাগুলোতে মন দেওয়ার চেষ্টা করলাম। তারপর অজান্তেই মনটা

আবার চলে গেল ল্যুকের কাছে, ল্যাক, লুক চেয়েছে আমার সঙ্গে একা দেখা করতে। ভেতরটা অস্থির, তোলপাড়, আমার ভ্রু কোঁচকানো আঙুল-গুলো আস্তে আস্তে ডেস্কের ওপর ছড়িয়ে দিলাম। হঠাৎই এক ঝলক হাসি পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মুখটা ঘুরিয়ে দিলাম যাতে বেঐা বুঝতে না পারে। নিজেকে ধমকালাম, "এতে খুশীর কি হল? না হয় ল্যুক দেখাই করতে চেয়েছে তোমার সাথে, তা নিয়ে নাচানাচি করার কি আছে?" জোর করে নিজেকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলাম।

পরের দিন ভেবে দেখলাম ল্যুকের সঙ্গে বেরোন নিয়ে আমি শুধু শুধুই এত ভাবছি আমি জানি শেষমেষ কিছুই হবে না। কি আর করবে ও কিই বা করতে পারে? নিশ্চয়ই আজই আমার হাত ধরে প্রেম নিবেদন করবে না? ওর আসতে একটু দেরী হল। যখন এসে পৌঁছল তখন ওকে দেখে একটু আনমনা লাগল, যেন মনে কি একটা নিয়ে চিন্তা করছে। বড় ইচ্ছা হল ও সব কথা আমায় খুলে বলে, আমার সঙ্গে সব সমস্যা ভাগ করে নেয় কিন্তু ল্যুক সে সবের ধার দিয়েও গেলে না। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে আমার সঙ্গে এমনভাবে কথাবার্তা শুরু করে দিল যাতে আমি ওর অন্যমনস্কভাবটা বুঝতে না পারি। ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেখলাম যে ওর সঙ্গে আমি যতটা সহজভাবে কথা বলছি সেরকম আমি আগে কারুর সঙ্গে পারিনি। ওর সঙ্গে থাকলে আমায় কিছু ভাবতে হয় না। সবই কেমন আপনা আপনি পর পর ঘটে যায়। খাওয়া দাওয়া করার পর ল্যুক আমায় "সানিস" রেস্তোরাতে নিয়ে গেল। ওখানে ফ্লোরে নাচের ব্যবস্থা আছে, গিয়ে দেখি ল্যুকের চেনা জানা অনেকেই এসেছে, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আবার আমাদের টেবিলে এসে বসল। কি বোকামিই না করেছি ভেবে যে ল্যুক আমার সঙ্গে একা দেখা করতে চেয়েছে। আমার চারপাশে দামী ঝকঝকে সব পোষাক পরা সুন্দরীদের দেখে নিজেকে আরো হীন আরো কুশ্রী মনে হল। নিজেকে আমি এতদিন কি করে সুন্দর ভেবেছি ভাবতে গিয়ে নিজের গর্বের জন্য লজ্জা পেলাম।

লুকের দিকে তাকালাম, ও ওর বন্ধুদের সঙ্গে ডাক্তারিতে জলচিকিৎসার নিয়ে আলোচনা করছে। এরা জীবনটাকে কত সহজ করে নিয়েছে সাহিত্য কলা এসব নিয়ে বেশী মাথা না ঘামিয়ে-এদের মত সরল হলেই হয়তো বেশী সুখী হতাম, কে জানে! লুকেরও হয়ত তাই বেশী ভাল লাগত।

এতক্ষণে বোধহয় আমার কথা ল্যুকের মনে পড়ল আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে ও বলল, "এসো নাচি"। উঠে দাঁড়িয়ে ও দুহাত দিয়ে আমায় কাছে টেনে নিতে আমি বাজনার তালে ওর সঙ্গে পা মেলাতাম। আমার মাথা ওর চিবুকে ঠেকানো, আমার কোমরের কাছে ওর হাতের আলাদা চাপ আর আমার প্রতিটি রোমকূপে ওর ছোঁয়ার সাড়া, আমার দেহের তন্ত্রীতে লুকের অনুভূতি।

"কি, খুব বিরক্ত হচ্ছিলে তো? ভাবছিলে পালাতে পারলে বাঁচি" ল্যুক জিজ্ঞেস করল, "তারপর আমার বন্ধুর স্ত্রীদের আমি তো জানি—ভীষণ বকার স্বভাব।"

"আমি এরকম নাইটক্লাবে আগে আসিনি।" ওর কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্য বললাম।

ল্যাক হেসে বলল —"সত্যি [illegible], তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। তবু তোমাকে কেন এত ভাল লাগে বলো তো।" কিছুক্ষণ চুপ থেকে ল্যাক বলল,— "চলো, অন্য কোথাও যাওয়া যাক, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

নাইটক্লাব থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম [illegible] একটা বারে। হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে আস্তে আস্তে শরীরে একটা উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল মাথাটাও যেন হালকা মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সামনে বসা লুকের আকর্ষণ সম্বন্ধে আমি আরো সচেতন হয়ে উঠলাম। একটু যেন ওর ওপর মায়াও পড়ে গেছে।

হুইস্কি খেয়ে কেবল আমি একটু প্রগলভা হয়ে উঠেছি। কথায় পিছে কথা উঠল।

—"ভাল না বেসে সুখী হওয়া যায় না"—লুক বলল।

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

—"আমিত তাই খুব সুখী। ফ্রাঁসোয়াজ আর আমার ভালবাসায় কোন খাদ নেই।"

ল্যুককে বললাম, "জানি, আর জানি বলেই তো তোমাদের এত ভাল লাগে।" বলে খানিকটা স্নেহের চোখে ল্যুকের দিকে তাকালাম। ঘুম পাচ্ছে।

—"তবু," ল্যুক বলল, "তোমাকেও আমার ভাল লাগে। আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালে। "আমি তোমাকে চাই, দোমিনিক।"

আমি বিহ্বল ভাবে তাকিয়ে খানিক হাসলাম, কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। —"আর ফ্রাসোয়াজ?" অবশেষে প্রশ্ন করলাম।

—"ওকে না হয় পরে বলা যাবে," ল্যুক বলল, বেশ তাছাড়া ও তো তোমাকে পছন্দই করে।"

আমি তখন এতই বিহ্বল যে কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। হঠাৎ করে ল্যুকের এই প্রস্তাবনায় আমি বিচলিত। কিন্তু যদিও আমি ওর এই প্রস্তাব মনে আশাই করছিলাম তবু এই মুহূর্তে ওর দাবিটা কেমন অনুচিত মনে হল।

ল্যুক আমার চোখে চোখ রাখল, —"তোমাকে ভাল লাগার আমার বিশেষ একটা কারণ আছে। আমাদের মধ্যে কি একটা আকর্ষণ আছে তুমি বুঝতে পারো না? একদল লোকের মাঝে আমিও যেমন তোমায় অগ্রাহ্য করতে পারব না, তুমিও তা পারবে না। তা দেখছ না,—আমি রোজই নিত্য নতুন মেয়েদের প্রেমে পড়ে যাই না। ভেবনা তোমার সঙ্গে নিছকই সস্তা কোন প্রেমের খেলা করতে চাইছি। তোমাকে আমার ভাল লাগে। তুমি কাছে থাকলে আমি ভাল থাকি। আমি, আমি এটুকুই জানি। তবে এইটুকু বলতে পারি যে তোমাকে নিয়ে বিছানায় শুলেই যে আমার সাধ মিটে যাবে, তা না। আমার প্রেম অত হালকা নয়।" একটু থেমে ল্যুক বলল "আমার যা বলার, বললাম, এবার তুমি ভেবে দেখ।"

আমার মাথা নীচু। "ঠিক আছে, ভেবে দেখব" বললাম। আমার বসার ভঙ্গিতে এমনকিছু ছিল যার জন্য ল্যুক একটু ঝুঁকে আলতো করে আমার গালে চুমু খেল।—"বেচারী সোনা আমার।" ল্যুক বলল।—"কি এত ভাবছ? তোমার নীতিতে কোথাও একটু বাধছে, তাই তো? কিন্তু বিশ্বাস করো আমারও একটা নীতিবোধ আছে। আমি তোমার ক্ষতি করব না। তবে আমি তোমায় ছাড়া থাকতেও পারব না। ফ্রাঁসোয়াজকে তো তোমার ভালই লাগে। আর আমাকে নিশ্চয়ই তোমার বের্ত্রাঁর থেকে বেশী পছন্দ। তাহলে আটকাচ্ছে কোথায়?"

ল্যুকের মুখে হাসি এই রকম পরিস্থিতিতে যে ল্যুক এভাবে ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছুর বিচার করতে পারে যাতে আমি অবাক। কিছুটা হয়ত ক্ষুব্ধ।,

চিন্তার কিছু নেই,"ল্যুক বলল, "এত ভাবার কি আছে? আমি যে তোমায় ভাল বাসি এখনকার মত এ টুকুই মেনে নাও না কেন। আমি দিচ্ছি তোমার কোন খেদ থাকবে না। আমি তোমায় ভালবাসা, আনন্দ দিয়ে ভরিয়ে দেব।"

অন্ধকার মুখে ল্যুকের দিকে তাকিয়ে বললাম,—"তোমাকে আমার অসহ্য লাগছে।"

ক্ষণিকের নীরবতা, তার পর দুজনেই একসঙ্গে হেসে ফেললাম। পলকের মধ্যে সব কিছু যেন পালটে গেল।"

—"অনেক দেরী হয়ে গেল," ল্যুক বলল "চলো তোমায় বাড়ী পৌছে দিই, তবে চাও তো আমরা বেরসীর জেটিতেও যেতে পারি। ওখান থেকে সূর্যোদয়টা দারুণ লাগে।"

বেরসীর জেটিতে এসে ল্যুক গাড়ী থামাল। সেন নদীর ওপরে আকাশ তখন ফিকে হয়ে আসছে। সাদা আর ধূসর রঙ দিয়ে পারী শহর আরেকটি দিনকে আহ্বান জানাচ্ছে। জেটির একদিকে পুরোন বাড়ীর সারি ধূসর, স্থবির, যেন মৃত। আমার পাশে ল্যুক নিশ্চল হয়ে দাড়িয়ে। নীরবে একের পর এক সিগারেট খেয়ে চলেছে। আমার হাত ওর দিকে। বাড়িয়ে দিতে-ও তার ওপর নিজের হাত রেখে অল্প চাপ দিল. তারপর আস্তে আস্তে আমরা আমার বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। তখনও আমাদের আঙুল জড়ানো। বাড়ীর সামনে পৌছে ল্যুক আমার হাত ছেড়ে দিল। আমি গাড়ী থেকে নেমে বাইরে দাড়াতে ওর চোখে চোখ ফেললাম। দুজনেই অল্প হাসলাম। ল্যুক চলে যেতে নিজের ঘরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। চোখ বুজেই মনে হল তখনও জামাকাপড ছাড়া বাকি। বাথরুমে একরাশ আকাচা জামাকাপড় পড়ে রয়েছে, হাত, পা, মুখও ধোয়া দরকার। এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি মনেও নেই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঘুম ভাঙতে দেখি মনটা কেমন ভার ভার হয়ে আছে। আগের রাত্রে যা যা ঘটেছে সব আরেকবার ভেবে দেখলাম। ল্যুকের প্রস্তাবে যে আমার কোন আপত্তি আছে তা নয়। তবে এও বুঝতে পারছি যে এসব আগুন নিয়ে খেলা। আপাত দৃষ্টিতে যত সহজ মনে হচ্ছে তত সহজ নয় ব্যাপারটা। তাছাড়া এতদিনে বের্ত্রাঁর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাকেই বা সরাসরি অস্বীকার করি কি করে। ল্যুক তো প্রথমেই বলে নিয়েছে যে এ সম্পর্ক চিরদিনের হবার নয়। যখন আমাদের দুজনেরই মন উবে যাবে তখন কি হবে? এখন ল্যুককে আমিও চাই এ কথা সত্যি। কিন্তু এ চাওয়া কি এমনই যে ওকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না? ওকে ভাল লাগে বলে না হয় কদিনের জন্য ওর কাছে নিজেকে সমর্পণ করলাম·· কিন্তু যখন খেলা ফুরিয়ে যাবে তখন? আমি যদি একবার ফ্রাঁসোয়াজের ভাষায় ল্যুকের 'পোষ' মেনে যাই, তাহলে সময় এলে ওকে ছেড়ে দিতে আমার কষ্ট হবে না? আর বের্ত্রাঁর? জানি, ও আমায় ভাল না বেসে থাকতে পারবে না। ওর প্রতি আমার এখনও একটা দুর্বলতা আছে। কিন্তু ল্যুক সম্বন্ধে আমার মনোভাবটা যে ঠিক কিরকম আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না। এখন যদি আমি ল্যুকের প্রস্তাব মেনে নিই তাহলে আমার ভবিষ্যৎ কি? কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছোন যে কি শক্ত! আমায় আজ পর্যন্ত এভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিজেকে বেছে নিতে হয় নি। আমার হয়ে কেউ না কেউ বেছে দিয়েছে। এত না ভেবে আমি যদি নিজেকে ছেড়ে দিই তাহলে কেমন হয়? যা হয় হোক না কেন! ল্যুকের আকর্ষণকে বাধা দেবার শক্তি আমার নেই। তাছাড়া ওকে ছাড়া সামনের দিনগুলোর কথা ভাবলেই চোখে ভেসে উঠছে আমার নিঃসঙ্গতা, একঘেয়েমি আর পর পর অনেকগুলো ফাঁকা সন্ধ্যা।

যাক্, যা হবার তো হবেই, আর ভেবে কোন লাভ নেই। একরকম গা ঝাড়া দিয়েই উঠে পড়লাম,। বেত্রোঁ আর অন্য বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে গেলাম ক্যুজা রাস্তার একটা রেস্তোরাঁতে। আগেও এদের সঙ্গে এরকম কত বেরিয়েছি, কিন্তু আজ সবই অন্যরকম লাগছে। ওখানে সামনের প্লেটে কাঁটাচামচ নাড়তে নাড়তে অন্যমনস্ক হয়ে ল্যুকের কথাই ভাবছিলাম, এমন সময় বেত্রোঁর বন্ধু জাঁ-জাক আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল,

—"দোমানিক তুমি নির্ঘাত প্রেমে পড়েছ। হ্যাঁ বেত্রোঁ, ব্যাপারখানা কি ?"

—"আমি কি করে জানব ?" বেত্রোঁ বলল।

আমি বেত্রোঁর দিকে তাকালাম, ওর মুখে ঈষৎ রক্তের ছটা। আমার থেকে চোখ সরিয়ে নিল। মুহূর্তের জন্য আমার খুব কষ্ট হল। আমার এতদিনের সাথী, ওর সঙ্গে আমার এতদিনের ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও এর মধ্যেই আমার কাছ থেকে কতদূরে সরে গেছে। ভীষণ ইচ্ছে হল ওকে সান্ত্বনা দিতে, ভাবলাম বলি—দোহাই তোমার, বেত্রোঁ, তোমার কষ্ট আমি সহ্য করতে পারি না। আমাদের এতদিনের মধুর সম্পর্ক, একসঙ্গে কাটানো এত সময়, সব কি এই তিন সপ্তাহে ভুলে যাব ? আমাদের সম্পর্কটা কি এতই ঠুনকো ছিল ? এরকমভাবে আমার পরিবর্তনটা মেনে না নিয়ে বেত্রোঁ আমায় বোঝাতে পারত, আমার সঙ্গে তর্ক করতে পারত বা জোর করে আমার কাছে টেনে নিতে পারত। আমি জানি বেত্রোঁ আমায় সত্যি ভালোবাসে। কিন্তু আমি ল্যুককে যে চোখে দেখি সে চোখে যে বেত্রোঁকে দেখতে পারি না, ল্যুকের মত পুরুষের মধ্যে কি একটা যাদু আছে যা বেত্রোঁ বা ওর সমবয়সীদের মধ্যে বিরল। এই আকর্ষণটা যে কেবল ওর অভিজ্ঞতাতেই তা নয়। ঠিক বুঝিয়ে বলা যায় না।

—"আঃ, দোমিনিককে বিরক্ত কোর না তো"—কাত্রীন তার স্বভাবগত সর্দারি ফলাল,—"এদের সঙ্গে থাকা যায় না। চলো দোমিনিক, অন্য কোথাও বসে কফি খাওয়া যাক।"

বাইরে বেরিয়ে কাত্রীন বোঝাতে শুরু করল যে ওদের কথায় কান দেওয়া উচিত না। বাইরে যাই দেখাক না কেন আসলে মনে মনে বেত্রোঁ আমাকে খুবই ভালবাসে। তাই বন্ধুদের ক্যাপানিকে যত কম পাত্তা দেব ততই ভাল। আমি চুপ করে রইলাম। সব বন্ধুদের সামনে বেত্রোঁ ওরকম-

ভাবে ছোট না হলেই আমি খুশী হতাম। কাত্রীন যা ভাবছে—ওদের ব্যঙ্গে আমি অত রেগে যায় নি। কারণ আমি নিজেই বুঝতে পারছি যে মনে মনে আমি ওদের কাছ থেকে নিজেকে কতটা গুটিয়ে নিয়েছি। এখন আর ওদের সেই একঘেয়ে আলোচনা, রসালো পরচর্চা উপভোগ আর কাঁচা মনের আবেগ আমার ভাল লাগে না। কিন্তু বের্এাঁকে তো ভুলতে পারছি না,। ওর কষ্টের জন্য নিজেকেই আমার দোষী লাগছে। সবকিছু এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে ঘটনাগুলোকে আমি বাধা দেবার চেষ্টাও করতে পারলাম না। বের্এাঁকে তো ঠিক, কথায় আমি এখনো প্রত্যাখান করে বসিনি। তবু এখনই বন্ধুমহলে আমাকে নিয়ে রসালো জল্পনা—কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। —"তুমি বুঝতে পারছ না" কাত্রীনকে বললাম, আমার চিন্তাটা ঠিক বের্এাঁকে নিয়ে নয়।"
—"তাই ?", বলে কাত্রীন আমার দিকে তাকাল।
চোখাচোখি হতেই দেখি কাত্রীনের মুখে অদম্য কৌতূহল, আমি হেসে ফেললাম। তারপরেই একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললাম,—"আমাদের কনভেন্টের কথা ভাবছিলাম।

ব্যস। কাত্রীন শুরু করল তার লম্বা দার্শনিক লেকচার। তারপর গলা নামিয়ে বলল ইন্দ্রিয় সুখের কথা। ফিস্‌ফিস্ করে বলল—"ওটার দরকারও কিছু কম না।" কিন্তু ও ঠিক যেরকম বর্ণনা দিচ্ছে তা কি বাস্তবে সত্যি সম্ভব ? ওর দেখিয়ে দেওয়া রাস্তায় আমি তো সুখী নাও হতে পারি। কাত্রীনের আত্মবিশ্বাস সময় সময় ঠিক হজম করা যায় না। ও চলে যাবার পরে আমি উঠে পড়লাম। মারো গুলি কাত্রীনকে।

ঘণ্টাখানেক ঘুরে বেড়ালাম পারীর রাস্তায় রাস্তায়। গোটা ছয়েক দোকানে ঘুরে ঘুরে শো-কেসে রাখা জিনিস নাড়াচাড়া করে দেখলাম। কি চেনা, কি অচেনা লোকের সঙ্গে রাস্তায় সপ্রতিভভাবে গল্প জুড়ে দিলাম। নিজেকে মনে হল ভীষণ মুক্ত আর স্বাধীন। পারী শহর যেন আমারই। এতদিন নিজেকে এ পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারতাম না। ভাবতাম পারী তাদেরই যাদের কোন নীতি নেই, কোন চিন্তা নেই। আজ পারী আমার। এই রঙীন, ঝলমলে, সুন্দর শহরটায় আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। আমার ভেতর কি একটা সুখ পাখি ডানা ঝাপটে উঠল, আমি হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলাম। আমার পা হালকা, মনে আনন্দ। নিজেকে ভীষণ তাজা আর

বাধাহীন মনে হচ্ছে। নিজের তারুণ্যে এত আনন্দ আর কখনো পাই নি। আমার মন যখন খারাপ থাকে তখনও আমি তার থেকে কিছু সত্য খুঁজে পাই। কিন্তু আজ এই প্রায় পাগলামির ঘোরে আমি নিজের মধ্যে যে সত্য খুঁজে পেলাম তা অনেক বেশী স্পষ্ট। অনেক বেশী সত্য।

খেয়াল খুশী মত চলতে চলতে শাঁসেলিজের একটি সিনেমা হলে ঢুকে পড়লাম. পুরোন কি একট. ছবি তাতে দেখান হচ্ছে। একটু পরেই একটি যুবক এসে আমার পাশের সিটে বসল। আড়চোখে এক পলক তাকিয়ে যা মনে হল তা হল ছেলেটি সুদর্শন ও তার একমাথা সোনালী চুল। আমার পাশে এসে বসার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম ওর কনুই যেন ভুল করেই আমার কনুই ছুঁয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ছেলেটি একটা হাত বাড়িয়ে আমার হাঁটুর ওপর রাখল। তারপর হাতটা ইতি উতি যাত্রা শুরু করতেই আমি সেটা থামিয়ে নিজের হাতে তুলে নিলাম। এদিকে আমি জোর করে ভেতর ভেতর ফুলে ফেঁপে ওঠা হাসি চাপবার চেষ্টা করছি। এতদিন এসব কথা গল্পচ্ছলেই শুনেছি বা বইয়ে পড়েছি। যা এতদিন শুনে এসেছি এটাই কি সেই? কি অদ্ভুত পরিস্থিতি! আমার মুঠোয় এক যুবকের ঘামে চটচটে হয়ে ওঠা হাত। অথচ সে সম্পূর্ণভাবে আমার অপরিচিত। কি বিড়ম্বনা! আবার অনেক কষ্টে হাসি চাপলাম. বুঝতে পারলাম আমার হাতের ওপর ছেলেটার হাতের চাপের জোর বাড়ছে। এবার ও একটা হাত বাড়িয়ে আমার হাঁটুতে ঠেকাল, আধা কৌতূহল, আধা প্রশ্রয় নিয়ে আমি নিঃশব্দে দেখেছি ও কতদূর যেতে পারে। ও নিশ্চয় আমারই মত ভাবছে যে এই মুহূর্ত নীতির কথা ভাবার নয়। আমার বুকে ঢেঁকির পাড়। সেকি ছেলেটির খাতিরে না সিনেমাটার দৌলতে? সিনেমাটা ভালই। তবে এই রকম দর্শকের জন্ত এ ছবি নয়। এর জন্ত আলাদা হলে যা হোক একটা কিছু সিনেমা দেখালেও চলে। নিজের সিটেই একটু ঘুরে ছেলেটি এবার সরাসরি আমার দিকে তাকাল, সিনেমাটা যখন সুইডিশ মনে হল ছেলেটিও তাই হবে। অন্ততঃ ওর ফরসা চামড়া দেখে তো তাই মনে হল। হলের সেই অল্প আলোয় দেখলাম ছেলেটি সত্যিই ভাল দেখতে। তবে ঠিক আমার পছন্দসই নয়। আস্তে করে ছেলেটি আমার দিকে ঝুঁকল। মুহূর্তের জন্ত আমার বুজে আসা চোখে ভেসে উঠল পেছনের সারিতে বসা লোকজন। তারা কি ভাবছে কে জানে! তবে ছেলেটির দীর্ঘ

চুমনে আমার ভাবনার খেই হারিয়ে গেল। তখন ওর জিভ আমার ঠোঁটে গালে, জিভের সঙ্গে খেলা করছে। আর ওর অস্থির হাত কিছুটা আন্দাজেই আমার জামাকাপড়ের ভাঁজ সরিয়ে খুনসুটি করছে। ওর আনাড়ি হাত যখন বড় বেশী সাহসী হয়ে উঠেছে তখন আমি এক ঝটকায় উঠে পড়ে হল থেকে বেরিয়ে এলাম। ছেলেটি কিছুটা হতভম্ব হয়ে আমার চলে আসার দিকে তাকিয়ে রইল।

রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। আমার ঠোঁটের ওপর একদম অচেনা একটি যুবকের ঠোঁটের চিহ্ন দাগ কেটে বসে গেছে। ভাবলাম বাড়ী গিয়ে একটা গল্পের বই পড়া যাক্।

বইটা সাঁত্রের 'লাজ দ্য রেসোঁ'। বইয়ের মধ্যে ডুবে যেতে বেশী সময় লাগল না। আমি সগু যৌবনে পা দিয়েছি। একটি পুরুষকে আমার ভাল লাগে। ও আরেকটি পুরুষ আমায় ভালবাসে। মেয়েদের চিরাচরিত সেই সমস্যা, এখন এই সমস্যার একটা সমাধানে আমার পৌছান দরকার। তবে এই সমস্যাটা ঠিক ত্রিকোণ নয়। কারণ স্বামী, স্ত্রী ও আরেকটি মেয়ে ছাড়াও এখানে আরেকটি পুরুষ দাঁড়িয়ে—বেঞোঁ। আস্তে আস্তে সব চিন্তার জাল সরিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় আমি এক অনাবিল শান্তি ফিরে পেলাম। যেন কিছু ঘটবার আগে থেকেই এই সম্পর্কের যত আনন্দ, দুঃখ, কষ্ট সব মেনে নিলাম। একটু কৌতুকের সাথে।

বই পড়তে পড়তে সন্ধে হয়ে এল। বইটা পাশে নামিয়ে রেখে হাতের ওপর চিবুকের ভর দিয়ে জানলার বাইরে তাকালাম। আকাশের লাল রঙ তখন আস্তে আস্তে নিভে আসছে। হঠাৎ নিজেকে বড় একা ও অসহায় মনে হল। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে কিভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি অসহায় ভাবে দেখছি মাত্র। এ সময় এমন কেউ যদি থাকত যে আমায় নিজের অধিকারে নিজের বুকে টেনে নেবে। আমার নরম গালে চেপে ধরবে তার কঠিন গাল। যার বুকে আমি শুনতে পাব নিজের হৃদয়ের স্পন্দন। যাকে আমি তীব্র ভালবাসা দিয়ে নিজের কাছে ধরে রাখবো চিরকালের জন্য। তবে নিঃসঙ্গতা আমাকে এতটা ভালবাসার কাঙাল করে তোলে নি যে আমি বেঞোঁকে এই মুহূর্তে আমার পাশে চাইবো। আমি আকুল একটু ভালবাসার জন্য যা আমাকে সুখ এনে দিতে পারে।

সেই ভালবাসা আমায় যে কোন বন্ধনেও বেঁধে ফেলুক না কেন। তাতেও কোন ক্ষতি নেই। আমি উঠে পড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। রক্তিম সূর্যের অস্তরেখায় এক করুণা সুরের মূর্চ্ছনা আমায় পেয়ে বসল। কনে দেখা সন্ধ্যার বর্ণালী অস্তিত্ব আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার বিষন্ন মন বিষন্নতর হয়ে কোথায় যেন হারিয়ে কাকে যেন আশ্রয় করতে চাইছে। এই অসহায় একাকিত্বে লুকের চিন্তায় আস্তে আস্তে বিষন্নতা কেটে যাচ্ছে আমার নিমগ্ন হয়ে যাচ্ছে কোন এক প্রাণবন্ত জীবনমুখী যৌবনের দূতের কাছে। হায় লুক! তুমি কোথায়?

এপ্রিলের বসন্তের উষ্ণতার সাথে তোমার মদির আশির্বাদ আমাকে সঞ্জীবনী সুধা দান করে। লুক। You are an elexir to my existence তোমার অসীম সুন্দর ব্যক্তিত্বের কাছে আমি নতজানু।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তারপরে কয়েক সপ্তাহে লুকের সঙ্গে প্রতিদিন দেখা হওয়াটা প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়ে গেল। তবে কোনবারই ওর সঙ্গে একা হবার সুযোগ পাই না। ওর কোন না কোন বন্ধু সবসময়ই আমাদের সঙ্গে থাকে। লুকের বন্ধুরা বেশ ভাল। ওদের সবার হাসি-ঠাট্টা ও মজার মজার গল্পের মধ্যে দিয়ে যে সময় কি ভাবে কেটে যায় তার খেয়াল থাকে না। লুকও তাদের সঙ্গে হাসি মস্করা করে। গল্পের ফাঁকে কখনো আমার দিকে একটু বিশেষ-ভাবে তাকায়। আবার মাঝে মাঝে ওর মুখে এমন উদাস এক ভাব দেখি যে আমার সন্দেহ হয় ও সত্যিই আমায় চায় কিনা। সন্ধ্যেটা এভাবে আড্ডা মেরে কাটিয়ে ও আমায় গাড়ীতে বাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। গাড়ী থেকে নেমে দরজার কাছে এসে আমার দিকে একটু নীচু হয়ে আলতো করে আমার গালে ওর ঠোঁট ছোঁয়ায়। এই পর্যন্তই, এর চেয়ে বেশী লুক কখনোই এগোয় না। বা আমার প্রতি ওর কামনার কোন আভাসও দেয় না।

তারজন্ত আমার স্বস্তি হবে সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু একটু নৈরাশ্যও কেন মিশে থাকে? ল্যুক যেদিন বলল যে ফ্রাঁসোয়াজ দুদিন পরেই প্যারীতে ফিরে আসছে, আমি দেখলাম যে গত দু সপ্তাহ কিভাবে একটা স্বপ্নের মত কেটে গেছে। আর আমি শুধু শুধুই আমাদের সম্পর্কের মত একটা সাধারণ ব্যাপার নিয়ে এত চিন্তা করেছি।

এক সকালে ফ্রাঁসোয়াজকে স্টেশন থেকে আনতে গেলাম। বের্ত্রোঁ আমাদের সঙ্গে এলো না। বেশ কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছি ও আমায় কেমন এড়িয়ে চলছে। সেটা খারাপ লাগে ঠিকই তবে প্রথমবার নিজের স্বাধীনতা ভোগ করার নেশাও কিছু কম নয়। ওর কাছে না থাকার দরুণ আমি পুরোপুরি নিজের ইচ্ছায় চলছি। অবশ্য বের্ত্রোঁর মনের অবস্থাও বুঝতে পারছি। আর সেইজন্তই বোধ হয় বিবেকে একটা খোঁচা লাগছে। ট্রেন থেকে নেমে ফ্রাঁসোয়াজ হাসি মুখে আমাদের জড়িয়ে ধরল।

—"ঈস, এ কি চেহারা করেছ তোমরা?" ওর প্রথম বক্তব্য। তার পরেই ফ্রাঁসোয়াজ বলল, যে ল্যুকের দিদি আমাদের সকলকে তার বাড়িতে কয়েকদিন কাটাতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে যেতে গররাজি। বললাম, আমি যাব কি করে। আমায় তো উনি যেতে বলেন নি তাছাড়া বের্ত্রোঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও ইদানিংকালে একটু ঠাণ্ডার দিকে। ল্যুকও যেতে আপত্তি তুলল। ও নাকি ওর দিদিকে বিশেষ পছন্দ করে না। কিন্তু সব আপত্তি নস্যাৎ করে ফ্রাঁসোয়াজ আমায় বলল বের্ত্রোঁ নাকি ওর মাকে বলে আমাকেও নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। আর একটু হেসে,— "নির্ঘাৎ তোমাদের ঝগড়া মিটিয়ে ফেলার ছুতো খুঁজছে।" আর ল্যুককে থামিয়ে দিয়ে বলল "সব আত্মীয় স্বজনকে কাটিয়ে দিলে কি চলে?"

ফ্রাঁসোয়াজের সঙ্গে চোখাচোখি হতে হাসলাম। আর ওকে আবার নতুন করে ভাল লাগল। এই ছুটির কদিনে ওর গায়ে একটু মেদ জমেছে। ফ্রাঁসোয়াজকে প্রথম দেখলে বেশ শক্ত মানুষ মনে হয়। তবে একটু ভাল করে মিশলেই বোঝা যায় ওর ভেতরটা কত নরম। ওর মধ্যে একটা বিশেষ মন কাড়ানো ভাব আছে যার জন্ত ওকে ভাল না বেসে পারা যায় না। ভেবে ভীষণ ভালো লাগল যে আমি আর ল্যুক ওর বিশ্বাস সত্যি সত্যিই শেষ পর্যন্ত ভেঙে দিই নি। হয়ত আবার আমরা তিনজনে আগের নির্মল

বন্ধুত্বের সম্পর্কে ফিরে যেতে পারব। বেঞোঁকে নাহয় মানিয়ে নেওয়া যাবে। আমার তো ওকে খুব একটা খারাপ লাগে না। সত্যি কথা বলতে কি ওর পড়াশুনা, ওর মেধা একেবারেই সাধারণের পর্যায় পড়ে না। না, ল্যুক আর আমি কোন অন্যায়ের ভার নেব না। তবু গাড়ীতে উঠে ল্যুক ও ফ্রাঁসোয়াজের মাঝে বসে আমি ল্যুকের দিকে একপলক তাকালাম আর আমার মনের কেমন একটা তার ছিঁড়ে গেল।

বেঞোঁর মার বাড়ীতে যাবার জন্য আমরা এক বিকেলে প্যারী থেকে রওনা হলাম। শুনেছি বেঞোঁর বাবা ওর মাকে শহর থেকে একটু দূরে একটা বড়গোছের সুন্দর বাড়ী কিনে দিয়েছেন। এইভাবে বড়লোকি আলসেমিতে ছুটি কাটাব ভাবতেও আরাম লাগে। বেঞোঁর কাছে ওর মার অনেক গল্প শুনেছি। উনি নাকি খুব হাসিখুশি, দিলখোলা মানুষ। সব ছেলেরাই বাপ-মায়ের গুণ পেয়ে থাকে, বেঞোঁও তাতেকিছু কম যায় নি। আমি ভাবছিলাম আমার সদ্য কেনা সুতীর প্যান্টসটার কথা। এখানে আসার আগে কাত্রীন আমায় ওরটা ধার দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ওরটা আমার মাপে বড় হওয়ায় আমায় একটা নতুন কিনতে হল। তাতে আবার আমার পকেটে টান পড়ে গেল। অবশ্য জানি নেহাৎ যদি ওখানে গিয়ে কিছুর দরকার হয় ল্যুক আর ফ্রাঁসোয়াজের কাছ থেকে সঙ্গে সঙ্গেই ধার পাওয়া যাবে। তাতে কি আমার মানে লাগা উচিত? ওদের কাছে সাহায্য নিতে আমি কেন ছোট হব? বরং এতে ওদেরই উদার মনের পরিচয় পাওয়া যাবে। নিজের দোষ খোঁজার চেয়ে অন্যের গুণ স্বীকার করা অনেক সহজ।

বিকেলে ল্যুক ও ফ্রাঁসোয়াজ মিলে আমায় ও বেঞোঁকে তুলে নিতে এল। আমি ও বেঞোঁ তখন সাঁ মিশেল বুলেভারের এক কাফেতে বসে। ল্যুককে দেখে মনে হল ও একটু আনমনা। রাস্তায় ষ্টিয়ারিং হাতে নিয়ে ল্যুক গাড়ীর গতি বাড়িয়ে দিল। একসিলেটারে চাপ দিতে দিতে গতি এতটা তুলে নিয়ে গেল যে দেখি স্পীডোমীটারের কাঁটাটা থরথর করে কাঁপছে। পাশের গাছপালা বাড়ীঘর সব উদ্দাম বেগে উল্টোদিকে ছুটছে। আমাদের মাথার চুল বেসামাল। তীব্র হাওয়ার ঝাপটায় চোখ বুজে এসেছে। খানিকটা নিজের উত্তেজনা লুকোবার জন্যই বোধহয় বেঞোঁ কি

কথায় খাপছাড়া ভাবে হেসে উঠল। আমিও স্বাভাবিকভাবেই এই হাসিতে যোগ দিতে ফ্রাঁসোয়াজ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাল। ওর মুখে কৌতূহল। তবে বুঝতে না পারলেও কখনো কিছুতেই প্রতিবাদ করা ফ্রাঁসোয়াজের ধাতে নেই।

—"হাসছ কেন?" ফ্রাঁসোয়াজের প্রশ্ন।

—আরে হাসতে দাও, ল্যুক বলল, "ওদেরই তো এখন হাসার বয়স।"

আমি মনে মনে ভুরু কোঁচকালাম। আমাকে আর বের্তাকে এইভাবে এক ব্র্যাকেটে ফেলে দেওয়াটা আমার ভাল লাগল না। আমাদের ও এত ছোটই বা ভাববে কেন?

—"আমরা তো হাসছি ভয় কাটাবার জন্য।' আমি বললাম, "বাবা আপনার গাড়ি চালানোর যা ঘটা।"

—"ঠিক আছে, আমিই তোমায় গাড়ী চালানো শেখানোর ভার নিলাম।

এই প্রথম ল্যুক সবার সামনে আমায় 'তুমি' ডাকল। বোধহয় ভুলেই বলে ফেলেছে। পলকের জন্য ফ্রাঁসোয়াজ ল্যুকের দিকে তাকাল। আমার বুক ক্ষণিকের জন্য কেঁপে উঠল। তারপরেই জোর করে ব্যাপারটা মন থেকে ঠেলে সরিয়ে দিলাম। চিন্তাটা আমার বাড়িকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এত ছোট ভুল এটা কেউ লক্ষ্য করে নি হয়ত। এমনিতেই চিরকাল ন্যাকা ন্যাকা নটক-নভেলের ডায়ালগ পড়ে আমার হাসি পায়, যখন বলে "আজ হঠাৎ মেয়েটি বুঝতে পারল তার স্বামী তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে।" ব্যাপারটা অবাস্তব এরকম হয় নাকি?

বাইরে তাকিয়ে দেখি বের্তার বাড়ী এসে গেছে। বাড়ীতে ঢোকার মুখে ল্যুক গাড়ী ঘোরাতে আমি ঝাঁকুনিতে বের্তার বুকে গিয়ে পড়লাম। ও শক্ত হাতে আমায় কাছে টেনে নিল। ল্যুকের সামনে আমি যেন একটু অপ্রতিভ। ল্যুকের চোখে আমাদের শারীরিক কোন সম্পর্ক ধরা পড়ুক এ আমি চাই না। ওর সামনে এই আচরণ আমার কি রকম সস্তা মনে হল।

—"তোমায় কেমন ছোট পাখির ছানার মত দেখাচ্ছে।' ফ্রাঁসোয়াজ বলল। ও ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে আমাদের দিকে তাকিয়ে। ও তাকালে আমার অস্বস্তি হয় না। ওর কথাটা কিন্তু ঠিক আমাদের বয়সের ব্যবধান বোঝাবার জন্য নয়। আমি জানি ও শুধু বলতে চেয়েছে যে বের্তার

বুকে আমায় খুব নরম আর মিষ্টি দেখাচ্ছে। তা মিষ্টি দেখালে তো ভালই। তাতে ভাবনা চিন্তার বোঝা অনেক কমে যায়।

—"হ্যাঁ পাখিই। তবে ছোট্ট কোথায়?" আমি বললাম, "আমার বয়স হচ্ছে না?"

—"আমারও আজকাল নিজের বয়সের কথাটা বড্ড বেশী মনে হয়। অবশ্য আমার ক্ষেত্রে সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়। ফ্রাঁসোয়াজ বলল।"

ল্যুক ফ্রাঁসোয়াজের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। মুহূর্তের জন্য মনে হল ওরা কি সুখী। এখনও নিশ্চয়ই ওদের সম্পর্ক সবদিক দিয়েই সম্পূর্ণ। ল্যুক, ফ্রাঁসোয়াজের পাশে শোয়, ওকে আদর করে, ভালবাসে। ও কি কখনো এভাবে বেত্রাঁর সাথে আমার শারীরিক সম্পর্কের কথা ভেবে কষ্ট পেয়েছে? আমাদের কথা ভেবে কি ওর একটুও হিংসা জাগে না?

—"এই তো এসে গেছি।" বেত্রাঁ বলল, "বাইরে দেখছি আর একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। মা যদি আরো অতিথি জড়ো করে থাকে আশ্চর্য হব না।"

—"তাহলে কিন্তু সোজা ফিরে যাব।" ল্যুক বলল, "আমার দিদির বন্ধু বান্ধবদের তো আমি চিনি। কাছেই একটা ভাল হোটেল আছে। না হয় সেখানেই ওঠা যাবে।"

—"দাঁড়াও, দাঁড়াও," ফ্রাঁসোয়াজ বলল, আগে থেকেই উল্টো সুর গাইছ কেন? বাড়ীটা কি সুন্দর! আর তাছাড়া দোমিনিকের তো এই প্রথম এখানে আসা। ওর আনন্দটা নষ্ট করবে কেন? এসো দোমিনিক।"

ফ্রাঁসোয়াজের হাত ধরে আমি এগোলাম বাড়ীটার দিকে। বাড়ীটা সত্যিই সুন্দর! চারপাশে ফুলের কেয়ারী করা বাগান। ফ্রাঁসোয়াজের সঙ্গে এগোতে এগোতে ভাবলাম কি অদ্ভুত ঘটনাচক্র! ওকে আমার এত ভাল লাগে অথচ ওর অজান্তে ওকে আমি কি নিদারুণভাবে ঠকাচ্ছি। এদিকে ফ্রাঁসোয়াজকে কষ্ট দেব ভাবতেই নিজেকে কি ছোট মনে হয়। যদি এখনও সবকিছু আবার আগের মত করে নেওয়া যেত! আমার ভেতরে এত ঝড়— অথচ ফ্রাঁসোয়াজ কিছুই বুঝতে পারছে না।

—"বাবা শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলে তাহলে।" একটা সরু গলা শুনলাম. বেত্রাঁর মা একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। আমি ওঁকে এই প্রথম দেখলাম। সব মা-ই যেমন ছেলের বান্ধবীকে প্রথম দৃষ্টিতেই

মেপে দেখেন তেমনি উনিও এক নজরে আমায় যাচাই করে নিতে চেষ্টা করলেন। আমি ওনার দিকে তাকালাম। প্রথমেই যা চোখে পড়ে তা হল ওনার সোনালী চুল ও প্রগল্‌ভতা। আমার সঙ্গে আলাপের পর উনি এবার সবার দিকে ফিরে হইচই শুরু করে দিলেন। আমি একটু শ্রান্ত চোখে ল্যুকের দিকে তাকালাম। ও বেচারীরও অবস্থা আমারই মত। বেত্রেঁার মুখ ঈষৎ অপ্রতিভ। আমি জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে ওর মার সঙ্গে ভদ্রতা করতে ব্যস্ত হলাম। অনেক কথাবার্তার শেষে আমার ঘর আমায় দেখিয়ে দেওয়া হল। আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সেখানে এসে ঢুকলাম। ঘরের মাঝে দেখি পুরোন দিনের ধাঁচে তৈরী লাল পরদা ঘেরা উঁচু খাট। ছেলেবেলায় আমি এই রকম খাটেই শুয়েছি। ঘরে চাপা একটা গন্ধ থাকে আমায় জানলাটা খুলে দিলাম। বাইরে সবুজ বন, গাছের সারি তার পাতার মধ্যে দিয়ে হাওয়া চলার সর সর শব্দ।

—"কি, কেমন লাগছে?" বেত্রেঁা প্রশ্ন করল। ওকে খুশী খুশী অথচ একটু বিব্রত দেখাচ্ছে। ওর মার বাড়ীতে আমার এই দিন কয়েক কাটানোটাকে ও বোধ হয় খুব বড় করে দেখছে।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

—"তোমাদের বাড়ীটা খুব সুন্দর। তোমার মাকেও বেশ লাগল।"

—"তার মানে খুব অপছন্দ হয় নি, কি বলো? তাছাড়া আমি তো তোমার পাশেই আছি। তোমার পরের ঘরটাতে।"

দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে হাসলাম। আমার এ রকম পুরোন ধাঁচের বাড়ী খুব ভাল লাগে। সাদা-কালো পাথরের টালি বসানো স্নানঘর। উঁচু উঁচু জানলা আর অভিজাত সব আসবাব।

বেত্রেঁা আমায় নিজের কাছে টেনে নিয়ে আস্তে করে ওর ঠোঁট আমার ঠোঁটের ওপর নামিয়ে আনল। ওর নিঃশ্বাস, চুমু খাবার প্রতিটি ধরণ আমার চেনা। ওকে শার্জেলিজের সিনেমায় সেই ছেলেটির কথা বলা হয় নি। শুনলে নির্ঘাত রেগে যেত। আমার নিজেরই এখন কথাটা মনে পড়লে খারাপ লাগে। স্মৃতিটা লজ্জার। সেই দুপুরে আমি কি পাগল এক নেশায় নিজেকে খেলো করে ফেলেছিলাম। এখন সে নেশা কেটে গেছে।

বেত্রেঁা আবার নতুন করে আমার মুখে মুখ নামাতেই বলে উঠলাম, "চলো, খেতে যাবে না?" বেত্রেঁার চোখ অল্প লাল, মণিটা একটু বিস্ফারিত,

ওর চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছে। বেঞোঁ আমাকে চাইলে আমার ভালই লাগে। কিন্তু নিজেকে তখন আমার আর ভাল লাগে না।

ডিনার টেবিলে আরেক অস্বস্তি। বেঞোঁর মার দুই বন্ধু—তাঁরা স্বামী-স্ত্রী, সমানে অনর্গল বকবক করে মাথা ধরিয়ে দিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর যখন ফল-মিষ্টি দিয়েছে তখন রিশার নামে ভদ্রলোক—সরকারী কোন বিভাগের যেন প্রধান, আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন,

—"তুমিও কি আজকালকার ফ্যাশানের একজন একসিস্‌টেনশিয়ালিষ্ট?" বেঞোঁর মার দিকে ফিরে বললেন, "জান তো মাভ, এদের জগতটাকে আমি আবার ঠিক বুঝতে পারি না। এদের বয়স তো জীবন উপভোগ করার জন্ত। আমরা এদের বয়সে জীবনটা পুরোপুরি উপভোগ করেছি, কাজকর্মও করেছি। তবে সব আনন্দের সাথে এদের মত দুঃখ নিয়ে বিলাসিতা করার সময় ছিল না।"

ওর স্ত্রী আর বেঞোঁর মা হেসে উঠলেন। যেন বেশ মজা পেয়েছেন। ল্যুক আড়ামোড়া ভেঙে সশব্দে হাই তুলল। বেঞোঁ অপ্রতিভ ভাবে কথা ঘোরাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কেউই ওর কথায় বিশেষ কান দিল না। একমাত্র ফ্রাঁসোয়াজই দেখলাম ওদের সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। আর আমি যারা একসিস্‌টেন শিয়ালিসিমের অর্থই বোঝে না তাদের সঙ্গে তর্ক করব কি করে? আমি তাই কোন উত্তর দিলাম না।

—"রিশার দেখ", ল্যুক বলল, "কাজকর্ম-টর্ম তোমাদের বয়সেই—মানে আমাদের বয়সেই আর কি মানায়। এদের বয়স অল্প। এরা ভালবাসে—তাই বা মন্দ কি? তাছাড়া কাজকর্ম করতে গেলে ঝঞ্ঝাট কি কম?" আর আনন্দে থাকতে গেলে আগে কিছু বিলাসিতা করারও প্রযোজন হয়ে পড়ে। তার জন্ত রেস্ত চাই।

ভদ্রলোক কোন উত্তর দিলেন না। বাকি ডিনারটা নিরুপদ্রবে কেটে গেল। এক ল্যুক ও আমি ছাড়া সবাই নিজের নিজের মন মত গল্পে ব্যস্ত। কেবল ল্যুকই দেখলাম আমার মত উস্‌খুস করছে। এদের গল্প ওর ভাল লাগছে না। সেই প্রথম নিঃশব্দে আমাদের দুজনের মধ্যে একটা সেতু গড়ে উঠল। অনেক লোকের মাঝেও দুজনের নিঃসঙ্গতার সেতু।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে হতে সন্ধে হয়ে গেল। আমরা সবাই বেরিয়ে খোলা বারান্দায় দাঁড়ালাম, বেঞোঁ বাড়ীর ভিতরে গেল আমাদের জন্ত

পানীয় জোগাড় করতে। লুক গলা নামিয়ে আমায় বেশী মদ খেতে বারণ করল।

—"কেন, আমার তো কিছু হয় নি ?" "আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—"উঁহু, আমার হিংসে হয়। তোমায় মাতলামি যদি করতে হয় তো আমার সঙ্গে করবে," লুক বলল।

—"তাহলে আমি বাকি সময় করবটা কি। "আমার প্রশ্ন।

—"কেন, ডিনারের সময় যে রকম হয়ে ছিলে সেই রকম থাকবে। বিষাদে গড়া এক মূর্তি," লুকের উত্তর।

—"আর তুমি ? তোমার কি ধারণা তোমায় খুব খুশী খুশী দেখাচ্ছিল ? তোমাকে মোটেই ঠিক "যুগের" মনে হচ্ছিল না" আমি বললাম। লুক হেসে ফেলল।

—"চলো বাগানে একটু বেড়িয়ে আসি"

—"এই অন্ধকারে ?", আমি হতবাক্। "অন্যরা ভাববে কি ?"

—"ভাববে আবার কি ? এতক্ষণ আমাদের যথেষ্ট জালিয়েছে ওরা। চলো তো" আমার হাতটা ধরে লুক অন্তদের দিকে ফিরল। বের্ত্রাঁ তখনও হুইস্কি নিয়ে ফেরে নি। আমি কেমন অসংলগ্নভাবে ভাবলাম বের্ত্রাঁ ফিরে আমাদের দেখতে না পেয়ে নিশ্চয়ই খুঁজতে বেরোবে। তারপর অন্ধকারে কোন গাছের তলায় আমাদের আবিষ্কার করে লুককে খুন করে ফেলবে। ঠিক '**পেলে আস আর মেলিসোঁদের**' গল্পে যেমন হয়েছিল।

—"যাই, মেয়েটাকে একটু বাগানের রোমান্টিক অন্ধকারে বেড়িয়ে নিয়ে আসি। ঘরের লোকদের লুক বলল। বেরোতে বেরোতে পিছন না ফিরেই শুনলাম ফ্রাঁসোয়াজের হাসির ঝঙ্কার।

নুড়ি বিছানো পথে হাঁটতে হাঁটতে লুক আমায় যেখানে নিয়ে এল সেখানটা খুব অন্ধকার। আমার হঠাৎ কেমন যেন ভয় লেগে গেল। ইচ্ছে হল ইয়ন নদীর ধারে আমাদের বাড়ীর শান্তি ও নিরাপত্তায় ফিরে যেতে।

—"আমার ভয় করছে।" ফিসফিস করে বললাম। লুক হাসল না, আলগোছে আমার হাত নিজের মুঠোয় নিল। লুককে আমার এই ভাবেই ভাল লাগে। নিঃশব্দ, একটু গম্ভীর অথচ নির্ভরশীল। মনে মনে,

আমি এই চাই যে ও কখনো আমায় ছেড়ে যাবে না। আমায় বলবে তোমায় ভালবাসি। আর আমায় শক্ত করে নিজের বাহুতে বেঁধে রাখবে। চলতে চলতে ল্যুক থেমে গেল। আমার হাত ধরে আকর্ষণ করল নিজের দিকে। আমার মাথা ওর জ্যাকেটে, আমার চোখ এক অজানা অনুভূতিতে বন্ধ,। মুহূর্তটা যেন অনন্তকালের। এতদিন বোধ হয় আমি এরই অপেক্ষায় ছিলাম। আস্তে আস্তে দু হাতে আমার মুখটা তুলে ধরে ল্যুক নিজের মুখের খুব কাছে নিয়ে এল। তারপরেই ওর উষ্ণ কঠিন ঠোঁটের স্পর্শে আমি কেঁপে উঠলাম। ধীরে ধীরে আমার গালে ওর আঙুলের চাপ আরো কঠিন হয়ে উঠল। আমার মনে হল ওর ঋজু শরীরের ছাঁচে আমার নরম শরীর নিজেকে তৈরী করে নিচ্ছে। আমার হাত আপনা-আপনি উঠে এসে ভীরু ভাবে ওর জ্যাকেটের বোতামে থামল। কি অদ্ভুত একটা ভয়। নিজের জন্য, ওর জন্য, আর এই মুহূর্ত ছাড়া আর সবকিছুর জন্য।

ল্যুকের ঠোঁট যেন আমার জন্যই তৈরী হয়েছে। আমাদের কারুর মুখে কোন কথা নেই। কেবল আমাদের দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ আর আমাদের দীর্ঘ চুম্বন।

একবার আমরা নিঃশ্বাস নেবার জন্য বিযুক্ত হওয়ায় আলো-আঁধারিতে দেখি ল্যুকের মুখ আমার খুব কাছে। ওর ঠোঁটের ওপর আর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখ মদির। আবার ল্যুক মুখ নামাল, খুব আস্তে, আমার ঠোঁটকে নিজের করে নিতে। একটা উষ্ণতা আস্তে আস্তে আমার শরীরে ছড়িয়ে পড়তে আমার কান, গলা, চোখের পাতা সব গরম হয়ে উঠল। যেন নেশার ঘোরে আমার চোখ আবার বুজে এল। কিন্তু আবেশটা কেবল এক শারীরিক অনুভূতিই নয়। তাতে শুধু কামনার আগুনই নেই। যা আছে তা হল একটা অদ্ভুত অনুভূতি যা আমার আগে কখনো হয় নি। তাতে শরীরের সুখের সঙ্গে মনের সুখও জড়িয়ে আছে।

এবার আস্তে ল্যুক নিজেকে আমার থেকে ছাড়িয়ে নিল' আমি তখনও বিস্রস্ত। আমার হাত ধরে আবার ল্যুক হাঁটতে শুরু করল। যদি সারা রাতই ও এভাবে আমার আদর করত আমি ওকে বাধা দিতাম না। দিতে পারতাম না। আর একটুওনা এগিয়ে চুম্বনেই সারারাত জেগে থাকতে পারতাম। বেত্রো'র সঙ্গে আমার এরকম হয় না। ও কিছুক্ষণের মধ্যেই কামনায় জ্বলে উঠে আরো

সুখ পাবার চেষ্টায় আমার শরীর তছনছ করে ফেলে। ওর কাছে চুম্বন দৈহিক মিলনের ছোট এক অংশ মাত্র। কিন্তু লুকের কাছে কেবল চুম্বনেও এক অপূর্ব সুখ পেলাম যার পাশে অন্য কিছুর আর প্রয়োজন থাকে না। ওর প্রেমে সুখের শিখরে নিয়ে যেতে চুম্বনই যথেষ্ট।

—"তোমার বাগানটা সত্যি সুন্দর" লুক হেসে ওর দিদিকে বলল।

"কেবল একটু দেবী হয়ে গেছে এই যা।"

—"দেবী আর কি? এখনও সময় চলে যায়নি" বেত্রো একটু তেরছাভাবে বলল।

আমার চোখ ওর চোখে। আমি দ্রুত চোখ সরিয়ে নিলাম। ইচ্ছে হল আমার ঘরের নিভৃতিতে চলে যাই, একলা শুয়ে বাগানে লুকের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলোর কথা ভাবি। সারাটা সন্ধ্যে আমি ওদের মধ্যে থেকেও দূরে সরে রইলাম। নিজের স্বপ্নের জগতে বিভোর হয়ে রইলাম, তারপর শোবার সময় উঠে গেলাম নিজের ঘরে। খাটে শুয়ে চোখ বুজতেই একটা প্রিয় মুখ ভেসে উঠল—লুকের মুখ—লুক হাসছে, কথা বলছে, ভুরু কোঁচকাচ্ছে আর মুখ নামিয়ে আনছে আমায় আদর করবে বলে। এ চিন্তাগুলো সরিয়ে ফেলব না, এদের জমিয়ে একটা কিছু গড়ে তুলবো। সে রাতে দরজা আমি বন্ধ করেই শুলাম তবে বেত্রো ও বন্ধ দরজায় টোকা দিতে এল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সকালটা কাটল অলসভাবে। ভোরবেলা ঘুম ভাঙলো এক স্বপ্নের ঘোরে। তখনও যেন চোখ থেকে ঘুমের রেশ ভাল করে কাটেনি। মনে পড়ে, খুব ছোটবেলায় আমার ঘুম ভাঙত এইভাবে। ঘুম থেকে উঠেও অনেকক্ষণ একটা অলস আমেজে ডুবে থাকতাম। তবে ছোটবেলার সঙ্গে এখনকার তফাৎ এই যে আগেরমত সারাদিন ফুরফুরে মন নিয়ে এদিক ওদিক করে বই পড়ে সময় আমি কাটাব না। এখন আমার দায় অনেক। আমার অন্তরের মুখোমুখি হতে হবে। নিজেই যে সব ভার নিজের মাথায় তুলে

নিয়েছি তার বোঝা বইতে হবে। অন্তদের সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক গড়ে-তুলেছি তার মোকাবিলা করতে হবে। এই দায়ের ভাবনায় এখনই কাহিল বোধ করলাম। আবার পাশ ফিরে বালিশে মাথা গুঁজে দিলাম। মাথায় ভিড় করে এল কাল রাতে রসব ছবি—লুকের চুম্বনে আমার দেহ থর থরানো। আমার বুকে রিনরিনে এক সুর।

রেস্তোঁরার বাথরুমটা সত্যিই দারুণ। বাথটাবের জলে ডুবে প্রথমে গুণগুণ করতে করতে তারপর কখন গলা ছেড়ে গাইতে শুরু করেছি জানি না। জাজের তালে গাইছিলাম 'এখন শুধু করতে হবে আমায় মনস্থির।' কে যেন বাথরুমের দেয়ালে টোকা মেরে বলল।

—"এ বাড়িতে কি কেউ শান্তিতে একটু ঘুমোতেও পারবে না?"

গলায় দুষ্টুমির ছোঁয়া। বুঝলাম, লুক। আমি যদি আরো বছর দশেক আগে জন্মাতাম, তাহলে হয়তো ফ্রাঁসোয়াজের জায়গায় আমিই লুকের স্ত্রীর পরিচয় পেতে পারতাম। এভাবে লুকোচুরি খেলতে হত না। সকাল ও এমন করে আমায় কোপিয়ে গান গাইতে মানা করত। রোজ ভোরে একই বিছানায় আমাদের একসঙ্গে ঘুম ভাঙত। জীবনটা কত অন্যরকম হতে পারত। এভাবে আমাদের কোনঠাসা অবস্থা হত না। এখানকার পরিস্থিতিতে আমাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। আর তারজন্যই বোধহয় আমরা পা ফেলার আগে একটু ইতস্তত করছি। কিন্তু এভাবে চলাও কি সম্ভব? যেভাবে হোক আমায় নিজেকে সরিয়ে নিতে হবে। বাথরুমের দরজা খুলে ঘরে বেরিয়ে এলাম। একটা পুরোন সিল্কের হাউসকোট গায়ে জড়িয়ে নিতে নিতে ভাবলাম, দূর ছাই, এত খতিয়ে দেখা যায় না। যা হবার তা তো হবেই। শুধু শুধু ভেবে মরি কেন? তবুও মনের মধ্যে একটা কাঁটা খচখচ করতে লাগল। এখানে আসার আগে প্যারী থেকে যে নতুন সুতীর প্যান্টস্যুটা কিনেছি সেটা পরে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। নিজেকে মুখ ভেংচালাম। আমার চুল বাঁধার ধরনটা বিশ্রী। মুখের গড়নটাও কেমন ছুঁচলো মত। আর সারা মুখে কি বোকা বোকা ভাল মানুষটির ছাপ। আমার কত দিনের স্বপ্ন আমার মুখের সৌন্দর্য্য হবে সুসমঞ্জস। ঘন কালো চুল দিয়ে সাপের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেণী বেঁধে করব একটা শিল্পীর খোঁপা। আমার চেহারায় এমন একটা রহস্যের ছোঁয়া থাকবে যা পুরুষদের রাতের ঘুম কেড়ে নেবে। মাথাটা পেছন দিকে হেলালে আমার মধ্যেও

—"নাঃ, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে," জোরেই বলে ফেললাম।

—"তোমায় বড্ড আনমনা লাগছে," ফ্রাঁসোয়াজ বলল।

—"আমার কিছু ভাল লাগছে না।"

ফ্রাঁসোয়াজ আমার দিকে তাকাল। কি বলব, কি বলা যায় ওকে? বলব, "ফ্রাঁসোয়াজ, লুককে আমি চাই, তবু তোমাকেও যে খুব ভালবাসি। এখন কি করি?"

—"বেত্রোঁর সঙ্গে সব চুকে গেছে?"

ঠোঁট ওলটালাম।

—"জানি না, ওর সম্বন্ধে এখন আর চিন্তাই করতে পারি না।"

—"ওকে সব খুলে বলবে না?"

আমি কোন উত্তর দিলাম না। কি বলব বেত্রোঁকে? "তুমি আর আমার কাছে এসো না"? কিন্তু ওকে না দেখলে তো আমিও কষ্ট পাব। বেত্রোঁকে আমি ফেরাব কি করে?

ফ্রাঁসোয়াজ একটু হাসল।

—জানি। সব কিছু কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, তাই না? আচ্ছা চলো, খাবে চলো। কোমার্ত্যার মার্কেটে একটা জার্সি দেখেছি। তোমার এই প্যান্টের সঙ্গে খুব মানাবে। একদিন না হয় গিয়ে দেখে আসা যাবে, কেমন?

ফ্রাঁসোয়াজের সঙ্গে জামাকাপড় নিয়ে মেয়েলি আলোচনা করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। যদিও ফ্যাশানে আমার খুব একটা আগ্রহ নেই, তবু চেষ্টা অন্যদিক থেকে মনটাকে রাশ টেনে এনে ছোটখাট ব্যাপারে নিয়ে ব্যস্ত রাখার। নীচে এসে দেখি লুক ও বেত্রোঁ, প্রাতরাশ নিয়ে বসেছে।

—"আজ সাঁতার কাটতে গেলে কেমন হয়?" বেত্রোঁ জিজ্ঞেস করল।

—"দারুণ হয়," লুক বলল। "একই সঙ্গে দোমিনিককে গাড়ী চালানোও শেখানো হবে।"

—"কি, সব খবর কি?" একটা দামী ড্রেসিং গাউন পরে বেত্রোঁর মা ঘরে ঢুকলেন, "তোমাদের সবার ঘুম ভাল হয়েছে তো?" তারপর বেত্রোঁর দিকে তাকিয়ে, "সোনা তুমি?" বেত্রোঁর মুখ লাল। গম্ভীর হলে ওকে ঠিক মানায় না। ওকে হালকা মেজাজে, হাসিখুশী দেখতেই আমার ভাল

লাগে। কে জানে, আমরা যাদের কষ্ট দিই তাদেরই বোধহয় আমরা খুশী দেখতে চাই। তাতে নিজের অপরাধবোধ কম হয়।

ল্যূক উঠে দাঁড়াল। বুঝলাম ওর দিদির বেশী সপ্রতিভতায় ও হাঁসফাঁস করছে। আমার হাসি পেল। আমারও সময়ে এরকম পছন্দ অপছন্দ হয়। কিন্তু আমি সেটা প্রকাশ করে ফেলি না, ল্যূকের বাচ্চা ভাবটা এখনও যায় নি।

—"যাই, আমার সাঁতারের পোশাকটা ওপর থেকে নিয়ে আসি।" ল্যূক বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অবশেষে আমরা সবাই বেরোবার জন্ত তৈরী। বের্ত্রা ওর মার সঙ্গে তার বন্ধুদের গাড়ীতে আগেই রওনা হয়ে গেল। বাকী রইলাম আমরা তিনজন—আমি, ল্যূক ও ফ্রাঁসোয়াজ।

—"এবার ষ্টিয়ারিংটা ধোরাও," আমার পাশে বসে ল্যূক বলল।

ড্রাইভিং সম্বন্ধে আগে থেকে মোটামুটি একটা ধারণা থাকায় দেখলাম নেহাত মন্দ চালাচ্ছি না। ল্যূক ও আমি সামনে সিটে, পেছনে ফ্রাসোয়াজ স্বাভাবিক ভাবেই গল্প করে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের জন্ত আমার স্বপ্নটা আবার ফিরে এল। সবকিছু তো অন্যরকমও হতে পারত। ভাবতেই কি রকম লাগে ল্যূকের সঙ্গে আমি একা লম্বা সফরে যাচ্ছি, আমাদের সামনে বহু দূর এক রাস্তা চলে গিয়েছে। রাত্রে আমি পরম নিশ্চিন্তে ল্যূকের পাশে শুয়ে। আমরা দুজনে ভোরের আলোয় খোলা আকাশের নীচে আর গোধূলিতে ওর কাঁধে মাথা রেখে সমুদ্রের বুকে সূর্যাস্ত দেখছি

—"আমি কখনো সমুদ্র দেখিনি, জান," কিছুটা সতৃষ্ণভাবে বললাম।

—"আমি দেখাব তোমায়," ল্যূকের গলা নীচু। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল যেন প্রতিশ্রুতি দেবার ভঙ্গিতে। ফ্রাঁসোয়াজ ল্যূকের কথা শুনতে পায় নি, ও বলল—

—"ল্যূক, এবার সমুদ্রে বেড়াতে গেলে আমরা দোমিনিককেও সঙ্গে নিয়ে যাব, কেমন? অত বড় বড় ঢেউ দেখে ও খুব অবাক হবে, বোধহয় বাক্য-হারাই হয়ে যাবে. কি বলো?"

—"আমি তো আগেই ঝাঁপ দেব জলে, সাঁতার কাটতে," বললাম আমি, "তারপরে কথা।"

—"তবে সমুদ্রটা সত্যি দেখবার মত," ফ্রাঁসোয়াজ বলল, "মাইলের পর মাইল বিছানো সোনালী বালির ওপর লালচে নুড়ি পাথর ছড়ানো···আর একের পর এক নীল ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে তার ওপর।"

—"বাঃ, বর্ণনাটা তো সুন্দর!" ল্যুক হাসতে হাসতে বলল। "সোনালী, নীল, লাল—ঠিক বাচ্চাদের মত বললে কথাটা। স্টিয়ারিংটা এবার বাঁদিকে ঘোরাও, দোমিনিক।"

গাড়ীটা ঘোরাতে একটা ঘেরা চত্বর মত জায়গায় এসে পড়লাম। চত্বরের মাঝে একটা বড় সুইমিং পুল তাতে পরিষ্কার নীল জল টলমল করছে। দেখেই শীত করে উঠল।

সাঁতাবের পোষাক পরে নিয়ে জলের ধারে যাব এমন সময় দেখি পুলের ধারে ঘেরা জায়গা থেকে ল্যুক ওর কষ্টিউম পরে বেরোচ্ছে। ওর চোখে চোখ ফেললাম। ওর মুখে একটা অসন্তোষের ছাপ। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করাতে ও অপ্রস্তুতভাবে হাসল।

—"আমার চেহারাটা বড় খারাপ হয়ে গেছে।"

সময় নিয়ে ওকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরখ করলাম। ওকে বেশ লম্বা, একটু কুঁজো আর কৃশ দেখাচ্ছে। গায়ের রঙটা একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ওর তোয়ালেটা এমনভাবে গায়ে জড়িয়েছে যেন ওর ইচ্ছে নিজেকে আড়াল রাখার। এর সঙ্গে ওর মুখের অভিব্যক্তি মিলে ওর বয়সটাকে আরও প্রকট করে তুলেছে।

আমার চোখে ঝিলিক।—"কই, তোমাকে নেহাত খুউব একটা কিছু খারাপ তো লাগছে না।"

আমার দিকে ল্যুক প্রথমে বুঝতে না পারার দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। তার পরেই হেসে ফেলল।—"সাহসটা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, না? আমার সঙ্গে ইয়ারকি?" ঘুরে কয়েক পা দৌড়ে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুখ কুঁচকে ওপরে ভেসে উঠল। দেখি ঠাণ্ডায় ওর দাঁতে ঠোকাঠুকি লেগে গেছে। ফ্রাঁসোয়াজকে দেখলাম পুলের পারে বসে আছে। অন্যদিনের চেয়ে এই পোশাকে ওকে আজ আরো সুন্দর লাগছে। ঠিক যেন লুভ্‌রে মিউজিয়ামের কোন প্রস্তরমূর্তি।

—"বাপস্, কি ভয়ানক ঠাণ্ডা ! জমে যাচ্ছি।" "জল থেকে মাথা তুলে লুক চেঁচাল। "নেহাত পাগল ছাড়া এই যে মাসে কেউ সাঁতার কাটে ?" বেএঁার মা দেখি জলের দিকে এগোচ্ছেন। তারপরে জলে যেই নামা, ঠাণ্ডার রকমটা বুঝতে পেরে পড়ি কি মরি করে জল থেকে উঠে এসে তাড়াতাড়ি পোশাক বদলাতে চলে গেলেন। আমি একটু দূর থেকে ওদের দেখছিলাম। অত উচ্ছলতার মধ্যে নিজেকে কেমন বেমানান লাগল।

—"তুমি জলে নামবে না ?" তাকিয়ে দেখি আমার পাশে বেএঁ দাঁড়িয়ে। যেন কি করবে ভেবে উঠতে পারছে না। ওর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালাম। বেএঁার চেহারা সত্যি দেখবার মত। ও রোজ সকালে শরীরচর্চা করে। একবার ওর সাথে একটা উইকএণ্ড কাটানোর কালে এক ভোরে আমি ওকে ঘরের মধ্যে ব্যায়াম করতে দেখে ফেলেছিলাম। ও বোধহয় ভেবেছিল আমি তখনও ঘুমচ্ছি। তখন ওর হাত-পা ছেঁাড়া দেখে হাসি পেয়েছিল তবে এখন দেখছি বেএঁাই জিতেছে। শরীরচর্চার ফলে ওর দেহ সুঠাম ও সুন্দর।

—"এই কিন্তু চামড়া 'ট্যান' করে নেবার সুবর্ণ সুযোগ।" বেএঁা বলল। "অন্যদের দেখো, বুঝতে পারবে।"

—"আচ্ছা চলো, জলে নেমেই দেখা যাক।" বেএঁা আবার ওর মার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার আগেই ওকে বললাম কথাটা।

কিছুটা অনীহা নিয়েই জলে নামলাম। সাঁতার কাটতে হবে বলেই কাটছি, এইভাব নিয়ে একবার পুলে এপার-ওপার করলাম। বেশীক্ষণ লাগল না। আমি কাঁপতে কাঁপতে ভিজে গা নিয়ে জল থেকে উঠে আসতে ফ্রঁাসোয়াজ একটা তোয়ালে নিয়ে আমার গা মুছিয়ে দিল। ওর মধ্যে যে একটা মাতৃস্নেহ লুকিয়ে আছে সেটা ওর সঙ্গে একটু মিশেই বুঝতে পেরেছি। এছাড়া ওর মমতা, ওর শরীরের পূর্ণতা সব দেখেই মনে হয় ওর মা হওয়া উচিত। তবুও ও মা হতে পেল না। কেন যে এরকম হয় !

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বেত্রোঁর বাড়ীতে যে উইকএণ্ডটা কাটালাম তার দুদিন পরে আমার সন্ধ্যে ছটায় ল্যুকের সঙ্গে দেখা করার কথা। এখন থেকে আমাদের মধ্যে এমন একটা প্রেমসূত্র গড়ে উঠল যাকে সহজে নষ্ট করা যায় না। বেত্রোঁর মার বাগান বাড়ীতে ল্যুকের সেই একটি চুম্বন থেকেই বোধহয় এই খেলার শুরু। একবার এগিয়ে তো আর ফেরা যায় না।

'কে ভোলতেয়ারের' একটা বারে আমাদের রঁদেভু। গিয়ে দেখি ল্যুক আমার আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। ওর চেহারা দেখে একটু মলিন মনে হল। একটা টুল নিয়ে ওর পাশে বসে পড়তে ও দুটো হুইস্কির অর্ডার দিল। তারপর আমার দিকে ফিরে বেত্রোঁর খবর জিজ্ঞেস করল। বললাম, ভালই আছে।

—"খুব মনমরা?" ল্যুকের শান্ত গলায় কৌতুকের কোন আভাস নেই।

—"কেন, মনমরা হবে কেন?" আমার সবাক প্রশ্ন।

—"ও নিশ্চয়ই ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না?"

—"তুমি হঠাৎ বেত্রোঁকে নিয়ে পড়লে কেন বুঝতে পারছি না। এটা তো ··

—"খুব তুচ্ছ ব্যাপার?" মনে হল ল্যুকের গলায় একটু ব্যঙ্গের ছোঁয়া। অসহিষ্ণুভাবে ঘাড় নেড়ে বললাম—"না, ব্যাপারটা তুচ্ছ বলছি না, তবে এটা কি খুব দরকারী কিছু? তাছাড়া যদি আলোচনা করতেই হয় তো সত্যিই দরকারী কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে পারি। যেমন ফ্রাঁসোয়াজ।"

এবার ল্যুক হেসে ফেলল।

—"ব্যাপারটা অদ্ভুত না? আমরা দুজনেই নিজের সঙ্গীর চেয়ে অপরের সঙ্গীকে বেশী ভয় পাচ্ছি। তবে এটা বোধহয় অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারো সঙ্গে অনেকদিন ঘনিষ্ঠভাবে মিশলে তার কষ্ট পাবার ধরণটার সঙ্গে

আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাই। তাইজন্তই বোধহয় তার কষ্টটা আমাদের কাছে কম অপরিচিত লাগে, কম ভয়ের।"

—"বেড়োঁর কষ্ট পাবার ধরণ আমার জানা নেই।" আমি বললাম।

—"সেটা তুমি ওকে ভাল করে চিনে ওঠার সময় পাওনি বলে। আমি তো দশ বছর হলো ফ্রাঁসোয়াজকে নিয়ে ঘর করছি। এর আগেও ওকে আমি কষ্ট সহ্য করতে দেখেছি। ব্যাপারটা খুব সুখকর নয়।"

কিছুক্ষণ আমরা নীরব। বোধহয় দুজনেই মনে মনে ফ্রাঁসোয়াজের বেদনাটা কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। আমি দেখলাম কোনঠাসা এক ফ্রাঁসোয়াজকে।

—"কি আর করব?" ল্যুক বলল। "ব্যাপারটাকে প্রথমে যত সহজ মনে করেছিলাম তত সহজ নয়।"

এক চুমুকে ল্যুক ওর গেলাসটা খালি করে দিল। আমার মনে খাপছাড়া ভাবে পর পর অনেক ছবি ভেসে উঠল। নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে এখন আমার মাথায় অন্ত চিন্তা আসা উচিত না। কিন্তু নিজেকে মনে হল একটা অদ্ভুত, অবাস্তব জগতে বসে আছি। ল্যুক যখন আমার পাশে তখন ওই সব কিছুর ভার নেবে। আমার চিন্তা করার কোন দরকার নেই।

আমার পাশে একটু ঝুঁকে পড়ে বসা ল্যুক। ওর চোখ ওর হাতের খালি গেলাসে পড়ে থাকা কয়েক কুচি বরফের ওপর। আমার দিকে না তাকিয়েই ল্যুক বলল,—"আগে যে এ রকম ঝুঁকি আমি নিইনি তা নয়। ফ্রাঁসোযাজও বেশীর ভাগই সেগুলোকে পাত্তা দেয় নি। আর আমিও এখন পর্যন্ত এ সব ঝুঁকি ঠাট্টার ছলেই নিয়ে এসেছি।" ল্যুকের চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল। ও সোজা হয়ে উঠে বসল। —"তুমিও আমার কাছে একটা ঝুঁকি বই নয়, আমি কাউকেই খেলাচ্ছলে বই নিতে পারব না। ফ্রাঁসোয়াজই আমার সব, ওর পাশে কেউ দাঁড়াতে পারবে না।" কথাগুলো শান্তভাবে শুনলাম কেন জানি না। মনে হল দূর থেকে যেন অন্ত কারুর কথা শুনেছি, যার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। —"কিন্তু এখন সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে" "ল্যুক বলে চলল প্রথমদিকে আমি শুধু তোমাকেই চেয়েছি, যেভাবে যে কোন স্বাভাবিক পুরুষ তোমার মত সুন্দর মিষ্টি এক মেয়েকে চায়। তাছাড়া তোমায় আমি আগেই তা বলে দিয়েছি, আমি চেয়েছিলাম তোমায় জোরকে পোষ মানাতে।

তোমার সঙ্গে এক রাত কাটানোর চেয়ে বেশী কিছু আমার ইচ্ছে ছিল না।
আমি বুঝতে পারিনি।

আমার দিকে ফিরে ল্যুক আমার হাতে হাত রাখল, ওর মুখ আমার মুখের খুব কাছে। আমার চোখ ওর মুখের ওপর, তার প্রতিটি রেখার ওপর কিছুটা মোহগ্রস্ত হয়ে কথা শুনছি। যেন এই মুহূর্তের ল্যুকের কথা ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে না।

—"ভাবতে পারিনি আমি কখনো তোমায় সম্মানের চোখে দেখতে পারি। এখন আমার তোমাকে ভাল লাগে দোমিনিক, আমি তোমাকে ভালবাসি। তবু আমার এই ভালবাসাকে আমি কখনো সামাজিক স্বীকৃতি দিতে পারব না। কি করুণ, না, তোমার আর আমার মাঝে একটা বন্ধন খুঁজে পেয়েছি, তুমি বুঝতে পার না? এখন আমি কেবল তোমার সঙ্গে শুতেই চাই না, তোমার সঙ্গে থাকতে চাই দিনের পর দিন, তোমার সঙ্গে লম্বা কোন ছুটি কাটাতে চাই। এরকম কি হয় না দোমিনিক? আমি তোমায় সুখেই রাখব দোমিনিক, তোমার সব সাধ মেটাবার চেষ্টা করব। আমাদের দিন কাটবে নির্ভাবনায়, থাকবে না কোন একঘেয়েমি।"

—"এরকম যদি সত্যিই হত, ল্যুক," আমি চোখে স্বপ্ন নিয়ে বললাম।

—"পরে নাহয় ফ্রাঁসোয়াজের কাছে ফিরে যাওয়া যাবে।" ল্যুক বলল" তোমার ঝুঁকিটা কিসে? আমার সঙ্গে নিজেকে বেশী জড়িয়ে ফেললে পরে আমি চলে গেলে কষ্ট পাবে? কিন্তু ভেবে দেখ এখনকার একঘেয়েমির চেয়ে তো ভালো হবে! এমনি নির্জীব ভাবে বেঁচে থাকার চাইতে সুখী বা অসুখী হওয়া অনেক ভাল না?"

—"সেটা ঠিক", আমি বললাম।

—"তোমার ঝুঁকিটা কি থাকছে"? ল্যুকে আবার জিজ্ঞেস করল যেন খানিকটা নিজের অপরাধবোধ কাটানোর জন্যই।

—"ঝুঁকি কিছুই না," বললাম আমি "আর তোমায় ভুলতে আমার কষ্ট পাবার কথা ভাবছ? সেই কষ্ট মনে করলেই কষ্ট। আমি অত দুর্বল নই, সহজে ভেঙে পড়ি না।

—"বেশ। বাকি পরে ভাবা যাবে। এখন চলো অন্য গল্প করা যাক। আরেকটু হুইস্কি দিতে বলি"?

পরের গেলাসে আমাদের স্বাস্থ্য কামনায় পান করলাম। একটু পরেই আমি আর ল্যুক একসঙ্গে এখান থেকে পরের গাড়ীতে বেরিয়ে পড়ব। কিছুদিন

আগেও এ আমার কল্পনার বাইরে ছিল। কিছুদিন পরেই হয়ত নিজেকে ল্যুকের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে হবে। কারণ আমি জানি ল্যুকের সঙ্গে আমার পক্ষে ঠিক কতদূর যাওয়া সম্ভব। নেহাত বোকা আমি নই। জোর করে কাউকে আঁকড়ে থাকা আমার পোষাবে না।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম নদীর ধারে, হাসতে হাসতে গল্প করছিলাম আমি আর ল্যুক। মনে মনে ভাবলাম ল্যুকের সঙ্গে এরকম তরল মেজাজে থাকাই ভাল। আঁলো বলে হাসির মধ্যেই ভালবাসাকে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু ল্যুকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটাতো শুধু প্রেমের নয়। কিছুটা মনোগত মিলেই আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি। তাছাড়া এখন আমাকে পায় কে? ল্যুক আমার কথা ভাবে। ওর আমাকে ভাল লাগে। ও আমায় ভালবাসে। ও যে নিজের মুখে এ কথা স্বীকার করেছে তাই অনেক আমি নিজেকে এতদিন যেরকম বিশ্রী আর অসুন্দর ভেবে এসেছি তা বোধ হয় ভুল। আমার বিবেক বিবেচনা আমার সঙ্গে এতদিন শঠতা করে এসেছে। কারণ তা না হলে ল্যুক নিশ্চয়ই আমায় চাইত না।

ল্যুক চলে যাবার পর একটা বারে ঢুকে চার সেণ্ট দিয়ে আরেকটা হুইস্কির অর্ডার দিলাম। আমার রাত্রের খাবারের জন্য এই চার সেণ্টই শেষ বেঁচেছিল। প্রথম মিনিট দশেক আমার মন খুশীর তুঙ্গে। নিজেকে ভীষন হালকা আর সুখী মনে হচ্ছিল, আমার সঙ্গে যদি এখন কেউ একটু কথা বলত তা হলে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার সঙ্গে জমিয়ে গল্প করতে পারতাম। জীবন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে পারতাম। বারম্যানটি ভদ্র কিন্তু ওকে ঠিক গল্পে আটকানো গেল না। উঠে পড়ে ক্যু সাঁ জাকএর একটা কাফেতে গিয়ে ঢুকলাম। গিয়ে দেখি একটা টেবিলে বসে বের্ত্রোঁ। ওর সামনে রাখা কয়েকটা প্লেট। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লাম। বের্ত্রোঁ আমায় দেখে খুব খুশী।

—"আরে এতক্ষণ ঠিক তোমার কথাই ভাবছিলাম" ও বলল। 'কেনটাকি নাইটক্লাবের একটা নতুন অর্কেষ্ট্রা এসেছে। শুনেছি দুর্দান্ত বাজায়। ওখানে গেলে হয় না? বহুদিন নাচা হয় না।

—"আমার পকেট তো গড়ের মাঠ" করুণ গলায় বললাম।

—"আমার কাছে প্রচুর আছে। মা আমায় সেদিন দশহাজার ফ্রাঁ

দিলেন। এখানে আরো কয়েক পেগ খেয়ে চলো যাওয়া যাবে।"

—"এখন তো সবে আটটা বাজে,' আমি আপত্তি জানালাম ওরা তো দশটার আগে খোলে না।

—"তাতে কি আছে?' ততক্ষন অনেক পেগ খাওয়া যাবে— বের্ত্রাঁ মেজাজের মাথায় বলল।

আমার আনন্দ আর ধরে না। বের্ত্রাঁর সঙ্গে পপ নাচতে আমার ভীষণ ভাল লাগে। যে জাজ মিউজিক বাজছিল তাতে শরীর দুলে ওঠে। বের্ত্রাঁ যখন ড্রিঙ্কসের দাম মিটিয়ে বেরিয়ে এল দেখলাম যে ও-ও কম খায় নি। একটু একটু টলছে। ওর ওপর একটা ভাল লাগায় আমার মন ভরে গেল। ও শুধু আমার বন্ধুই নয় সবচেয়ে নিকট বন্ধু, আমার ভাইয়ের মত, যাকে আমি সত্যি ভালবাসি।

আরও পাঁচটা কি ছটা বার ঘুরে যখন আমরা 'কেনটাকিতে' পৌছলাম তখন আমাদের নেশা লেগে গেছে। অর্কেষ্ট্রা তখন সবে বাজতে শুরু করেছে। বেশী লোকজন তখনো না এসে পড়ায় নাচের ফ্লোর প্রায় ফাঁকা। আমার আগে সন্দেহ ছিল। এই মাতাল অবস্থায় ঠিক নাচতে পারব কিনা। কিন্তু বাজনা শুরু হওয়ার সাথে দেখলাম বাজনার তালে তালে পা আপনা-আপনিই পড়ছে। শরীরও দুলে উঠছে সমতালে। নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি বাজনার তালে। আর আমার শরীর ও মন দুইই সমানভাবে শিথিল। মিউজিকটাও আমার খুব প্রিয়।

একবার নাচ থামালাম গলা ভেজানোর জন্ত।

বের্ত্রাঁকে বললাম, "জহাজেব বাজনা শুনলে নিজেকে কেমন ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে না? যেন নিজেকে ভুলে যাবার জন্তই এ বাজনা তৈরী হয়েছে। এতে কোনো চিন্তা নেই।"

বের্ত্রাঁ সোজা হয়ে উঠে বসল। —"ঠিক বলেছ তো! ব্রাভো দোমিনিক। আইডিয়াটা তোমার দারুণ।"

—"ঠিক বলিনি? আমি বললাম।

—"হুঁ।" চারপাশে হুইস্কির গন্ধ। আমাদের ঘিরে অর্কেষ্ট্রার ঝড়। "সব কিছু ভুলে যাওয়ার চেষ্টা। কিসের জন্ত? কি ভুলতে চাইছ?"

—"আমি জানি না। ট্রামপেটটা শোনো—ওটা কেবল উদাস ভাবেই

বাজছে না। ওটা ছাড়া আমাদের, এই জায়গা কল্পনা করতে পারো ? সুরটার এই বিশেষ জায়গায় ট্রামপেটটা যে বাজছে তা যেন ওর জন্ম আগে থেকেই নির্দিষ্ট। এখানে ও বাজতে বাধ্য। এটা প্রায় দৈহিক প্রেমের মত। এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন তোমাকেও সাড়া দিতেই হয়। অন্য কোনো উপায় থাকে না।"

—"ঠিক, একেবারে ঠিক। ব্যাপারটা চিন্তা করার মত। চলো, আবার নাচা যাক্"।

সারাটা রাত নেচে, মদ খেয়ে, উলটো-পালটা বকে কাটালাম। শেষে আর কিছুই মনে নেই। কেবল তালে তালে ফেলা পা, আর ঝাপসা হয়ে আসা সব মুখ। বাজনার ছন্দের সঙ্গে মিল রাখার জন্য কখনো আমি বেঞোঁর থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। —আবার কখনো ওর কাছে চলে আসছি। দুজনের শরীর থেকে উঠে আসা একটা তাপ আমাদের দুজনকে অবশ করে দিচ্ছে।

—"প্রায় চারটে বাজতে চলল। এরা এবার বন্ধ করে দেবে।" বেঞোঁ বলল।

—"আমার ওখানেও তো এতক্ষণে নিশ্চয়ই দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।"

—"তাতে কি ?"

বেঞোঁর বাড়ীতে পৌঁছে আমরা বিছানায় শুয়ে পড়লাম। অনেকদিন পর আবার সারারাত আরামে বেঞোঁর বুকে কাটালাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সকালে উঠে দেখি বেঞোঁ আমার পাশে গভীর ঘুমে অচেতন। ওর একটা হাত আমার কোমর জড়িয়ে রয়েছে। বেলা হয়ে গেছে তাই ঘুমটা আবার আসতে চাইল না। আস্তে করে বেঞোঁর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে বসে ওর দিকে তাকালাম। ওভাবে বিছানায় বসে থেকে মনে হল, আমি যেন থেকেও নেই। আমার ভেতর যে মনটা থাকে, সে ওখান থেকে বেরিয়ে বাইরে ঘর বাড়ী গাছপালা গ্রাম শহর ছাড়িয়ে কোন এক পথ ধরে চলে গেছে বহুদূরে। যে মেয়েটি ঘরে খাটে বসে একটু ঝুঁকে পড়ে ঘুমন্ত বেঞোঁকে দেখছে, সে আমি নই। আমার একটা বিবর্ণ ছায়া মাত্র। আমার আসল পরিচয় থেকে আমি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। কারণ বাস্তব জগতে আমার আসল আমির কোন জায়গা নেই। আমার সত্ত্বা ম্লান মুখে তার সব না মেটা সাধ আহ্লাদ নিয়ে এক মেঠো পথে পাড়ি দিয়েছে।

উঠে পড়ে জামা কাপড় পরে তৈরী হয়ে নিলাম। বেঞোঁরও দেখি এর মধ্যে ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুম-ঘুম চোখে হাই তুলে ও আমার সাথে টুকিটাকি গল্প শুরু করল। গাল ও অমসৃণ চিবুকে হাত বুলিয়ে ভুরু কোঁচকাল। আমার সঙ্গে আবার কখন দেখা হবে জিজ্ঞেস করাতে আমি বললাম সন্ধ্যেবেলা। তারপর আমার বোর্ডিংএ ফিরে গেলাম। অনেক পড়া বাকী। কিন্তু কিছুই পড়া হল না। বিশ্রী গরম। ঘেমে নেয়ে উঠে চেষ্টা ছেড়ে দিলাম! দুপুরে আবার আমার ক্রঁসোয়াজ ও লুকের সঙ্গে খাবার কথা। তার আগে ঘণ্টাখানেক পড়ে নিতে পারলে ভাল হত। আর একবার বেরোলাম সিগারেট কিনতে। ফিরে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে মৌজ করে বসলাম। আজ সকাল থেকে আমি নিজের জন্ত ভেবে কিছু করিনি। যা করেছি সব যন্ত্রের মত রুটিন মাফিক করেছি। তাতে আমার নিজস্ব সত্তার কোন রাজ ছিল না। সব অর্থহীন। কিন্তু অর্থ খুঁজে

পাব কিসে ? রাস্তায় কারুর এক ঝলক হাসিতে, নাগরীর শহরের প্রাণের মধ্যে ? আগে হলে বের্ত্রাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কের মধ্যে আমি যা চাইছি তা খুঁজে পেতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখন বুঝি বের্ত্রাঁকে আমি ঠিক সেইভাবে ভালবাসি না। এখন জীবনের মানে খুঁজে পেতে আমার কিছু একটা দরকার। কিছু একটা, বা কাউকে। আমার চিন্তার ধারাটা একটু নাটকীয় হয়ে যাচ্ছে না ? কাত্‌রীনের মত সময়ে আমারও এরকম ভীষণ অস্থির লাগে। কি যে চাই বুঝে উঠতে পারিনা। আমি ভালবাসতে ভালবাসি। আর তার সঙ্গে যত কথা জড়িয়ে আছে: যেমন কোমল, নিষ্ঠুর, মিষ্টি, সাহস, চূড়ান্ত, সুখ, তাপ ভালবাসি। কিন্তু আমার ভালবাসার কেউ নেই। কার কাছে নিজেকে তুলে ধরব ? ল্যুক যখন থাকে, তখন মনে হয় ওকে এভাবে সব ভুলে ভালবাসা যায়। কিন্তু কাল থেকে ওর কথা ওভ'বে ভাবতেও সাহস পাচ্ছিনা। ও তো বলেই দিয়েছে, আমাদের সম্পর্ক চিরদিনের নয়। তবু কথাগুলো মনে পড়ে যেতে মনটা ভারী হয়ে যায়।

ল্যুক আর ফ্রাঁসোয়াজের আমাব বাড়ী থেকে নিতে আসার কথা। ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ গাটা কিবকম গুলিয়ে উঠল। ছুটে বেসিনে যেতেই হড়হড় করে বমি হয়ে গেল। তারপর চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে তাকালাম সামনের আয়নায়। এইবার ? নিজেকে প্রশ্ন করলাম। এতদিন ঠিক যে ভয়টা পেয়ে এসেছি তাই কি সত্যি হবে ? তীক্ষ্ণ চোখে নিজের দিকে তাকালাম। হয়তো শুধু শুধুই ভয় পাচ্ছি। কাল রাতে হুইস্কিটা বেশী খাওয়া গেছে বলেই শরীর খারাপ হল। তবু হিসেব করে দেখি এ-মাসে আমার শরীর প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলেনি। নিজেকে খানিক কৌতুহল আর খানিক পরিহাস মিশিয়ে দেখলাম। এবার সত্যিই পাকে পড়ে গেছি। দেখি, ফ্রাঁসোয়াজকে সব খুলে বলতে হবে। এক ওই আমায় এ বিপদে সাহায্য করতে পারে।

কিন্তু শেষপর্যন্ত ফ্রাঁসোয়াজকে কথাটা বলা হয়ে উঠল না। আসলে বলতে গিয়েও বাধলো। খেতে বসে ল্যুক ড্রিঙ্কসের ব্যবস্থা করল। আর কথাবার্তার গোলমালে অন্যমনস্ক হয়ে কথাটা হয়তো কিছুক্ষণের জন্য মনে

চাপাও পড়ে গেল। তবু মনে কোথায় যেন একটা কি বিঁধতে থাকল। ল্যুকের ওপর হিংসে করে বেত্রেঁা এটা করল না তো? আমাকে নিজের কাছে ধরে রাখার ফন্দীতে? আরও মন দিয়ে ভাবতে গিয়ে উপসর্গ মিলিয়ে আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়ে উঠল।

পরের সপ্তাহে এমন গরম পড়ল যে ঘরে টেকা যায় না। আমি রাস্তায় বেড়িয়ে পড়লাম হাঁটতে। তাতে যদি শরীর একটু ঠাণ্ডা হয়। কাতরীনের সঙ্গে দেখা হতে ওকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানারকমভাবে আমার সন্দেহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। তবে ওকে সোজাসুজি কথাটা বলার সাহস হল না। ল্যুক ও ফ্রাঁসোয়াজের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেও লোপ পেয়ে গেছে। আবার আমার সেই অস্থিরতা বেড়ে উঠছে, বুঝতে পারছি। আমি পাল্টে যাচ্ছি। একটা আজব পাগলামি আমায় পেয়ে বসছে। সপ্তাহ ঘুরতে নিশ্চিত হয়ে উঠলাম যে আমি বেত্রেঁার সন্তানের মা হতে চলেছি। কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

কিন্তু ঠিক পরীক্ষার আগের দিন এতদিনের সন্দেহ মিথ্যে হয়ে গেল। মাথা থেকে যেন একটা বিরাট বোঝা নেমে গেল। হাল্কা মন নিয়ে পরীক্ষা দিতে গেলাম। এতদিন চিন্তা করে করে কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। এবার নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। সব কিছু দেখলাম আবার নতুন করে ভাল লাগছে। একদিন হঠাৎ ফ্রাঁসোয়াজ আমার ঘরে এসে হাজির। ঘরে ভ্যাপসা গরম দেখে বলল আমায় ওদের বাড়ীতে নিয়ে মৌখিক পরীক্ষার পড়া তৈরী করতে। সেই থেকে ওর বাড়ীতেই পড়া শুরু করলাম। যে ঘরটায় পড়ি সেখানে মেঝেতে বিছানো নরম সাদা কার্পেট। তার ওপর যখন বই খাতা নিয়ে বসি তখন আধখোলা জানালা দিয়ে আকাশ দেখা যায়। ফ্রাঁসোয়াজ সারাদিন বাড়ী থাকে না। ও ফেরে বিকেল পাঁচটা নাগাদ। ফিরে ওর সারাদিনের সব কেনাকাটা আমায় ঢেলে দেখায়। আমার পড়া কদ্দূর এগোল জিজ্ঞেস করে। তারপর আমরা বসে গল্প করি। ল্যুক সন্ধ্যের দিকে অফিস থেকে ফিরে আমাদের আড্ডায় যোগ দেয়। রাতের খাওয়া সারি খোলা ছাদে তারায় ভর্তি আকাশের তলায় বসে। পরে ওরা আমায় আমার মেসে পৌঁছে দেয়। একদিন ল্যুক ফ্রাঁসোয়াজ আসার কিছু আগেই বাড়ী ফিরে এল। পর্দা সরিয়ে আমার পড়ার ঘরে এসে ঢুকল। আমি

স্থির। বুকে ডানার ছটপটানি। ও বইখাতা ছড়ানো কার্পেটে আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে আমায় দুহাতে টেনে নিয়ে আমার অধরচুম্বন করল। ফিস-ফিসিয়ে বলল ছুটিতে আমায় চিঠি লিখবে। আর আমি চাইলে আমরা সপ্তাহখানেকের জন্য কোথায় বেড়াতে যেতে পারি। ওর তপ্ত ঠোঁট আমার নরম গলায়, ঘাড়ে, পাতলা ঠোঁটের কোনে। যেন কিছু খুঁজছে। ল্যুকের কাছে থাকলে ইচ্ছে করে সাধ যায় অনন্তকাল এভাবে ওর কাঁধে মাথা রেখে থাকি। ওর হৃদস্পন্দন আমার কানে বাজুক। আমাদের যত অনিশ্চয়তা সব দূরে সরে থাক।

আমার সেই বছরের ছাত্রীজীবনের সেখানেই সমাপ্তি।

দুই

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমাদের বাড়ীটা ছাইরঙা। আর বেশ বড়। বাড়ী থেকে ইয়ন নদীর ধার পর্যন্ত ঘাসে ঢাকা অনেকটা জমি। নদীর স্রোতে কোন ধার নেই। ওপরে অজস্র পাখির কিচির মিচির আর নদীর পারে উঁচু পপলারের সারি··· তাদের কালো ছায়া পড়ে নদীর জলে। আমি শুয়ে থাকি গাছের তলায়। পা ছড়িয়ে দিই গাছের গুঁড়ির পাশে। ঘাসে মাথা রেখে ওপরে দেখি গাছের ডালপালার হাওয়ায় দোলা। মাটিতে ভেজা ঘাসের সোঁদা গন্ধ। সব মিলিয়ে মন ভাল লাগায় ভরে ওঠে। প্রকৃতি মাঝে নিজেকে কত সামান্য মনে হয়। এই মাঠ এই নদী আমার কতদিনের চেনা। ঋতু থেকে ঋতুতে এদের রং বদলাতে দেখেছি। প্যারীর সঙ্গে পরিচয় তো অনেক পরে। প্যারীর রাস্তা, সেন নদী দেখার আগেই আমি ইয়নকে ভালবেসেছি। কিন্তু এখানে বদলায়নি কিছুই।

পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার জন্য হাতে এখন প্রচুর সময়। নদীর ধারে গাছের তলায় শুয়ে শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্পের বই পড়ি। খাওয়ার সময় হলে উঠে চলে আসি বাড়ীতে। আমাদের বাড়ীর আবহাওয়াটা একটু অন্যরকম। পনের বছর আগে আমার এক ভাই মারা গিয়ে বাড়ীতে একটা শোকের ছায়া ফেলে গেছে। আমার মা এখনও সেই সন্তান শোক সামলে উঠিতে পারেন নি, তাই আমাদের বাড়ীতে হাসি ঠাট্টা, হই-চই এসবের পাট নেই। যেন কিছুটা সযত্নেই চার দেওয়ালের মধ্যে আমার ভাইয়ের স্মৃতি এখনও জাগিয়ে রাখা হয়েছে। বাবাও এই আবহাওয়ায় নিজেকে মাখিয়ে নিয়েছেন। অভ্যাস হয়ে গেছে বাড়ীর নিস্তব্ধতা। আর মার নিত্যই লেগে থাকা অসুখ।

বেত্রেঁার একটা চিঠি পেলাম। চিঠিটা পড়ে বেশ অবাক লাগল। যে রাতে আমরা একসঙ্গে 'কেনটাকি' নাইটক্লাবে গিয়েছিলাম সেই রাতের কথা তুলে বলেছে যে ও নাকি আমার অসম্মান করেছে। আর

তার জন্য ও আমার ক্ষমাপ্রার্থী। অনেক ভেবে চিন্তেও বুঝে উঠতে পারলাম না ও আমার কি অসম্মান করে থাকতে পারে। ও কি আমার বিছানায় নিয়ে যাবার কথা ভাবছে? কিন্তু তাতে তো আমার অমত ছিল না। তাছাড়া আমরা দুজনেই তো তাতে সমান আনন্দ পেয়েছি। তাহলে কি বলতে চাইছে বেৎঁ? শেষে বুলাদহয়ত এরমধ্যে দিয়েই ও আমাদের মধ্যে কোন বন্ধন খুঁজছে। আর তা করতে গিয়ে আমাদের সম্পর্কটাকে সস্তা করে দিয়েছে। তবে সবারই জীবনে হয়ত এরকম কোন সময় আসে যখন কাউকে ধরে রাখার জন্য আমরা যে কোন পথে যেতে প্রস্তুত থাকি। নিজের কষ্ট লাঘব করার জন্য আমরা সবকিছু করতে পারি। আর বেৎঁার কাছে আমাকে হারানোর চেয়ে বেশী কষ্ট আর কি হতে পারে? আমি জানি ও আমার কথা ভেবেই দুঃখ পাচ্ছে। 'আমাদেব' কথা ভেবে নয। কারণ গত এক মাসের মধ্যেই আমরা এতটা দূরে সরে গেছি যে নিজেদের মধ্যে কোন সম্পর্ক চিন্তা করতে পারি না। কথাটা ভেবে ব্যথা পেলাম।

সারাটা মাস ল্যুকের কোন খবর এলো না। কেবল ফ্রাঁসোযাজের পাঠানো একটা সুন্দর কার্ড পেলাম। তাতে ওর সঙ্গে ল্যুকও সই করেছে। নিজেকে জোর করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম ল্যুককে আমি ভালবাসি না তো না হলে ওর এই নীরবতা আমার নিশ্চয়ই খারাপ লাগত। ভুলতে চাইলাম যে ওকে ভাল না বেসে আনন্দ নেই। জোর করে ওর থেকে মন সরিয়ে এনে নিজেকে শক্ত করে নিলাম।

বাড়ীতে সময় কাটতে চায় না ঠিকই, তবু এ আমার নিজের বাড়ী। এখানে থাকতে ভাল লাগে। পারী হলে এমন অফুরন্ত সময় আনত ক্লান্তি আর অস্থিরতা। এখানে জীবনের প্রতি মুহূর্তের স্বাদ অন্যরকম। সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে। অলসভাবে এঘর ওঘর করা, মাঠে-বনে টো-টো করে ঘুরে বেড়ান, ছুটির দিনগুলোতে গা ভাসিয়ে দেওযায় কি শান্তি! খোলা আকাশের নীচে সূর্যের তাপে ত্বক আস্তে আস্তে বাদামী হয়ে এল। এখন কেবল ছুটি শেষ হবার অপেক্ষা। কিন্তু এ অপেক্ষাতে কোন অধীরতা নেই। আর আছে বই পড়া। সারাটা ছুটি কেটে গেল উজ্জ্বল এক মুঠো স্বপ্নের মত।

অবশেষে ল্যুকের চিঠি এসে পৌঁছল। লিখেছে বাইশে সেপ্টেম্বর ও

আভিয়ঁতে এসে আমার অপেক্ষায় থাকবে। আমার যাবার অসুবিধা থাকলে আমি যেন ওকে চিঠিতে জানাই। সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ফেললাম বাইশে ওখানে যাব। এর আগের মাসটা ছিল কত সহজ, সরল। ল্যুকের চিঠি আসতেই আগের সুরটা কেটে গেল। তবু এই তো ল্যুক। ওর প্রশান্ত স্বর, আঁভিয়ঁতে আসতে বলার আকস্মিকতা, আর ওর আধা নিস্পৃহ ভাব। যেন আমি আভিয়ঁতে না গেলে ওর কিছু এসে যায় না। কাত্রীনকে চিঠি লিখলাম বাইশে সেপ্টেম্বর কোন ছুতোয় আমায় আমন্ত্রণ জানাতে। যাতে আমার বাড়ীর লোকেদের কোন সন্দেহ না হয়। বেত্রোঁও ওদের সঙ্গে সমুদ্রে বেড়াতে যাচ্ছে। কাত্রীনের প্রশ্ন তাহলে কারণ এই মিথ্যাচার করা। বুঝলাম ওকে সব খুলে না বলাতে ওর মনে লেগেছে। আমার ব্যবহারে একটু ক্ষুন্ন। কিন্তু ওকে তো আর সব বলা যায় না। আমায় সাহায্য করার জন্য ওকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললাম যে ও যদি বেত্রোঁকে দুঃখ দিতে না চায় তাহলে যেন এই কথাটা গোপন রাখে। কিন্তু বেত্রোঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের খাতিরেই বোধহয় কাত্রীন শেষ পর্যন্ত আমার কথা রাখে নি।

একুশে সেপ্টেম্বর হালকা একটা স্যুটকেস হাতে নিয়ে রওনা হলাম। কাত্রীন চিঠির উত্তরে আমায় ওদের সঙ্গে 'কোত্ দাজুরে' বেড়াতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। মা ও বাবা স্টেশনে এলেন আমায় ট্রেনে তুলে দিতে। ভাগ্যিস, আভিয়ঁ 'কোত্ দাজুরের' পথেই পড়ে। তা না হলে, অন্য ট্রেনে উঠতে হলে ধরা পড়ে যেতাম। আমি রওনা হলাম চোখে জল নিয়ে। এই প্রথম ছেলেবেলার সরলতা, বাবা মার নিরাপত্তা ছেড়ে পা বাড়ালাম কোন অজানা পথে। আগে থেকে আভিয়ঁর প্রতি মনটা বিরূপ হয়ে উঠল।

ল্যুকের এতদিনের নীরবতা আর প্রায় হেলায় লেখা চিঠি দেখে ভয় হচ্ছিল ওখানে গিয়ে হয়ত ল্যুককে একটু নিস্পৃহ দেখব। 'আভিয়ঁ' পৌঁছানোর আগেই মনে মনে একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম। সবাইকে মিথ্যা বলে যে এভাবে ল্যুকের সঙ্গে দেখা করছি তা আমি ওকে ভালবাসি বলে নয় বা ও আমাকে ভালবাসে বলেও নয়। আমাদের মধ্যে কি একটা সংযোগ আছে। আমি আভিয়ঁ যাচ্ছি আমার ওর সঙ্গে থাকতে ভাল লাগে বলে। মনে মনে আমরা এক ভাষার কথা বলি বলে। তবে

সবকিছু অস্বীকার করে এইভাবে বেরিয়ে পড়ার জন্ম এই কারণগুলোই কি যথেষ্ট ? ভাবতে গিয়ে ভয় ধরে গেল।

কিন্তু 'আভিয়'তে পৌঁছে ল্যুককে দেখে অবাক লাগল। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আমার জন্ম অপেক্ষা করছিল। আমায় দেখে ওর মুখ উজ্জল হয়ে উঠল। ট্রেন থেকে নামতেই দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরল। ছোট্ট করে চুমু খেল।

—"দারুণ দেখাচ্ছে তোমায়, ল্যুক বলল [illegible] আমার হাতে একটু চাপ দিয়ে—"তুমি আসতে পেরেছ বলে বলে [illegible] লাগছে।"

—'তোমাকেও খুব ভাল দেখাচ্ছে,' আমি [illegible]।

দেখলাম ও একটু [illegible] হয়ে গেছে [illegible] ও বেশ সুন্দর বাদামী হয়েছে। এককথায় প্যারী[illegible] দেখেছি [illegible] ওকে এখন অনেক ভাল লাগছে।

—"আঁভিয়তে থাকব না, বুঝলে। ভার্[illegible] থেকে সমুদ্র দেখতে যাব। তার জন্মই তো এখানে আসা। ব[illegible] ঠিক করা যাবে।' ল্যুক বলল।

ওর গাড়ী স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে [illegible] আমার সুটকেসটা ল্যুক গাড়ীর পেছনে রেখে দিল [illegible] আমাদের [illegible] শুরু হল। আগে কখনো। এত সুখ বোধ [illegible]।

রাস্তার দুধারে গাছের [illegible] ল্যুকের [illegible] সিগারেট। গাড়ীও আমাদের গতি ঝড়ের মত উদ্দা[illegible] [illegible] জীবন, এই তো বাঁচা। এই মুহূর্তটা কেবল এখনকার[illegible] ল্যুকের পাশে [illegible] আমার ভাল লাগছে, তবে ওই পর্যন্তই, এই মুহূর্তে আমি যদি [illegible] তলায় কোন বই নিয়ে শুয়ে থাকতাম তাহলে কিছু [illegible] হত না। [illegible] আনন্দ না থাকলেও আমি কষ্ট পেতাম না নিজের মধ্যে এই [illegible] আবিষ্কার করে খুব ভাল লাগল, লুকেরে দিকে ফিরে একটা সিগারেট চাইলাম। ল্যুক হাসল। —"কি এই ভাল না ?"

আমিও হাসলাম।

—"মন্দ কি ? কেবল ভেবে একটু ঠেক লাগছে আমি কি করছি তোমার সঙ্গে, ব্যস্, আর কিছু না।"

—"কি আবার করছ ? সিগারেট ওড়াচ্ছ, ভাবছ এই ভাল লাগাটা কদ্দিন থাকবে। দেখি, এদিকে তাকাও।"

গাড়ী থামিয়ে আমার কাঁধ ধরে নিজের বুকে টেনে এনে লুক আমার ঠোঁটে ঠোঁট নামাল। এই এক সময় যখন আমাদের দুজনেরই অন্য কিছু হুঁশ থাকে না সব ভুলে যাই। আমার হাসিটা ওর ঠোঁটে ছুঁয়েই লুক আমায় ছেড়ে সোজা হয়ে বসল। মনে হল এতদিন আমি অচেনা লোকেদের মধ্যে ছিলাম। সবার মধ্যে থেকেও নিজেকে সব কিছু থেকে পৃথক করে রেখে ছিলাম, এখন আস্তে আস্তে আমার জীবন আবার নতুন রূপ নিল।

প্রথম ঝলকে সমুদ্র দেখে মুগ্ধ হলাম। মুহূর্তে অন্য খারাপ লাগল যে ফ্রাঁসোয়াজ আমাদের পাশে নেই, থাকলে নিশ্চয়ই উৎসাহের সঙ্গে দেখাতে বসত ওর কথা কেমন মিলে গেছে। সোনালী বালুচরের ওপর এখানে সেখানে ছড়ান লালচে পাথর। পর পর নীল ঢেউ এসে তার ওপর আছড়ে পড়ছে। একটু ভয় ছিল যে লুক হয়ত এমন নাটকীয়ভাবে সমুদ্রটা দেখাবে যে অন্তত ওর মান রাখতেও আমার সুন্দর সুন্দর বিশেষণ বেছে আমার বিস্ময় প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু লুক সে সবের ধার দিয়েও গেল না। 'স্যাঁ রাকায়েল' পৌঁছে কেবল আঙুলটা তুলে দেখিয়ে দিল,—'ওই দেখ সমুদ্র।"

সন্ধ্যে নামার সাথে সাথেই আমাদের পাশে সমুদ্রের রঙ পাল্টে গাঢ় ধূসর বর্ণ হয়ে উঠল। 'কান' শহরে পৌঁছে একটা বিরাট হোটেলের সামনে এসে লুক গাড়ি থামাল। সেখানের প্রাচুর্য দেখে আমি স্তম্ভিত। এত জাঁকজমকে চোখ সয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি ঠিক স্বস্তি পাব না। হোটেলের কাউন্টারে লুক একটা গম্ভীর গোছের লোককে মনে হল কিছু বোঝাচ্ছে। একটু সরে এক পা থেকে অন্য পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। লুক বোধহয় আমার অস্বস্তি আঁচ করতে পারল। আমার কাঁধে একটা হাত রেখে আমায় নিয়ে ভেতরের দরজার দিকে পা বাড়াল। ঘরটা প্রশস্ত। সমুদ্রের

দিকে মুখ করে বড় বড় দুটো জানালা। তারপর কিছুক্ষণের ব্যস্ততা—হোটেলের 'বয়রা' এসে আমাদের মালপত্র ঘরে রেখে দিল। আলমারীতে সব গুছিয়ে রাখল। আমি একটু ক্লান্তভাবে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। এখানে আমার করার কিছুই নেই।

—"এবার হল তো?" ল্যুক বলল। সবাই চলে যেতে, ঘরের চারদিকে একবার প্রসন্ন চোখ বুলিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

—"একবার এদিকে এসো।"

কনুইয়ে ভর দিয়ে ল্যুকের পাশে একটু দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়ালাম। এখন আমার এখানে দাঁড়াতে একটুও মন চাইছে না। ওর সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা ভাল লাগছে না। সত্যিই তো, ল্যুককে আমি কতটুকুই বা চিনি। ও পাশ ফিরে আমার দিকে তাকাল।

—"ইস আবার ঝোড়ো কাকের মত চেহারা বানিয়ে ফেলেছ। একটু জল করে স্নান করে নাও। তারপর ড্রিঙ্কস্ দিতে বলছি। একটু আরাম না করলে শুকনো ভাবটা কাটবে না।"

ঠিকই বলেছে ল্যুক। জামাকাপড় পাল্টে একটা গেলাস হাতে নিয়ে ওর পাশে দাঁড়লাম। কথা বলতে গিয়ে আমি হোটেলের বাথরুম আর সমুদ্রের প্রশংসায় শতমুখ। ল্যুক বলল আমায় খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। —"তোমাকেও বেশ দেখাচ্ছে।" আমি বললাম,। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দুজনে বাইরে তাকালাম। নারকেল গাছের সারি আর লোকের ভীড়। আমার গেলাসে আরেকটু হুইস্কি ঢেলে দিয়ে ও এবার গেল জামাকাপড় বদলাতে। একা ঘরে একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে নরম কার্পেটে পায়চারী শুরু করলাম।

ডিনারের সময়টা ভালই কাটল। ফ্রাঁসোয়াজ আর বের্ত্রাঁকে নিয়ে কিছুক্ষণ কথা হল। আমি বললাম বের্ত্রাঁর সঙ্গে দেখা না হলে বাঁচি। ল্যুক বলল বের্ত্রাঁ না হলেও এখানে অন্য কোন পরিচিতের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা আশ্চর্য্যের হবে না। আর জানা কথাই তারা পারী ফিরে গিয়ে বেশ রসিয়ে রসিয়ে ফ্রাঁসোয়াজ ও বের্ত্রাঁর কাছে আমাদের গল্প করবে। আমার জন্য ল্যুক এতটা ঝুঁকি নিচ্ছে দেখে বিচলিত হলাম।

কথাটা ওকে বলতে গিয়ে হাই উঠে এল। ঘুমে চোখ বুজে আসছে। ওকে বললাম, ওর দৃষ্টিভঙ্গীটা আমার খুব ভাল লাগে।

—"তোমার কাছে সব কিছু বড় সহজ। একবার কিছু স্থির করলে সেটা করে ফেলতে একটুও দ্বিধা কর না। পরিণতির কথা ভেবেও ভয় পাও না। সবকিছু শান্তভাবে মেনে নাও।"

—"কিসের জন্য ভয় পাব?" লুকের মুখে মনে হল একটা বিষাদের ছায়া। "বের্ত্রাও আমাকে মেরে ফেলবে না, ফ্রাঁসোয়াজও না, বা তুমিও আমার প্রেমে পড়ে যাবে না।"

—"বের্ত্রা আমায় মেরে ফেলতে পারে।" আমার গলা একটু আহত।

—"না বের্ত্রা তা করবে না।" লুক বলল "ও খুব ভদ্র। আর শুধু বের্ত্রা কেন। সবাই-ই খুব ভদ্র।"

—"যারা পাজি তারাই বেশী জ্বালায়, তুমি বলেছ"—আমি বললাম।

—"তা ঠিক। বেশ রাত হল। এবার শুতে চলো।"

কথাটা লুক খুব সহজভাবে বলল। এতক্ষণ আমাদের কথায় কোন প্রেমের আভাস ছিল না। তবু ওর এই 'শুতে চলো' বলার ধরনটা কেমন কানে বাজল। হঠাৎ কেমন ভয় করে উঠল যে রাতটা আসছে তার কথা ভেবে।

বাথরুমে গিয়ে জামা ছেড়ে নাইটি পরে নিলাম। নাইটিটা সুতীর, খুবই সাধারণ। কিন্তু আমার এই একটা বই আর কোন নেই। ঘরে ঢুকে দেখি লুক বিছানায়। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। জানলার দিকে মুখ করে শুয়ে আছে ও। আমার দিকে এক হাত বাড়িয়ে লুক আমার হাতটা নিল। আমি কেঁপে উঠলাম।

—"বোকা মেয়ে, নাইটিটা খুলবে না? কষ্ট খেলে যাবে যে। পাগলী কোথাকার, আজ রাতে শীত করবে ভেবেছ?"

ফিরে শুয়ে লুক আমায় কাছে টেনে নিল। আমার নাইটির বোতামে ওর আঙুল। আস্তে করে নাইটিটা সরিয়ে লুক খাটের পাশে ছুঁড়ে দিল। বললাম, 'এমনিও তো কুঁচকে যাবে।' ও হাসল। ওর প্রতিটি ভঙ্গিতে অনন্তের মুহূর্ত। আল গোছে চুমু খেল আমার গালে, আমার ঠোঁটে, তার ফাঁকে ফাঁকে কথা।

—"তোমার গায়ে শিশির ভেজা ঘাসের গন্ধ ·ঘরটা পছন্দ তো···না বলে অন্য কোথাও গিয়ে উঠব····· 'কান' ভাল লাগছে না ?"

কোনরকমে অবশভাবে হুঁ-হুঁ করে যাচ্ছিলাম। এ রাতটা এড়িয়ে যাবার কোন উপায় যদি থাকত। একটু পরে গিয়ে লুক আমার উরুতে হাত রাখতেই আমি থরথর করে উঠলাম। আবার আমার ঠোঁটে ওর ঠোঁট। আমি ঠোঁট সরিয়ে এনে খুঁজছি ওর কাঁধ, ওর শরীর। আমার পায়ের ওপর ওর পায়ের উষ্ণ চাপ। আমার হাত ওর পিঠে প্রজাপতির মত খেলা করছে। আমার আঙুল ওর শরীরের প্রতিটি কোনকে জানার জন্য অধীর। আমাদের দ্রুত নিঃশ্বাস একসঙ্গে মিশে গেছে। তারপর সব ঝাপসা। 'কান' এর আকাশ আমার চোখ থেকে মুছে গেল। মুহূর্তের জন্য মনে হল এই বোধহয় সব শেষ। এত সুখ আমায় সইবে না। এই মুহূর্তটাই সব। আর সব মিথ্যে। এটা কি কোনদিন ভুলতে পারব? সব যখন শেষ আমরা দুজনেই অবসাদে এলিয়ে পড়লাম বালিশের ওপর। চোখ মেলে আমায় দেখে লুক একটু হাসল। তারপরে ওর হাতে মাথা রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সবাই বলে অন্য কারুর সঙ্গে একসাথে থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। 'কান' এ ল্যুকের সঙ্গে থাকতে ক'দিন কথাটা ভেবেছি, ওর সঙ্গে কখনই আমি সহজ হতে পারি না। খালি খটকা লাগে—ওর আমার সঙ্গ ভাল লাগছে তো? আমার সঙ্গে বিরক্ত হচ্ছে না তো? অবশ্য এখন পর্য্যন্ত আমি নিজের বিরক্তি নিয়েই বেশী মাথা ঘামিয়ে এসেছি। অন্যদের কথা নিয়ে চিন্তা করিনি। এখন প্রথম ভাবতে হচ্ছে অন্যের কথা। তবে ল্যুকের সঙ্গে থাকা খুব ঝামেলার ব্যাপার নয়। ওর সব সময় বড় বড় কথা বলার অভ্যেস নেই। মনে অতিরিক্ত কৌতূহল নেই। আর যেটা সবচেয়ে ভাল লাগে, তা হল আমি আপনমনে থাকলে কখনো খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে না 'কি ভাবছ'। আমি পাশে থাকলেই যথেষ্ট। আমায় উপেক্ষাও করে না বা প্রেম নিয়ে আদিখ্যেতাও করে না ওর মধ্যে কিছুরই বাড়াবাড়ি নেই। আমাদের দুজনের চিন্তাধারায় অনেক মিল খুঁজে পাই। জীবনে চলার ছন্দ আমাদের এক রকম। এ তো জানাই যে ল্যুক আমায় বোঝবার, আমায় জানবার কোন বিশেষ চেষ্টা করে না। সকলেরই একটা নিজস্ব জগত আছে। তার দেওয়াল ভেঙে কেউ এসে দাঁড়ালে নির্জনতার ব্যাঘাত হয়। অত বেশী ঘনিষ্ঠতা খুঁজতে না গিয়ে ল্যুক ভালই করেছে। তার চেয়ে এই তো ভাল। ল্যুক আমার বন্ধু। আমার প্রেমিক মাত্র। রোজ আমরা নীল সাগরের ঢেউয়ে স্নান করি। এটা সেটা নিয়ে গল্প করতে করতে খাওয়া-দাওয়া সারি। বালির চড়ায় সূর্যের নীচে শুয়ে থাকি। পরে হোটেলে ফিরে আসি। কখনো আমাদের শরীরের মিলনের পর ল্যুকের আদরে ছটফট করে উঠে বলতে ইচ্ছে করে, "ল্যুক, ভালবাসো আমায়। চলো না, একবার চেষ্টা করে দেখি নিজেদের ভালবাসা যায় কিনা।" কিন্তু কথাটা বলতে গিয়েও আটকে যায়। আমি স্বভাবগত লজ্জায় ল্যুকের সঙ্গে নিজে থেকে বেশী দূর এগোতে পারি না। ওর কপালে, চোখে, ঠোঁটে,

চিবুকে চুমু খাই। ওর মুখের প্রতিটি রেখা চিনে নিতে চাই। প্রথমে চোখে দেখে, তারপর ঠোঁটে ছুঁয়ে। এর আগে কথনো কারো মুখ আমার এত জাদু করেনি। ওর মুখের শুষ্কতা, একটু ভাঙা গাল দেখেই আমি দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে পারি। এতদিনে বুঝলাম 'প্রুস্ত' 'আলবেরতিনের' গালের কথায় কি বলতে চেয়েছেন। বুঝলাম লুকের গালে আমার গাল ঠেকিয়ে। ওর গালে একদিনের বাসী নীল দাড়িতে। লুকের জন্তই আমি আমার শরীরকে ভালভাবে জানলাম। আমার শরীরের কথা ও আমায় নীচু গলায় শোনায়, বেঝায়। কিন্তু শুনতে অশ্লীল লাগে না। রাতে আমরা দুজন বিছানায় যে সুখ পাই কেবল তার জন্তই আমাদের সম্পর্কের এই সহজতা আসে নি। এর জন্ম দুজনের অবসাদে। এ অবসাদ আমাদের দুজনের মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরী করেছে। অবসাদ কথার, অবসাদ কাজের, অবসাদ জীবনের।

সেদিন ডিনারের পর আমরা 'রু দাঁতিব' এর পেছনে একটা ছোট নাম-না-জানা বারে ঢুকে পড়লাম। বারের এক কোণে দাড়ান অর্কেষ্ট্রাকে লুক 'লোন অ্যাণ্ড সুইট' গানটা বাজাতে বলল। ও জানে এ গানটা আমার প্রিয়। অর্কেষ্ট্রা বাজতে শুরু করলে লুক আমার দিকে হাসিমুখে ফিরল।

—"এটার কথাই বলছিলে তো?"

মাথা নাড়লাম।

—"আমার ভাল লাগার কথা চিন্তা করো বলেই তো তোমায় এত ভাল লাগে।"

—"এট শুনলে বের্ত্রাঁর কথা মনে পড়ে যায়?"

বললাম হাঁ, এই রেকর্ডটা বের্ত্রাঁর আছে। ওর মুখে অল্প বিরক্তি।

—"কি জ্বালা! আমাদের তাহলে অন্ত কোন রেকর্ড বেছে নিতে হবে"

—"কেন?"

—"এমন সম্পর্কে কোন বিশেষ সুর বা পারফিউম বেছে নিতে হয়। যার কথা কেবল তুমি আর আমি জানব। পরে কোনদিন তা দেখে পুরোন কথা মনে করার জন্ত।"

আমার মুখ দেখে লুক হেসে ফেলল।

—"অবশ্য তোমার বয়সে কেউ ভবিষ্যতের কথা ভাবে না। আমার ভবিষ্যৎ তো আমি ঠিক করেই রেখেছি। আরামে. পায়ের ওপর পা তুলে রেকর্ড শুনে কাটাব।"

—"তোমার এমন অনেক রেকর্ড জমেছে?"

—"না।"

—"তাহলে তো বড় দুঃখের কথা।" আমার গলা একটু তীক্ষ্ম। 'তোমার বয়সে আমি তো চাইব রেকর্ড জমিয়ে একটা ডিসকোথেক করে ফেলতে।' ল্যুক আমার হাতের ওপর হাত রাখল।

—"তোমায় আঘাত দিলাম?"

—"না।" শান্তভাবে বললাম। "তবে ভাবতে একটু অদ্ভুত লাগে যে দু এক বছরের মধ্যে তোমার জীবনের একটা সম্পূর্ণ সপ্তাহ, কারুর সঙ্গে কাটান একটা প্রাণে ভরপুর সপ্তাহের কোন তাৎপর্যই থাকবে না। তার স্মৃতি কেবল থাকবে অনেক রেকর্ডের মধ্যে চাপা পড়ে যাওয়া একটা রেকর্ডে। মেনে নিতে আরেকটু আটকায় যখন দেখি পুরুষটিও সেটা জানে আর আমাকে বিনাবাধায় তা বলতে পারে।"

শেষের কথাটা বলতে গিয়ে দেখি আমার চোখের কোণে জল। ল্যুক অত নরমভাবে আমায় কথাটি জিজ্ঞেস করার জন্যই বোধ হয়। এমনভাবে ল্যুক আমার সঙ্গে কথা বললে আমি নিজেকে রোধ করতে পারি না।

একটু ভীক গলায় বললাম, —"কিন্তু এই ছাড়া. আমার কোন আঘাত লাগে নি।"

—"চলো।" ল্যুক বলল. 'নাচব।'

ল্যুকের হাত ধরে উঠে নাচের ফ্লোরে গিয়ে দাঁড়ালাম। বের্ত্রাঁর প্রিয় সুরে নাচতে শুরু করলাম। কিন্তু বের্ত্রাঁর চিন্তা আমার মাথায় নেই। এক ঝটকায় ল্যুক জোর করে আমায় কাছে টেনে নিল। শক্ত, মরিয়া হাতে আমায় বুকে চেপে ধরল। আমার হাত ওর পিঠে; নখ বসে যাচ্ছে ওর ঘাড়ে। তবে কিছুক্ষণের জন্য। একটু পরেই আমায় ছেড়ে দিয়ে ল্যুক অনেকটা স্বাভাবিক। আবার আগের মতই কথাবার্তা। এবার একটা অন্য জনপ্রিয় সুর বেছে নিয়ে তার তালে নিজেদের ভাসিয়ে দিলাম।

এই একবারের সামান্য মনোমালিন্য ছাড়া আর কোন অশান্তি হয় নি ভালই আছি। মনে হচ্ছে এই সম্পর্কটায় পা দিয়ে ভুল করিনি। আস্তে আস্তে ল্যুককেও বেশী ভাল লাগছে—ওর উপস্থিত বুদ্ধি, চরিত্রের দৃঢ়তা, আর সব কিছুর গুরুত্ব মেপে দেখার, ও তার বিচার করার ক্ষমতা। বারবার ওকে জিজ্ঞেস করার জন্য ছটফট করে উঠি—'কেন, কেন তুমি আমায় ভালবাসতে পারবে না? আমায় একটু সুখ দিতে পার না? আমায় একটু ভালবেসে দেখ সবকিছু আরো কত সহজ মনে হবে।" কিন্তু না, ওকে এ কথা বলা যায় না। আমাদের দুজনের মধ্যে বড় বেশী মিল। আমরা বন্ধু। আমাদের বন্ধুত্ব এই কথা বলে নষ্ট করে দিতে পারি না। ওকে কর্তা আর নিজেকে কর্ম করে ফেলতে পারি না। তাছাড়া, করলেও ল্যুকের তা ভাল লাগবে না।

সপ্তাহটা প্রায় শেষ হয়ে এল। ল্যুক এখনো যাবার কথা তোলেনি আমাদের গায়ের রঙ বেশ বাদামী হয়ে উঠেছে। কিন্তু রাত জাগার ক্লান্তিতে চেহারা একটু বসে গেছে। অনেক রাত অবধি বারে ড্রিঙ্কসের গেলাস হাতে নিয়ে গল্প করি। তারপর উৎফুল্ল উঠা সমুদ্রের পারে বসে দেখি পূবাকাশ স্বচ্ছ হয়ে আস ভোর জলের ডিঙিরা দুলুনি। সমুদ্রের ধারে অগুন্তি লোকের আনাগোনা। গাঙচিলগুলো ঝিমোয় হোটেলের কার্নিশে। সমুদ্রে যখন সোনা ঝিকমিক করে উঠছে আমরা ফিরে আসি হোটেলে। গেটের সামনে ঘুম ঘুম চোখে বসে থাকা বাচ্চা ছেলেটির দিকে একটু হাসি ছুঁড়ে দিই। ঘরে পৌঁছে ল্যুক আমায় কাছে টেনে নেয়। আর সেই ভোরের আবছা আলোয় ওর সোহাগে তৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। সকাল গড়িয়ে দুপুর হলে ঘুম থেকে উঠি স্নান করার জন্য।

যে সকালে আমাদের ফিরে যাবার কথা সেদিনই ল্যুকের কথায় মনে হল আমায় ভালবাসার আভাস পেলাম। ও ঘরের মধ্যে পায়চারী করছিল। কপালে কয়েকটা ভাঁজ। মনে হল কি একটা চিন্তা করছে।

—"বাড়ীতে কি বলে এসেছ? কবে ফিরবে?" ল্যুক জিজ্ঞেস করল।

—"বলেছি দিন সাতেকের মধ্যে।"

—"আর আমরা যদি এখানে আরেক সপ্তাহ থেকে যাই।"

—"দারুণ হয়।"

ফেরার কথা এতদিন প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। হোটেলটাকেই ঘর বাড়ী বানিয়ে ফেলেছি। এই জীবনের সঙ্গে নিজেকে খুব মানিয়ে ফেলেছি। ল্যুকের সঙ্গে কোন রাতেই ঘুমোবার অবকাশ থাকে না। আমাদের দুজনের এই যাত্রা উদ্দেশ্যহীন। এ সম্পর্ক কতদিনের তাই না কে জানে।

—"কিন্তু ফ্রাঁসোয়াজ ওকে কি বলবে?

—"সে ফিরে গিয়ে বুঝা যাবে। এখনই ফিরতে ইচ্ছে করছে না। 'কানকেও ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না, তোমাকেও না।"

—"আমারও ইচ্ছে করছে না।" আনতমুখে ওর মতই শান্ত গলায় বললাম। একই গলায় বললাম। মুহূর্তের জন্য মনে হল হয়ত ল্যুকও আমায় ভালবাসে। কেবল সেটা স্বীকার করতে ওর বাধছে। হৃদস্পন্দন ক্ষণিকের জন্য থেমে গেল। তারপরেই ভাবলাম যে ওর যে আমাকে ভাল লাগে তাই যথেষ্ট। এখন এক সপ্তাহ নিরবিচ্ছিন্ন সুখে সবকিছু ভুলে থাকতে পারি।

তারপর ওকে ভুলে যেতে হবে। ওকে ছেড়ে দিতে হবে। কেন? কার জন্য? কিসের জন্য? আবার সেই আগের একঘেয়েমি। আগের নিঃসঙ্গতায় ফিরে যেতে? এখন আমি তাকালেই ওকে দেখছি। কথা বলছি ওরই সাথে। ওকে বোঝাবার চেষ্টা করছি। ওর কাছে থাকতে আমার ভাল লাগে। ওকে সুখী রাখার চেষ্টায় আমি বিভোর। ল্যুক, ল্যুক আমার প্রেমিক।

—"ভালই হল।" আমি বললাম, "সত্যি কথা বলতে কি আমিও যাবার কথা ভাবিনি।"

—"তুমি তো কখনোই কিছু ভাবনা," ল্যুক মুখ টিপে হাসল।

—"তোমার কাছে থাকলে আমি ভাবতে পারি না।"

—"কেন? আমার পাশে নিজেকে খুব ছোট মনে হয় বলে? চিন্তার বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেবার দরকার হয় না? কোন দায়িত্ব থাকে না?

—"না, তা নয়।" বললাম, "আমারও অনেক চিন্তা আছে। অনেক দায়িত্ব। কিন্তু দায়িত্বই বা কিসের? আমার জীবন নিয়ে আমি তো বেশ

আছি। তবে খুব সুখেও হয়ত নেই। আসলে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। স্রেফ এটুকু জানি যে তোমার সঙ্গে ভাল থাকি।"

ল্যুকের চোখেকৌতুক। হঠাৎ মনে হল আমি অনেক বড় হয়ে গেছি। বড় আর কিছুটা ক্লান্ত।

—"সে তো ভালই।" ল্যুক বলল, 'তোমার সঙ্গে থাকতে আমারও খুব ভাল লাগে।'

—"চলো তাহলে সেই খুশীতে গান জুড়ে দিই।

ল্যুক হেসে ফেলল।

"রেগে গেলে তোমায় খুব ভাল লাগে। তোমায় কি আমি খুশীতে গান গাইতে বলছি? আর আমি এও চাই না তুমি নিজেকে আমার সঙ্গে নিজেকে এতটা জড়িয়ে ফেল যে তুমি কখনো আমায় ছেড়ে যেতে চাইবে না।"

—"কেন?"

—'আমার একা থাকতে ভাল লাগে। ফ্রাঁসোয়াজকে আমি এই একটা কারণেই মানিয়ে নিতে পারি না। আমার পাশে থাকলে ও আর কিছু চায় না। যেন আমার কাছে থেকেই ও সুখী। তাতেই আমার অস্বস্তি। অথচ এমনিতে শুনেছি কোন নারীকে সুখী রাখা বেশ ভাগ্যের ব্যাপার।"

—"তাহলে তো খুব ভালই হল।" একটু বাঁকাভাবে বললাম, "ফ্রাঁসোয়াজকে তুমি সুখী করেছ আর আমাকে অসুখী করেছ। বেশ দুদিক সমান হয়ে গেল।"

কথাটা বলেই বুঝলাম বলা উচিত হয়নি। ল্যুক আমার দিকে সক চোখে তাকাল।

—"তুমি অসুখী?"

—"না।" মুখে হাসি টেনে বললাম। "অসুখী নয়।" তবে একটু চিন্তায় পড়ে গেছি। এর পর তোমার জায়গা পূর্ণ করার জন্য অন্য কাউকে খুঁজতে হবে। কিন্তু তোমার মত কোথায় পাই?"

—"অন্য কারুর কথা আমার সামনে বোলনা"। ল্যুকের গলায় কি একটু ঝাঁঝ? তবে তৎক্ষণাৎ সুর বদলে ফেলল।

—"না, তাই বা কেন? বলবে। বলবে…সব বলবে আমায়। যদি ছেলেটির মধ্যে কিছু এদিক ওদিক দেখি তাহলে তাকে সিধে করে দেবার ব্যবস্থা করব। আর যদি বুঝি ছেলেটি ভালই তাহলে বুঝব তুমি ভুল পছন্দ করনি।" একটু হেসে বলল, "তোমার বাবা হলেও তাই করতেন, না?"

আমার হাতটা তুলে নিয়ে আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়াল। হাত বাড়িয়ে আমি ওর ঝোঁকানো ঘাড়ে রাখলাম। ভেবে দেখলে ল্যুক আমায় খুব সহজ, খুব সরল ও ভবিষ্যৎ হীন একটা সম্পর্কের প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে কোন শঠতা নেই। কোন প্রবঞ্চনাও নেই। ল্যুক আমায় সব খুলে বলে নিয়েছে।

"আমরা খুব ভাল, তাই না?" আমি প্রশ্ন করলাম।

—"ঠিক," ল্যুকের মুখে হাসি। "সিগারেটটা ওভাবে খেওনা। তোমায় ঠিক মানায় না।

আমার ড্রেসিং গাউনটা পরে নিলাম।

—"তবে আমি ভালই বা কি হলাম. ল্যুক যে এই হোটেলে অন্যের স্বামীকে নিয়ে আমি কি করছি? বেশ্যার মত। সঁ্যা জেরম্যা দে প্রের সস্তা মেয়েছেলেগুলোর থেকে আমার কি খুব বেশী তফাৎ আছে?

—"হয়ত নেই" ল্যুক একটু বিচলিত। "আর আমিও বা কি? আমারও বাড়িতে বৌ আছে, তার দায়িত্ব আছে। তবু এখন নিজের কামনাকে রুখতে পারি নি। একটা ছোট্ট পায়রা, একটা মিষ্টি পায়রা আমায় সব ভুলিয়ে দিয়েছে। কাছে এসো ··

—"না, না, অত সহজে ধরা দেব না তোমায়।

অবসন্ন ভাবে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ল্যুক বিছানায় শুয়ে পড়ল। আমি ওর পাশে বসা। একটু গম্ভীর। ল্যুক মাথা থেকে হাত সরাতেই ওর দিকে কঠিন চোখে তাকালাম।

—"আমি একটা বেশ্যা"

—"আর আমি?" ল্যুক জিজ্ঞেস করল।

—"একটু দুঃখী এক অস্তিত্ব। এককালে যে মানুষটা ছিল তার অবশিষ্ট মাত্র।" তারপর, "ল্যুক…আর মাত্র এক সপ্তাহ।"

ল্যুকের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ওর চুল আমার চুলে মিশিয়ে এলো-মেলো করে দিলাম। আমার গালে ওর গাল উষ্ণ ও সতেজ। ওর গাযে সমুদ্রের গন্ধ, লবণের স্বাদ।

হোটেলের সামনে সমুদ্রের দিকে মুখ করে একটা ইজি চেয়ারে এলিয়ে শুয়েছিলাম। একা একা ভালই লাগছিল। হোটেলের বারান্দায় অনতিদূরে কয়েকজন ইংরেজ বুড়ী। সময় তখন সকাল এগারেটা। ল্যুক কি এ কটা কাজে 'নিস, এ গেছে। 'নিস' আমার ভালই লাগে। বিশেষ করে ভাল লাগে ষ্টেশন আর প্রমেনাদ দেজ অংলের মাঝে 'নিস' এর ঘিঞ্জি সমুদ্রতীর। তবুও ল্যুকের সঙ্গে 'নিস' এ যেতে রাজী হইনি। একা থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল বলে।

একা স্নান করে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। আমার খুব ভাল লাগছিল। সিগারেটটা জ্বালতে গিয়ে একবারও হাত কাঁপেনি। আমার গালে সেপ্টেম্বরের সূর্যের নরম আলো। অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্ম আমি এখন নিজেকে নিয়ে পুরোপুরি সুখী। ল্যুক বলে আমরা ক্লান্ত থাকতেই ভালবাসি। ঠিকই বলে। আমরা জোর করেই নিজেদের অস্তিত্ব জীবনী শক্তিটুকু মেরে ফেলি। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তোমার জীবনটাকে নিয়ে কি করলে বা কি করবে আমি কোন উত্তর খাড়া করতে পারব না।

আমার সামনে একটি সুপুরুষ যুবক হেঁটে গেল। খানিক অলস চোখে ওর হেঁটে যাওয়া দেখলাম। নিজের নিস্পৃহতা দেখে নিজেরই ভাল লাগল। সুন্দরের প্রতি আমার চোখ স্বাভাবিকভাবেই চলে যায়। এই ছেলেটিকেও দেখতে তাই ভাল লাগল কিন্তু ভেতরে কোন আলোড়ন উঠলো না। এখন আমার মনে ল্যুকই সব। ওর জায়গা কেউ নিতে পারে না। তবে ল্যুক আমার জন্য অন্য মেয়েদের প্রতি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হয়ে উঠতে পারে নি। আমি থাকলেও তুষ্ট চোখেই ও মেয়েদের হাঁটা চলা সব লক্ষ্য করে। তবে কোন মন্তব্য করে না।

হঠাৎ সমুদ্র আমার চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে উঠল। মনে হল এই পরিবেশে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। কপালে হাত রাখতে দেখি ঘামে ভিজে গেছে। চুলের গোড়ায় ঘামের বিন্দু। আরেক ফোঁটা আমার গলা, ঘাড়, পিঠ গড়িয়ে নেমে এল। মৃত্যু এ ছাড়া আর কি? চোখে

নীল কুয়াশা আর আস্তে আস্তে অবসন্নতার কোলে চলে পড়া। একেই তো মরা বলে। আর আমার মধ্যে বাঁচবার কোন চেষ্টাও নেই।

কথাটা মাথায় আসতেই খুব মনে ধরে গেল। আমি বাঁচবার কোন চেষ্টাও করি না। তবু আমি অনেককিছুই ভালবাসি। প্যারী, তার অতি নিজস্ব গন্ধ, বই, প্রেম আর ল্যুকের সঙ্গে কাটানো এই দিনগুলি। আমি বোধহয় ল্যুক ছাড়া অন্য কারুর সাথে এতটা সুখী হতে পারব না। ল্যুক যেন অনন্তকালের জন্য আমার জন্যেই জন্ম নিয়েছে। আর আমাদের দেখা হয়ে যাওয়াটা ভাগ্যের পূর্বকল্পিত। তবে এত সুখ আমার কপালে চিরদিন সইবে না। ল্যুক আমায় কিছুদিন পরে ছেড়ে যাবে। আর আমায় নতুন করে অন্য কারুর সাথে জীবন শুরু করতে হবে। আর তা করবোনাই বা কেন? তবে এই দিনগুলোর আনন্দ আর কখনো ফিরে পাওয়া যাবে না। ও পরে ওর স্ত্রীর কাছে ফিরে যাবে। আমি থাকব প্যারীতে আমার ছোট ঘরটিতে আমার আগের নিঃসঙ্গতা নিয়ে। আবার সেই অস্থিরতা নিয়ে। নতুন নতুন সম্পর্কের ব্যর্থতা নিয়ে। নিজেকে ওভাবে কল্পনা করতে গিয়ে কাতর হলাম।

হঠাৎ মনে হল আমার কে খুব কৌতূহল ভরে লক্ষ্য করছে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলাম। দেখি কাছেই এক ইংরেজ বুড়ী আমার দিকে তাকিয়ে। প্রথমে একটু অস্বস্তি, তারপর ওর দিকে ভাল করে তাকালাম। সূর্যের ম্লান আলোয় আমরা দুজনে দুজনের দিকে নীরবে তাকিয়ে। যেন মুহূর্তের জন্য আমরা নিজেদের মধ্যে কি একটা আবিষ্কার করেছি। আমাদের ভাষা পৃথক তাই কথা বলার অবকাশ নেই। কেবল দুজনে নিজেদের অবাক হয়ে দুই রহস্যের মত দেখা। ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ালেন। ছড়িতে ভর দিয়ে একটু খুঁড়িয়ে বারান্দার ওধারে চলে গেলেন।

সুখকে কেউ ধরে রাখতে পারে না। 'কান' এর দিনগুলির মধ্যে এমন কিছু বেছে নেওয়া যায় না, যা আমার কাছে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রেখে দিতে পারি। কেবল আমার বিষাদের কয়েকটি মুহূর্ত। ল্যুকের হাসি আর রাতে ঘরের পাশে গজিয়ে উঠা মাইমোসার মৃদু গন্ধ। আমার মত লোকের কাছে বোধহয় সুখ একঘেয়েমি না থাকলেই। ল্যুকের চোখে তাকালে সব একঘেয়েমি, সব অস্থিরতা ভুলে যাই। আমার চোখে

তাকিয়ে ও হাসলে আমার ঠোঁটেও হাসি ফুটে ওঠে। এতে কোন কৃত্রিমতা নেই।

এক সকালের কথা বলি। ল্যুক বালির ওপর শুযে ছিল। একটা উঁচু প্ল্যাটফর্ম থেকে নীচে জলে ঝাঁপাব বলে উঠেছিলাম। প্ল্যাটফর্মের সব চেযে উঁচু ধাপটাতে উঠলাম লাফাব বলে। নীচে দেখি হলুদ বালির ওপর বিস্তর লোকের মাঝে ল্যুক শুয়ে। আরেকদিকে সমুদ্রে শান্তভাবে যেন আমারই অপেক্ষায়। আমি সবকিছু থেকে পালিয়ে যাবার জন্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেব বিশাল ঢেউয়ের মধ্যে। আমি যখন ঝাঁপ দেব তখন আমার পাশে কেউ থাকবে না, আমি একা। ল্যুকের ওপর চোখ পড়তে দেখি ও হাত নেড়ে আমায় অত উঁচু থেকে লাফাতে বারণ করছে। চোখ বন্ধ করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম. সমুদ্রের ঢেউ মনে হল আমায় গ্রাস করবার জন্য ফেনিয়ে উঠে আসছে। ওকে এত শান্ত ভেবে ভুল করেছি, ঢেউয়ে ভিজে আবার পাড়ে উঠে এলাম ল্যুকের কাছে। ওর গাযে জল ছিটিয়ে ওর শুকনো পিঠে মাথা রাখলাম, ওর কাঁধে আমার ঠোঁট ছোঁয়ালাম।

—"তুমি কি সত্যিই পাগল? নাকি এমনিই খেলাচ্ছলে এমন কর?"

—"আমি পাগল।"

—"হ্যাঁ তাই তো মনে হচ্ছিল। তবে যখন ভাবলাম তুমি অত উঁচু থেকে ঝাঁপে দিচ্ছ আমার কাছে আসবে বলে, খুব ভাল লাগল।"

—"তোমার ভাল লাগছে? আমারও খুব ভাল লাগছে। অবশ্য আমার বোধহয় ভাল লাগছে আমি এখন কিছু নিযে ভাবছিনা বলে,—তাই তো নিয়ম না?"

কথা বলতে গিয়ে ওর মুখ দেখতে পেলাম না। ল্যুক ততক্ষণে আবার বালির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে। দেখলাম ওর শক্ত বাদামী ঘাড়ের ওপর হালকা সোনালী লোম। —"তোমায বেশ ভাল চেহারা করে ফ্রাঁসোয়াজের কাছে ফিরিয়ে দিচ্ছি।" কৌতুক মিশিয়ে বললাম।

—"এত তিক্ত কেন?"

—"জানি, তুমি আমাদের মত তিক্ত নও। মেয়েরা বড্ড তিক্ত হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে কি মনে হয় জান? ফ্রাঁসোয়াজ আর আমার মাঝে তুমি একটা ছোট্ট ছেলে কি করবে ভেবে পাচ্ছ না।"

—"ওক্ কি ধূর্ততা!"

—"তবে তোমার ধূর্ততা আমাদের চেয়ে কিছু কম নয়। মেয়েদের বেশী জ্ঞান হয় না, হলে তাদের বোকাটে লাগে। তবে পুরুষদের এটা মন্দ যাবার না। আরও তারা সেটা জানে বলেই আর নিজের কাজে লাগায়।"

—"তোমার বড় বড় কথা এবার থামাবে? ছুটিতে বেড়াতে এসে একদম হালকা গল্প ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না।" "আজকের দিনটা কি সুন্দর না?

বললাম, "ভীষণ সুন্দর।" তারপর ওর পিঠে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম যখন ভাঙল দেখি আকাশ মেঘে কালো হয়ে এসেছে, সমুদ্রের ধারে লোকজনের ভীড় বেশ পাতলা। ক্লান্ত লাগল। এতক্ষণ ঘুমিয়ে গলাটাও শুকিয়ে গেছে। ল্যুক আমার পাশে বসা। ইতিমধ্যে কখন জামাকাপড় পরে তৈরী হয়ে নিয়েছে। ওর ঠোঁটে সিগারেট, চোখ অদূর সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর। কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে ওকে দেখলাম। জানতে দিলাম না যে আমি জেগে গেছি। এই বোধহয় প্রথম ল্যুকের মনটা মেপে দেখার চেষ্টা করলাম। "লোকটা ভাবছে কি? ফাঁকা তীরে উত্তাল সমুদ্রের সামনে ঘুমন্ত কারুর পাশে বসে কি ভাবা যায়? ও যেন এখানে বসেও বহুদূরের কোন জগতে। বালির তীর, সমুদ্র বা আমায়—কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ও একা আস্তে করে হাত বাড়িয়ে ওর হাত ছুঁলাম। ও চমকাল না। ল্যুক কখনোই চমকে ওঠে না। কখনোই কিছুতে অবাক হয় না।

—"কি ঘুম হল?" অলসভাবে প্রশ্ন করল ল্যুক। একটু সময় নিয়ে আড়মোড়া ভেঙে ঘড়ি দেখল—"চারটে বাজে।"

—"চারটে বাজে!" আমি আঁতকে উঠে বললাম। তার মানে আমি চার ঘণ্টা ঘুমিয়েছি?"

—"ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এখন তো আমাদের করবার কিছু নেই।

কথাটা কানে বাজল। সত্যিই তো! আমাদের একসাথে করার কিছুই নেই। এমন কোন কাজ নেই যা একসঙ্গে করা যায়। এমন কোন বন্ধু নেই যাকে নিয়ে দুজনে গল্প করতে পারি।

—"তার জন্য খেদ হচ্ছে?"

ল্যুক স্মিত হাসল।

—"তা কেন? বরং এইতো ভাল। সোয়েটারটা পরে নাও। ঠাণ্ডা লেগে যাবে। চলো হোটেলে ফিরে যাই। একটু চা খাওয়া যাবে।"

হোটেলের সামনের রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা। মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে। ঝড় উঠবে বোধহয়। হাওয়ায় নারকেল গাছের পাতা অল্প দুলছে। হোটেলে তখনও সবাই ঘুমিয়ে। চা খেয়ে ওপরে ঘরে গিয়ে বাথরুমে অনেকক্ষণ ধরে গরমজলে স্নান করলাম। ঘরে এসে দেখি ল্যুক বিছানায় আধশোয়া হয়ে বই পড়ছে। আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগারেটের আগায় ছাই বেশী জমে গেলেআঙুলের টোকায় তা ফেলে দিচ্ছে। আকাশ মেঘলা হয়ে আসার জন্য জানালাগুলো বন্ধ। সেই অস্বচ্ছ আলোয় সবকিছু ম্লান দেখাচ্ছে। জানালার বাইরে ঠাণ্ডার ঘরের ভেতরে প্রবেশের অধিকার নেই। চিত হয়ে ল্যুকের পাশে শুয়ে পড়লাম। হাত আড়াআড়ি ভাবে বুকের ওপর রাখা। যেন একটা মৃতদেহ শুয়ে আছে। চোখ বুজলাম। ঘরে শুধু ল্যুকের বইয়ের পাতা ওলটানোর খসখস শব্দ। সমুদ্রের গর্জনও যেন অনেকদূরে সরে গেছে।

মনে হল এই তো আমি ল্যুকের কাছে। ওর পাশে শুয়ে। হাত বাড়ালেই ওকে ছুঁতে পারি। ওর শরীর, ওর কথা, ওর ঘুমোনোর ধরণ সবই আমার চেনা। ও পড়ছে, আমি একটু উসখুস করলেও খুব একটা খারাপ লাগছে না। একটু পরেই আমরা একসঙ্গে খেতে বসব। তারপর শুতে যাব। আর মাত্র তিনদিন পরেই এখান থেকে আমাদের চলে যেতে হবে। এরকম দিন আর হয়ত কখনো আসবে না। কিন্তু এখনকার এই মুহূর্তটা আমাদের। জানিনা আমাদের এই আঁতাতটা ভালবাসার না ভাললাগার। আসলে যাই হোক তাতে কিছু যায় আসে না। এখন আমরা দুজনে একা। পাশাপাশি শুয়ে। ল্যুক নিজের বইয়ে মগ্ন। জানে না এখন আমি ওরই কথা ভাবছি। কিন্তু আমাদের এই একসঙ্গে থাকাটাই তো যথেষ্ট। এখন

আমাদের দুজনের মধ্যে কখনো নিজেদের প্রতি নিস্পৃহতা, কখনো বা পরিপূর্ণ উষ্ণতা। আমাদের সম্পর্ক যখন শেষ হয়ে যাবে তখন হয়ত এই মুহূর্তটা আমার আর মনে থাকবে না। অন্য মুহূর্তের স্মৃতির মাঝে এটি হারিয়ে যাবে। তখন মনে থাকবে না আজ এখন আমি কিভাবছি জীবন এখন যেমন লাগছে সেই রকমই শান্ত অথচ হৃদয় বিদারক। হাত বাড়িয়ে 'লা ফামী কেলুইয়ার' বইটা টেনে নিলাম। বইটা পড়িনি বলে আগে ল্যুক আমায় বহু তিরস্কার করেছে। বইটা পড়তে পড়তে একজায়গায় হেসে উঠতেই দেখি ল্যুকও ওর বইয়ে কোন পাতা পড়ে হাসছে। একসঙ্গে হাসির জায়গাটা দেখার জন্য ঝুঁকে পড়লাম একই পাতার ওপর। আমাদের গালে গাল, তারপর ঠোঁটে ঠোঁট। বইটা একসময় মেঝের ওপর পড়ে গেল। ল্যুক আমায় আদরে আদরে ডুবিয়ে দিল। এইভাবে একটা রাত মিশে গেল অন্য রাতের সঙ্গে।

শেষে এল ফিরে যাবার দিন। আমার মধ্যে কিসের যেন আশঙ্কা। নিজের জন্য, ল্যুকের জন্য। 'কান' এর শেষ সন্ধ্যা হাসি গল্প করে কাটালাম। কেউ কাউকে কিছু বুঝতে দিলাম না। কেবল রাতে কয়েক বার ঘুম ভেঙে গেল কিসের যেন আতঙ্কে। ভীষণ ভয় করে উঠল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ল্যুকের কপাল, হাত ছুঁয়ে দেখলাম, এখনও ও আমার পাশে আছে কিনা। সেই আমাদের 'কান' এর শেষ রাত। ল্যুকেরও ঘুম আমারই মত ভেঙে যেতে ও আমায় শক্ত হাতে কাছে নিয়ে এল। আমার ঘাড়ে, গলায় ওর আঙুলের স্পর্শ। "ভয় কি, এই তো আমি" ফিসফিসিয়ে বলল। যেন আশ্বাস দিচ্ছে। রাতটা কাটল নীচু গলায় কথা বলে। মাইমোসার গন্ধে। আধা ঘুম আধা স্বপ্নে।

সকাল হতে বিছানা ছেড়ে উঠলাম। অন্যদিনের মতই নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। প্রাতরাশ খাবার পর ল্যুক ওর স্যুটকেস গোছাতে শুরু করল। আমিও এবার আমার স্যুটকেসে হাত দিলাম। স্যুটকেস গোছাবার ফাঁকে ফাঁকে ল্যুকের সাথে টুকরো টুকরো হালকা গল্প। যেমন রোজই করি। নিজের নিখুঁত অভিনয় দেখে নিজেরই অবাক লাগল। সত্যিই তো আমি এত শক্ত নই।

কেনই বা আমার এমন শক্ত হতে হবে। অভিমান হল। নিজেকেকেমন বঞ্চিত মনে হল। আমরা দুজনেই যেন এক নীচ অভিনয় করছি। তবে · এর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়াই ভাল। তাহলে শেষমেষ ও যখন আমাকে ছেড়ে যাবে তখন হয়ত কষ্ট কিছুটা লাঘব মনে হবে। বরং নিস্পৃহ আচরণ করাই ভাল।

—"এবার সব রেডি ?" ল্যুক বলল, তাহলে বয়ের ডাকি মালপত্র নিয়ে যাবার জন্ত।" চমকে এ জগতে ফিরে এলাম।

—"চলো না, শেষবারের মত একবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই··· একটু নাটকীয়ভাবে বললাম।

ল্যুক আমার দিকে একটু তীক্ষ্ণভাবে তাকাল। তারপর আমার মুখের অভিব্যক্তি দেখে হেসে ফেলল।

—"তোমায় বোঝা সত্যিই শক্ত। তবু কেন যে তোমায় এত ভাল লাগে···

আমার দু কাঁধের ওপর হাত রেখে আমায় আস্তে করে ঝাঁকাল।

—"জান তো, মাত্র পনেরদিন কারো সঙ্গে থেকে তাকে ভাল লাগে বলাটা খুব সোজা নয়।" ল্যুক বলল।

"শুধু একসঙ্গে থাকা কি," আমি হাসতে হাসতে বললাম, "এ তো আমাদের মধুচন্দ্রিমা হল।"

—"তাহলে তো আমার কথা আরোই ঠিক।" ল্যুক আমার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিল। ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হল ও আমায় ছেড়ে সরে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের ইচ্ছে, ওকে আমার পেছনটা আঁকড়ে নিজের কাছে ধরে রাখি। তবে ইচ্ছেটা ক্ষণিকেরই।

প্যারী ফিরলামও হালকা মেজাজেই। ল্যুক বলায় আমিও কিছুক্ষণ ষ্টিয়ারিং এর সামনে বসলাম। ও বলল শহরে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে যাবে। পরের দিন ফোন করবে বলে কথা দিল। ফ্রাঁসোয়াজের সঙ্গেও শিগগীরই দেখা হবে। ওর মায়ের সঙ্গে দিন পনের শহরের বাইরে কাটিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে আসার কথা। একটু চিন্তিত লাগল। কিন্তু ল্যুক বলল ও কিছু একটা ব্যবস্থা করবে। ফ্রাঁসোয়াজকে অন্ত কিছু একটা মিথ্যে সাজিয়ে নেবে।

লূক আবার অনু সাবধান করে দিল আমি যেন এই ব্যাপারে কথা ফ্রাঁসো-য়াজের সামনে ঘুণাক্ষরেও না তুলি,—ওই ফ্রাঁসোয়াজকে যা হোক বোঝাবে। সামনের দিনগুলোর কথা ভেবে ভালই লাগল, ফ্রাঁসোয়াজ ও লূকের সাথে সময়টা সুন্দর কাটবে। এর মধ্যে কখনো হয়ত লূকের সঙ্গে একা দেখা হওয়ার সুযোগ হবে। সুযোগ পাব ওর সঙ্গে শোয়ার আমি কখনো এ আশা করি না যে লূক আমার জন্য ফ্রাঁসোয়াজকে ছেড়ে যাবে। তার কারণ প্রথমত এই যে লূক আমায় সে কথা আগেই বলে দিয়েছে। আমিও ফ্রাঁসোয়াকে এমন কষ্ট দেবার কথা ভাবতেই পারি না। লূক যদি এ কথা নিজে থেকে তুলতও তাহলেও আমি তাতে মত দিতে পারতাম না।

লূক বলল ফিরে গিয়ে ওর অনেক কাজ জমে আছে। আমাকেও শুরু করতে হবে নতুন বছরের পড়াশুনা। গত বছরের মত এবারও বই আর পড়া নিয়ে হিমসিম খেতে হবে। দুজনেই প্যারী ফিরলাম মনমরা হয়ে। কিন্তু তারজন্য আমার কোন দুঃখ নেই। কারণ মনমরাভাব আমাদের দুজনেরই। একঘেয়েমিও দুজনেরই। আর তাই এমন কোন সময় আসবে যখন আমাদের দুজনেরই দরকার হবে একে অপরকে খুঁজে নেবার। নিজেদের মধ্যে সমবেদনার সম্পর্ক গড়ে তুলতে। একে অপরকে আশ্বাস দিতে।

প্যারী পৌঁছলাম রাত্রিবেলা, 'পোরত দিতালী'তে পৌঁছে লূকের চোখে তাকালাম। ওকে পরিশ্রান্ত দেখাল। ভাবলাম এ কদিন মন্দ কাটল না। নিজেদের কোনভাবে বেশী জড়িয়ে ফেলিনি যাতে ফিরে আসতে খুবখারাপ লাগতে পারে। কিন্তু নিজেদের স্থির বুদ্ধির জন্য নিজেকেই কেন জানিনা একটু অপদস্থ লাগল



তিন

প্রথম পরিচ্ছেদ

পারীকে আর অপরিচিত বলে মনে হল না। এই যেন প্রথম পারীর বিস্তৃত গোলকধাঁধায় নিজেকে খুঁজে পেলাম। বছর ঘুরে আবার গ্রীষ্ম এসেছে। ঋতুর সৌন্দর্যে মাতাল হয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি নিয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ফিরি। আমার মন পাখীর মত হালকা। 'কান' থেকে ফেরার পর প্রথম তিনদিন ল্যুককে ছাড়া কেমন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে রইল। মাঝরাতে কোন কারণে ঘুম ভেঙে গেলে অন্ধকারেই পাশে ল্যুককে হাত দিয়ে খুঁজি। প্রত্যেক বারই আমার পাশে ফাঁকা বালিশ দেখে কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগে। মনে হয় কি যেন একটা নেই। ওর সঙ্গে 'কান'এ কাটানো দু সপ্তাহ আমার মনে গেঁথে বসে গেছে। তার স্মৃতি সময়ে আমায় বিবশ করে। আর আমি মনের সমতা হারিয়ে ফেলি। স্মৃতিতে কেবল আনন্দই নেই, দুঃখও আছে। তবে এখন মনে হয় না ওর সঙ্গে নিজেকে এভাবে জড়িয়ে ফেলে আমি কোনরকমে হেরে গেছি। আমার মনে এখন কোন খেদ নেই। যদিও একটু খেদ থাকলেই বোধহয় ভাল হত। এর পরে মনের এই অবস্থায় অন্য কারুর সঙ্গে এমন সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়ত একটু কঠিনই হবে।

ছুটি কাটিয়ে বেত্রোঁর ফিরে আসার সময় হয়ে এল। এরপর মুখোমুখি হলে ওকে আমি কি বলব? জানা কথাই বেত্রোঁ আবার আমায় ফিরে পাবার, আমায় মানিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমি নতুন করে আবার আমাদের সম্পর্ক কি করে মানিয়ে নেব? কেনই বা নেব? একবার ল্যুকের কাছে নিজের সমস্ত সত্তা উজাড় করে দেবার পর কি করে অন্য কারুর হাতে নিজেকে তুলে দেব? এখন ল্যুকের ছাড়া অন্য কোন শরীর, অন্য কারুর নিঃশ্বাস আমার মন ভরাতে পারবে না।

'কান' থেকে ফিরে আসার পরদিন ল্যুক ওর কথা মত ফোন করল না। বা তার পরের দিনও না। ভাবলাম হয়ত ফ্রাঁসোয়াজের সঙ্গেই কোন ঝামেলা

বেধেছে। তাই ভেবে আবার নতুন করে নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হল। এখন আমি প্রায় রোজই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। সামনের বছরে কি হবে ভাবতে ভাবতে আপন মনে পথ চলি। আইন পড়তে আর ভাল লাগছে না। এ বছরে করার মত অন্য কিছু কাজ খুঁজে পেলে ভাল হয়। দেখি, হয়ত ল্যুক আমায় ওর এমন কোন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে যে কোন সংবাদপত্রের মালিক। আর তার আমায় চাকরি দিতে বাধা কি? এখন ভাবার মত অন্য কিছু নেই বলেই বোধহয় আমি নিজের উপযোগী কোন পেশা খুঁজে মরছি।

আরো দু'দিন যেতে লুককে দেখার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু ওকে ফোন করতে সাহস পেলাম না। কেবল একটা ছোট্ট চিঠি লিখে অনুরোধ করলাম আমার সঙ্গে দেখা করতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লুকের ফোন এল। বলল পারীতে ফেরার পরের দিনই ও ফ্রাঁসোয়াজের সঙ্গে দেখা করতে শহরতলীতে গিয়েছিল। তাই এর মধ্যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পারে নি। ফোনে লুকের গলা খুব কোমল। হঠাৎ আমার পাশে ওর অভাবটা বড় বেশী করে অনুভব করলাম। ওকে দেখতে বড় ইচ্ছে করল। লুক বলল, এ কদিন ও আমার কথা বারবার ভেবেছে। কেন জানি না কিছুক্ষণের জন্য চোখের সামনে দেখলাম একটা কাফে। সেখানে লুকের বুকে আমার মাথা। বলছে ও আমায় ছেড়ে থাকতে পারে না। গত দু'দিন আমায় না দেখে ও অস্থির হয়ে পড়েছে। আমি বলছি, আমিও ওকে ছাড়া থাকতে পারি না। ফোনে ল্যুক একটা কাফে ঠিক করল যেখানে আমরা দেখা করব। আমায় নিশ্চিন্ত করল যে ফ্রাঁসোয়াজ এর মধ্যে 'কান'এর ব্যাপার নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলে নি। ল্যুক এও বলল যে ওর কাজের চাপ ইদানিং বড্ড বেড়ে গেছে। কাফেতে দেখা হতে ল্যুক আমার হাতটা তুলে নিয়ে আলতো করে ঠোঁট ছোয়াল। মুগ্ধ চোখ তুলে তাকাল। বলল, তুমি সুন্দর।

ল্যুক দেখলাম এখন বদলে গেছে। আবার ওর মুখে বিষণ্ণতার মলিন ছাপ ফিরে এসেছে। তবে তাতে ওর আকর্ষণ বেড়েছে বই কমেনি। ভাবতে কেমন লাগে যে এখন তাকে আমি ওর ওই মুখে আঙুল ছুঁয়ে আদর করতে পারি না। ল্যুক যেন আমার কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেছে। ল্যুকের সঙ্গে আমার এই সম্পর্কে বোধহয় কোন লাভ হয় নি। তবে 'লাভ' কথাটাই বা হঠাৎ আমার মনে এল কেন? কথাটা মনে কি রকম লাগে। কাফেতে বসে ল্যুকের সঙ্গে হালকা সুরেই গল্প করলাম। লুকও এই সুরের সঙ্গে নিজেকে সহজেই মানিয়ে নিল।

তবু দুজনের মধ্যেই একটা অস্বস্তি। কিসের যেন একটা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। বোধহয় আমরা দুজনেই একটু অবাক যে কারুর সঙ্গে এ ভাবে পনের দিন কাটিয়ে আসা এত সহজ এত সুন্দর হতে পারে। এতে তো কোন ক্ষতিও হয় না। ল্যুক যখন যাবে বলে উঠে দাঁড়াল আমার কেমন যেন অভিমান হল। মনে হল বলি আমায় ফেলে কোথায় যাচ্ছ? কিন্তু কিছুই বললাম না। ও যাবার পর কাফেতে কিছুক্ষণ একাই বসে রইলাম। তারপর জোর করে মনটা ঝাড়া দিয়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ঘন্টা খানেক রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়ালাম। দু একটা অন্য কাফেতে উঁকি দিলাম। যদি চেনা কারু সাথে দেখা হয়ে যায়। কিন্তু তখনো কেউ এসে পৌঁছয় নি। কি করি? এক 'ইয়ন'এ ফিরে গিয়ে আরো দিন পনের থেকে আসা যায়। কিন্তু এর মধ্যে পরশু রাত্রে ল্যুক ও ফ্রাঁসোয়াজের বাড়ী খাবার নেমন্তন্ন আছে। শেষে ঠিক করলাম না হয় পরশুর পরেই 'ইয়ন' যাওয়া যাবে।

মাঝখানের এই দুটো দিন সিনেমা দেখে, বিছানায় গড়িয়ে, ঘুমিয়ে, বই পড়ে কাটালাম। আমার নিজের ঘরই আমার কাছে অচেনা লাগছে। যেদিন ওদের বাড়ী আমার নিমন্ত্রণ সেদিন বেশ যত্নের সঙ্গে সেজে গেলাম। দরজায় বেল বাজিয়েই মুহূর্তের জন্য কেন জানি না ভয় করে উঠল। শুধু ফ্রাঁসোয়াজের মুখোমুখি হবার ভয়। কিন্তু ফ্রাঁসোয়াজ ওর স্বভাবমত মিষ্টি হাসি নিয়ে দরজা খুলতেই নিজেকে অনেকটা সহজ মনে হল। ল্যুক একবার বলেছিল ফ্রাঁসোয়াজকে ঠকানো কঠিন। ঠিকই বলেছিল। ও ঠকলেও নিজের মর্যাদা হারায় না। তাই ও কখনো কারুর চোখে হাস্যকর হয়ে ওঠে না। ল্যুকের বাড়ীতে আবার আমরা তিনজনে একসাথে খেতে বসলাম। সবই আগের মতন। খেতে বসবার আগে বেশ খানিকটা মদ খেয়ে নিয়েছি। আর তাই বোধহয় তিনজনেই একটু বেশী কথা বলছি। আমার আর ল্যুকের কথা ফ্রাঁসোয়াজ এখনও কিছুই জানে না। তবু কেন বার বার মনে হয় আমার দিকে ওর তাকানোটা আগের থেকে একটু অন্য রকম? আগের চেয়ে বেশী তীক্ষ্ণ? কথার মাঝে ল্যুক প্রায় স্বাভাবিকভাবেই আমার দিকে তাকিয়ে এটা সেটা প্রশ্ন করছে। আমিও ঠিক সেই সুরেই উত্তর দিচ্ছি। কথায় কথায় বের্ত্রাঁর নাম উঠল। শুনলাম ও পরের সপ্তাহে প্যারীতে ফিরছে।

—"আমি তো আবার তখন এখানে থাকব না।" আমি বললাম।

—"কেন, কোথায় যাচ্ছ?" ল্যুক জিজ্ঞেস করল।

—"ভাবছি কদিন বাবা-মার কাছ থেকে একটু ঘুরে আসব।"

—"কবে ফিরবে?" এ প্রশ্ন ফ্রাঁসোয়াজের।

—"দিন পনের পরে।"

ল্যুক ড্রিংকসের টেবিলের দিকে এগোতে আমি চোখ দিয়ে ওকে অনুসরণ করলাম। হঠাৎ ফ্রাঁসোয়াজ বলে উঠল,

—"আচ্ছা দোমিনিক, তোমায় তো এতদিন অনেক তুমি তুমি করলাম ভাবছি এবার থেকে তুই বলে ডাকলে কেমন হয়?"

—"আমরা সবাই-ই না হয় ওকে তুই বলে ডাকব। 'আমাদের চেয়ে কত ছোট ও।" এই বলে ল্যুক একটু হেসে ড্রিংকসের টেবিলে এগোল। চোখ দিয়ে ওকে অনুসরণ করলাম। তারপর মুখ ফেরাতেই দেখি ফ্রাঁসোয়াজ আমার দিকে তাকিয়ে। অস্বস্তিভরে ওর চোখে চোখ মেলালাম। আমার ভেতরের ঝড়টা বোধহয় ফ্রাঁসোয়াজ কিছুটা বুঝতে পারল। আমার হাতে হাত রেখে আশ্বাসের ভঙ্গিতে মৃদু চাপ দিল। ওর হাসিটা অপ্রত্যাশিতভাবে ম্লান লাগল। আমি বিচলিত।

—"ইয়ন থেকে আমায় একটা পোস্টকার্ড লিখো কেমন?" ফ্রাঁসোয়াজ বলল, "ও হ্যাঁ, তোমার মা কেমন আছেন বললে না তো?"

—"ভালই। মা এখন..."

বলতে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেলাম। দেখি 'কান'এ আমাদের প্রিয় যে গানের সুরে আমরা নাচতাম সেই রেকর্ডটা ল্যুক প্লেয়ারে চালিয়েছে। মুহূর্তের জন্য 'কান'এর টুকরো টুকরো ছবি আমার চোখে ভেসে উঠল। ল্যুক আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ এই পরিবেশে আমি ছটফট করে উঠলাম। ফ্রাঁসোয়াজের শান্তভাব, ল্যুকের ভাবপ্রবণতার মধ্যে নিজেকে অসহায় আর বন্দী মনে হল। ইচ্ছে হল উঠে পড়ে এদের কাছ থেকে অন্য কোথাও পালিয়ে যাই।

—"এ গানটা আমার খুব প্রিয়।" ল্যুকের গলা শান্ত। হেঁটে এসে ও একটা সোফায় বসল। 'কান'এর কথা না ভেবেও তো ও রেকর্ডটা চালিয়ে থাকতে পারে। ও হয়ত আমাদের সেই রাতের রেকর্ড জমানো নিয়ে ছোট্ট বিবাদটা মনেও রাখে নি। আমি শুধু শুধুই তিলকে তাল করছি। কোন বিশেষ কারণ ছাড়া কি একটা সুরকে ভাল লাগতে পারে না?

—"আমারও গানটা বেশ লাগে।" আমি বললাম।

ল্যুক চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। কথাগুলো ওর মনেও নিশ্চয়ই

তীড় করে এল। ল্যুকের ঠোঁটে হাসি। ওর চাউনিতে স্পষ্ট সেই সব স্মৃতি। আমি চোখ নত করলাম। ফ্রাঁসোয়াজ সময় নিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। আমি কিছুটা বিহ্বল। পরিস্থিতিটা অস্বাভাবিক। এর চেয়ে যে কোন হালকা বিষয়ে আলোচনা করলে ভাল হত। যেন এসবে আমাদের কিছুই এসে যায় না।

—"কি, নাটকটা দেখতে কি শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া হচ্ছে ?" ফ্রাঁসোয়াজকে জিজ্ঞেস করল ল্যুক। তারপর আমার দিকে ফিরে বোঝানোর ভঙ্গিতে বলল— "একটা নতুন নাটক দেখতে যাবার কার্ড পেয়েছি। আমরা তিনজনেই গেলে কেমন হয় ?"

—"চলুন না।" বললাম।

তারপর একটু খাপছাড়া হেসে—"একসঙ্গে যাওয়াটাই তো মজা।"

ফ্রাঁসোয়াজ আমায় ওর ঘরে নিয়ে গেল। আমার কোটটা একটু পুরোন আর নোংরা হয়ে গেছে। ওর নিজের আলমারী থেকে দু তিনটে কোট বার করে আমায় পরিয়ে দেখল, কেমন মানাচ্ছে। একটা কোট পরিয়ে কলারটা গলার দুপাশে হাত দিয়ে ধরে আমার মুখটা তুলে ধরল। এখন…ইচ্ছে করলেই ও আমার গলা টিপে দিতে পারে। কেউ জানতে যাবে না। আমার মুখ দেখে ফ্রাঁসোয়াজ হেসে ফেলল।

—"এত বড় কোটটার মধ্যে মনে হচ্ছে তুমি হারিয়ে গেছ।"

—"সত্যিই" বললাম তবে কোটের কথা ভেবে নয়।

"ইয়ন থেকে ফিরে এলে আমার সঙ্গে একটু দেখা করো। একটু দরকার আছে।"

আমার বুক কেঁপে উঠল। এই বোধহয় সব শেষ। ফ্রাঁসোয়াজ আমায় ল্যুকের সঙ্গে আর দেখা করতে বারণ করে দেবে। কিন্তু আমি কি ওর কথা রাখতে পারব ? নিজেকে প্রশ্নটা করার আগেই বুঝতে পারলাম যে আমি ল্যুককে না দেখে থাকতে পারব না।

—"আমি ঠিক করেছি এবার তোমার দিকে একটু নজর দেব। তোমার জামাকাপড়ের কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আর তোমায় একটা নতুন পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।"

এতক্ষণের ধরে রাখা নিঃশ্বাস এবার আস্তে আস্তে ছাড়লাম, না এখন নয়, এখনও কিছু বলার সময় আসে নি।

—"কি, তোমার আপত্তি আছে।" আমার নীরব দেখে ফ্রাঁসোয়াজ জিজ্ঞেস

করল। একটু হেসে বলল, "দোমিনিক,—"আমার কোন মেয়ে থাকলে তোমার মতই হতে পারত। একটু একগুঁয়ে অথচ ভীষণ বুদ্ধিদীপ্ত..."

—"তুমি বড্ড ভাল ফ্রাঁসোয়াজ। কখনো কখনো মনে হয় এত ভাল হওয়া উচিত না। এখন আমি কি করি বুঝতে পারছি না।"

—"কিচ্ছুটি করতে হবে না তোমায়।" ফ্রাঁসোয়াজ মুখ টিপে হাসল।

ফ্রাঁসোয়াজ যদি সত্যিই আমায় এত আপন করে নেয় তাহলে ল্যুকের সঙ্গে আমার দেখা হওয়াটা প্রায় নিত্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। হয়ত ফ্রাঁসোয়াজের থেকে আমি ল্যুকের আরো কাছে আসতে পারি।

—"ফ্রাঁসোয়াজ, তুমি আমায় এত ভালবাসো কেন?" জিজ্ঞেস করলাম।

—"আমি যে তোমার ও ল্যুকের মধ্যে ভীষণ মিল দেখতে পাই। দুজনকেই দেখে মনে হয় যেন কি একটা দুঃখ লুকিয়ে আছে। তাই ইচ্ছে করে অনেক ভালবাসা দিয়ে তোমাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে। আমার এ বাঁধন কাটানো শক্ত।" ফ্রাঁসোয়াজকে আমি মাঝে মাঝে ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

আমরা তিনজন থিয়েটারের দিকে রওনা হলাম। এখন আর কিছুই মনে নেই, কেবল রাস্তায় ল্যুকের হাসি, ও কথা। ওখানে পৌঁছে ফ্রাঁসোয়াজ বেশ কিছু লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। নাটক শেষ হয়ে গেলে ওরা আমায় আমার মেসে পৌঁছে দিল। আমি গাড়ী থেকে নামতে ল্যুক স্বাভাবিকভাবেই আমার হাতে অল্প ঠোঁট ছোঁয়াল। কিসের যেন ঘোরে নিজের ঘরে পৌঁছলাম। বিছানায় শুতেই চোখে ঘুম নেমে এল। পরদিন ট্রেনে রওনা হলাম 'ইয়ন'এ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'ইয়ন'এ ধূসর দিনগুলো কাটতেই চায় না। বিরক্তিটা শুধু নিজেকে নিয়ে নয়। বিরক্তিটা সব কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। পনের দিনের মেয়াদ শেষ করতে পারলাম না। এক সপ্তাহ পরেই প্যারী ফিরে আসা ঠিক করলাম। আমি আমার ঠিক আগে আমার মা নিজের জগত থেকে বেরিয়ে এলেন। হয়ত কিছুটা কর্তব্যের খাতিরেই। জিজ্ঞেস করলেন প্যারী আমার ভাল লাগছে কিনা। বললাম প্যারী, পড়াশুনা সবই খুব ভাল লাগছে। এ ছাড়া আমার বেশ কিছু বন্ধুও হয়ে গেছে। বাস, আমার মা এটুকু জেনেই সন্তুষ্ট। মেয়ের প্রতি কর্তব্যটুকু সেরে তিনি আবার নিজের জগতে হারিয়ে গেলেন। আমি মাকে কিছুই বলতে পারলাম না। তাছাড়া বলবই বা কি? আমার মনের পরিণতিটা আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি।

প্যারীতে ফিরে আমার মেসে গিয়ে দেখি বেত্রোঁ আমার জন্য একটা চিঠি রেখে গেছে। লিখেছে আমি যেন ফিরে এসে অবশ্যই ওর সঙ্গে একবার দেখা করি। কাত্রীনকে আমি খুব একটা বিশ্বাস করি না। ও বেত্রোঁকে আমার লুকিয়ে 'কান' যাবার কথা বলে দিয়ে থাকতেই পারে। তাহলে জানি দেখা হলেই বেত্রোঁ আমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চাইবে। তাছাড়া আর কিছু না হোক আমাদের এতদিনকার বন্ধুত্বের খাতিরে বেত্রোঁকে একটা কৈফিয়ত দেওয়াও তো আমার কর্তব্য। ফোন করে ওর সঙ্গে দেখা করার সময় স্থির করলাম। তারপরে ততক্ষণ সময় কাটাতে গেলাম ইউনিভার্সিটির একটা রেস্তোরাঁয়।

কথামত বিকেল ছটায় 'ক্যা স্যাঁ জাক' এর কাফেতে গিয়ে দেখি বেত্রোঁ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সবকিছুই যেন সেই আগের মত। কিন্তু বেত্রোঁ উঠে দাঁড়িয়ে আমার গালে কাষ্ঠভাবে শীতল ঠোঁট ছোঁয়াতেই বুঝলাম যা ঘটে গেছে তাকে আর অন্য রকম করা যায় না। জোর করে কথাকে তরল দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করলাম। যাতে আমার মনের অবস্থা ও বুঝতে না পারে।

—"তোমায় দেখতে আরো সুন্দর হয়েছে।" আমি বললাম। আর মনের

মনে বললাম, "তাতে এখন আমার আর লাভ কি ?"

—"তোমারও", বের্ত্রো ছোট্ট করে বলল। তারপরই, "দোমিনিক,…কাতরীন আমায় সব কথা বলেছে।"

—"সব মানে, কি সব ?" আমার চোখে প্রশ্ন।

—"এই তোমার মিথ্যে বলে সমুদ্রে বেড়াতে যাওয়া। একটু ভেবে দেখতে বুঝলাম তুমি নিশ্চয় ল্যুকের সঙ্গে গিয়েছিলে, তাই না ?"

—"হ্যাঁ" (আমি সচকিত। ভেবেছিলাম, বের্ত্রোঁ হয়ত রেগে যাবে। কিন্তু ওর এই শান্তভাব আশা করি নি।) ওর গলা ঠাণ্ডা। তাতে হয়ত একটু বিষাদের ছোঁয়া।

—"দেখ দোমিনিক, কাউকে আংশিকভাবে পেয়ে আমি সুখী হতে পারি না। আমি তোমায় এখনও ভালবাসি। এতটা ভালবাসি যে এখনও তুমি চাইলে ল্যুকের সঙ্গে তোমার এ কদিনের সম্পর্ক ভুলে যেতে রাজী আছি। তবে এতটা ভালবাসি না যে তুমি না করলে আমি হিংসের জ্বালায় ততটা কষ্ট পাব যেমন এতদিন পেয়ে এসেছি। এখন তুমি বেছে নাও।" বের্ত্রোঁর গলা নিরুত্তাপ। তাতে কোন উত্তেজনা নেই।

—"কি বেছে নেব ?" আমার গলা অসহিষ্ণু। ল্যুক বোধহয় ঠিকই বলেছিল। আমার কাছে বের্ত্রোঁর সমস্যাটা কখনো খুব বড় মনে হয় নি। বা হবেও না।

—"হয় তুমি ল্যুকের সঙ্গে সব সম্পর্ক কেটে দেবে আর আমরা আবার আমাদের আগের সম্পর্কে ফিরে যাব। নয়তো তুমি ল্যুককেই বেছে নেবে আর আমরা কেবল বন্ধুর মত মিশবো। আমার বক্তব্য এই।"

কি বলব ভেবে পেলাম না। বের্ত্রোঁর এই বয়স্ক, গম্ভীর ভাব আমার কাছে নতুন। এরকমভাবে ওকে দেখতে ভালই লাগছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। আমার কাছে বের্ত্রোঁ এখন আর কিছুই নয়। ওকে নিয়ে আমি কিছু ভাবতে পারি না। আমার হাত আলগোছে ওর হাতের উপর রাখলাম।

—"কি করি বের্ত্রোঁ," আমার গলা একটু কাঁপল, "আমি পারব না।" বের্ত্রোঁ কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চল। ওর চোখ দূরে জানালার ওপর।

—"মেনে নিতে একটু কষ্ট হচ্ছে।" যেন অনেক দূর থেকে বলল।

—"তোমায় কষ্ট দিতে কি আমারই ভাল লাগে। আমার কষ্টও কিছু কম হচ্ছে না।"

বেত্রো প্রায় নিজের মনেই বলল,—"না, কষ্ট পেও না। দেখো, ব্যাপারটা খুব শক্ত নয়। একবার মনস্থির করে ফেললেই সহজ হয়ে যাবে।"

হঠাৎ বেত্রোঁ আমার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল।

—"তুমি কি ল্যুককে ভালবাস?"

—"না, না। তুমি বুঝতে পারছ না। আমরা নিজেদের ভালবাসি কিনা সেটা প্রশ্ন নয়। আমি কেবল এইটুকু জানি যে আমরা দুজনে নিজেদের খুব ভাল করে বুঝতে পারি।"

—"দোমিনিক...আর কখনো...কখনো যদি কোন দরকার পড়ে তাহলে জেন আমি আছি।" বেত্রোঁর গলা নীচু। "তুমি দেখো, ল্যুককে তুমি যতটা ভাবছ ও কিন্তু তা নয়। ও চালাক ঠিকই, ওর বুদ্ধি আছে। আর আছে এক নতুন ধরণের আধা বিষন্নতা যা তোমার এত ভাল লাগে। কিন্তু এর বেশী ল্যুকের দেবার মত কি আছে?"

বেত্রোঁর কথায় চোখে ভেসে উঠল ল্যুকের কোমল হাসি।

—"দোমিনিক—বিশ্বাস কর। কখনো যদি তুমি নিজের ভুল বুঝতে পার আমি তোমার কাছেই থাকব।" বেত্রোঁর গলা একটু ভারী। "এতদিন তোমার সঙ্গে দিনগুলো স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটে গেছে। তোমায় ভুলতে আমার সময় লাগবে।"

আমাদের দুজনের চোখের কোনেই জল। বেত্রোঁ হয়ত আশা করেছিল যে আমি ওকেই বেছে নেব। আমিও আমার এতদিনের বন্ধু, সহায়, হারাচ্ছি। কেন হারাচ্ছি তা আমি নিজেই ভাল করে জানিনা। হয়ত এমন করে নিজেকে ল্যুকের সঙ্গে একটা অনিশ্চিত সম্পর্কের মধ্যে জড়িয়ে ফেলা আমার কপালে লেখা ছিল। উঠে পড়ে একটু ঝুঁকে আলতো করে বেত্রোঁর ঠোঁটের কোণে ঠোঁট ছোঁয়ালাম।

—"চলি বেত্রোঁ, পরে দেখা হবে। আর...পারলে আমায় ক্ষমা কোর।"

—"এসো।" বেত্রোঁ মৃদু গলায় বলল।

ভারী পায়ে পারীর রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। পুরোন বছরের রেশ কাটিয়ে একটা নতুন বছর সত্যিই শুরু হয়ে গেছে।

আমার ঘরে ফিরে দেখি কাত্রীন খাটে বসে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। মুখের অভিব্যক্তি কাতর। আমি ঘরে ঢুকতেই ও উঠে পড়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার হাত নিজের গরম মুঠোয় চেপে ধরল। খানিক নিস্পৃহভাবে ওর হাতে চাপ দিলাম।

—"দোমিনিক, আমি তোমার কাছে মাপ চাইতে এসেছি। বেত্রোঁকে সব বলে দেওয়া আমার উচিত হয় নি। উফ্, তুমি কি ভাবছ বলো তো।"

ওর প্রশ্নে বিস্মিত হলাম।

—"কি আবার ভাবব? বেত্রোঁকে কথাটা নিজে আমি বলতে পারলে হয়ত আরেকটু ভাল হত। কিন্তু সে যাকগে। এখন কিছু এসে যায় না।"

—"যাক্ বাঁচালে", কাত্রীন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এবার আরাম করে খাটে বসল। মুখে স্বস্তি আর কৌতূহল।

—"এবার পুরো ব্যাপারটা শোনা যাক্।"

আমি কয়েক পলক হতবাক। তারপর জোরে জোরে হেসে উঠলাম।

—"উঃ! সত্যি কাত্রীন তোমার তুলনা হয় না। এর মধ্যেই বেত্রোঁর চিন্তা মন থেকে সরিয়ে দিয়ে আবার রসালো গল্প শুনতে ইচ্ছে করছে?"

—"উম-ম, আমায় ভুল বুঝো না লক্ষ্মীটি"—কাত্রীন বাচ্চা মেয়ের মত ঠোঁট ফোলাল।

"আমায় সব খুলে বলবে না?"

—"খুলে বলার মত কিছুই নেই—" আমার গলা নিরুত্তাপ, "একজনকে আমার ভাল লাগে। তার সঙ্গে দিন পনের সমুদ্রে বেড়িয়ে এসেছি, বাস, এখানেই কথা শেষ।"

—"ভদ্রলোক বিবাহিত?" কাত্রীন ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করল।

—"যা বলেছি তার বেশী আর কিছু বলতে পারব না। অনেক হয়েছে। এবার আমায় আলমারী গোছাতে হবে।" আমি উঠে পড়লাম। কাত্রীনের গলা এল আমার পেছন থেকে—"আমি ঠিক জানি, সময়ে তুমি আমায় সব বলবেই।"

আলমারী খুলতে খুলতে ভেবে দেখলাম যে শুনতে ভাল না লাগলেও কাত্রীন যা বলছে তাই ঠিক। হয়ত কোনদিন মন খারাপ থাকলে অস্থিরতার ঝোঁকে ওকে সব বলেও ফেলতে পারি।

"আমার খবর শুনবে?" চোখ বড় বড় করে। যেন নতুন কিছু শোনাচ্ছে এমনভাবে কাত্রীন বলল,—"আমি প্রেমে পড়েছি।"

"—এবার কার প্রেমে পড়লে? আগেরবার যার কথা শুনেছিলাম সেই-ই?"

—"অবশ্য তোমার যদি শুনতে ভাল না লাগে···" কিন্তু কাত্রীন থামল না। আমার হঠাৎ বড় বিরক্ত লাগল। কেনই বা আমার এত নির্বোধ বন্ধু হবে? ল্যুক হলে এদের সহ্য করতে পারত না।···কিন্তু ল্যুককেই বা এর সঙ্গে জড়াবার দরকারটা কি? এই জীবনটাতো আমার নিজস্ব।

—"... আর এককথায় আমি ওকে ভালবাসি।" কাত্রীন কথা শেষ করল।

—"আচ্ছা কাত্রীন, তুমি ভালবাসা বলতে কি বোঝ?" আমি কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—"কি করে বোঝাই? ভালবাসা বোধহয় কারুর কথা ভাবা, তার সঙ্গে বেড়ান, আর অন্যদের চেয়ে তাকে বেশী ভাল লাগা। তাই না?"

—"জানি না, হয়ত তাই", আমি বললাম।

আমার আলমারী গোছান শেষ। নিরুৎসাহভাবে কাত্রীনের পাশে খাটে গিয়ে বসলাম। কাত্রীনের গলায় মমতা। —"কি ভাবছ এত, দোমিনিক? চলো, আজ সন্ধ্যেবেলায় আমাদের সঙ্গে বেরোবে এসো। আমার জাঁ-লুইয়ের সঙ্গে বেরোবার কথা আছে। ওর এক বন্ধুও আমাদের সঙ্গে থাকবে। ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান একটু অন্য ধরনের। তোমার মতই সাহিত্য খুব ভালবাসে। দেখো তোমার ভাল লাগবে।"

লুককে কালকের আগে ফোন করা যাবে না। নিজেকে খুব শ্রান্ত লাগছে। জীবনটাকে মনে হচ্ছে একটা ঘূর্ণিঝড়। তার মধ্যে লুকই একমাত্র স্থির খুঁটি যার উপর নির্ভর করা যায়। কেবল ওই আমায় বুঝতে পারে। আমায় নিঃসঙ্গতায় সাহায্য করতে পারে। ওকে আমার প্রয়োজন।

হ্যাঁ, ওকে আমার প্রয়োজন। আমার এ মানসিক অবস্থার জন্য লুকই বোধহয় দায়ী তবু ওকে সেটা জানতে দেওয়া যাবে না। আমাদের মৈত্রী চুক্তি ভাঙা যাবে না।

—"চলো," কাত্রীনকে বললাম। "দেখা যাক কেমন তোমার জাঁ বেরনার আর ওর বন্ধু। আমার আবার বেশী বুদ্ধি পছন্দ নয়। না তাও ঠিক নয়, তবে আমার তাদেরই ভাল লাগে যাদের বুদ্ধিতে একটু বিষন্নতার ছোঁয়া আছে। যারা পালিয়ে বাঁচে তাদের সঙ্গে আমার বনে না।"

—"আঃ, জাঁ বেরনার নয়, জাঁ লুই। তবে তুমি কিসের থেকে পালানোর কথা বলছ?"

—"এর থেকে", বলে আঙুল তুলে দেখালাম ঘরের সরু জানালা, তার ফাঁক দিয়ে দেখা ধূসর আর লাল বিকেল, আর নীচে নেমে আসা আকাশ।

—"তোমার রকম সকম ভাল ঠেকছে না কিন্তু।" কাত্রীনের স্বরে দেখলাম উদ্বিগ্নতা। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় কাত্রীন আমার হাত শক্ত করে ওর মুঠোয় ধরল। রাস্তায় দেখি ও বারে বারে আমার দিকে লক্ষ্য রাখার ভঙ্গিতে তাকাচ্ছে।

কাত্রীনের জাঁ লুইকে সুপুরুষই বলা চলে। যদিও সবার তাকে সুন্দর মনে হবে না। তবে মোটের ওপর ভালই। ওর বন্ধু আল্যাঁর সৌন্দর্য্য আরও অন্য ধরনের। ওর সৌন্দর্য্যে কি একটা বিশেষত্ব আছে। চোখে বুদ্ধির ধার। তবে সে ধার বড় বেশী। বেত্রোঁ এমন ছিল না। কাফের মধ্যেই সবার সামনেই কাত্রীন আর জাঁ লুই একটু স্থূলভাবেই দেখিয়ে ফেলল যে ওরা দুজনে একা হতে চায়। গল্প ও খাবার শেষে আল্যাঁ আমার বাড়ী পৌঁছে দেবে বলে উঠে দাঁড়াল। রাস্তায় আমরা সাহিত্যে স্তঁদালের স্থান আলোচনা করতে করতে এগোলাম। এই বোধহয় প্রথম সাহিত্য নিয়ে আলোচনা আমার মন্দ লাগল না। আল্যাঁ সুন্দরও না আবার কুৎসিতও না। কিছুই না। আসলে ওকে দেখলে প্রথমেই ওর বুদ্ধিটাই চোখে পড়ে। 'ওর সৌন্দর্য্য আছে কি নেই এই চিন্তা আসে না। আল্যাঁ আর দু দিন পরে আমায় 'ওর সঙ্গে ডিনার খেতে বলায় আমি সহজভাবেই সম্মতি দিলাম। তবে সঙ্গে সঙ্গেই ভেবে নিলাম সেদিন ল্যুকের সঙ্গে আমার দেখা করার অবসর হবে কিনা। এখন যে কোন ব্যাপারেই ল্যুকের কথা এসে পড়ে। আমার সব গতিবিধি ল্যুকের ওপর নির্ভর করে। নিজের হয়ে কোন কিছু মনস্থির করতে পারি না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এককথায় আমি এর মধ্যে ল্যুককে ভালবেসে ফেলেছি। প্যারীতে ল্যুকের সঙ্গে প্রথম যে রাত কাটালাম সেইদিনই উপলব্ধিটা বেশী করে হল! আমরা ছিলাম নদীর ধারে একটা হোটেলে। রমণের পর বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে চোখ বুজে ল্যুক আমার সঙ্গে কথা বলছিল। আমি ওর পাশে শুয়ে। ওভাবে শুয়েই ও বলল, "আমায় একটা চুমু দেবে না?" কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া ভাবে উঠে বললাম ওকে চুমু খাবার জন্য ওর টান টান বাদামী মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে থমকে গেলাম। ল্যুককে ছেড়ে আমি বাঁচবো কি করে? আমি জানি একসময়ে ওকে আমায় ভুলে যেতে হবে কিন্তু এখনকার এই মুহূর্তটা যে আমার জীবনের পরম সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তাকে আমি মুছে ফেলব কি করে? ওর ঠোঁটে ঠোঁট মেলানোর এই যে আগের মুহূর্তটি, এই নিঃশ্বাস বন্ধ করা পলকের

প্রতীক্ষা···এ আমি অন্য কোথাও পাব কি করে ? হ্যাঁ, ল্যুককে আমি ভালবেসে ফেলেছি। আস্তে করে একটা হাত বাড়িয়ে ওর কাঁধে রাখলাম। মুখ নীচু করে এক গোঙানির সাথে ওর প্রশস্ত বুকে মুখে লুকোলাম।

—"কি ঘুম পেয়েছে ?" ল্যুক একটু হাসল। পিঠে ল্যুকের হাত। "জান, তোমায় মাঝে মাঝে একটা ছোট পোষা বেড়ালের মত মনে হয়। সহবাসের পরেই তোমার হয় ঘুম পেয়ে যায় নয় তেষ্টা পেয়ে যায়।"

—"ভাবছিলাম যে আপনাকে আমি ভালবাসি।"

—"সে তো আমিও বাসি" আমার পিঠে ওর আঙুল দিয়ে আলতো করে টোকা মারল, "তবে ব্যাপারটা কি ? 'কান' থেকে ফেরার পর তো মাত্র তিনদিনই আমাদের দেখা হয় নি। এর মধ্যে আবার আমায় আপনি-আপনি করতে শুরু করলে কেন ?" ল্যুকের গলায় বিস্ময়।

"কেন, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি।" ইচ্ছে করে গম্ভীর সাজলাম। "আমি আপনাকে শ্রদ্ধাও করি আবার ভালওবাসি।" দুজনেই সশব্দে হেসে উঠলাম।

—"না, কিন্তু ঠিক করে বলো তো ল্যুক, আমি যদি সত্যিই তোমায় ভালবাসতাম তাহলে তুমি কি করতে ?" আমি এমনভাবে বললাম যেন কথাটা হঠাৎই আমার মাথায় এল।

—"সোক, তুমি কি আমায় এমনিতেই সত্যি ভালবাস না ?" চোখ বুজে ল্যুক আলগা গলায় বলল।

—"না, আমি বলতে চাইছি আমার ভালবাসা যদি এমন হয়ে পড়ে যে আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে না পারি ? যদি তোমাকে সবসময়ই আমার কাছে ধরে রাখতে চাই ?"

—"তাহলে আর কি ? একটু মুশকিল হত।"

"আমায় কি বলতে ?"

—"বলতাম···" ল্যুক একটু ভাবল, "বলতাম, দোমিনিক তুমি···তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। এও ভাল যে অন্ততঃ ল্যুক আমায় বলত না "আগেই তোমায় বারণ করেছিলাম।"

—"যাও, তুমি ক্ষমা চাইবার আগেই আমি তোমায় ক্ষমা করে দিচ্ছি," আমি হালকা ভাবে বললাম।

—"আমায় একটা সিগারেট দাও না," ল্যুক অলস গলায় বলল। "তোমার পাশেই রাখা আছে।"

দুজনেই নিঃশব্দে সিগারেট ধরালাম। নিজেকে বললাম এই যে আমি ভাবছি আমি ল্যুককে ভালবাসি—সেটাই তো ভালবাসা।

গত সপ্তাহে এই চিন্তাটাই অস্পষ্টভাবে আমার মনে ঘুরপাক খেয়েছে। ল্যুক আমায় ফোন করেছিল এই বলে, "পনের তারিখ রাতে কি করছ?" ওর কথাটা মাথায় বার বার ফিরে এসেছে। কখনো আমি আনন্দে শিউরে উঠেছি, কখনো ছটফট করে উঠেছি। এখন আমি ওর পাশে। সময় কাটছে ধীরে। কারো চোখে ঘুম নেই।

—"পৌনে পাঁচটা বাজে" ল্যুক হাই তুলে বলল। "বেশ দেরী হল, এবার আমায় যেতে হবে।"

আমি মাথা নাড়লাম।

—"ফ্রাঁসোয়াজ তোমার অপেক্ষায়?"

—"ওকে বলেছি কয়েকজন বেলজিয়ান মক্কেলকে নিয়ে মঁতমাত্রে ক্যাবারে দেখতে যাব। কিন্তু তাও নিশ্চয়ই এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে।"

—"ফ্রাঁসোয়াজ কিছু বলবে না? পাঁচটা প্রায় বাজে। বেলজিয়ানদের সঙ্গে গিয়ে থাকলেও এ বেশ দেরী হয়ে গেছে।"

ল্যুক চোখ বন্ধ রেখেই বলল,—"ফিরে গিয়ে হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলব—'উফ্, এই বেলজিয়ানগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না।' ফ্রাঁসোয়াজ পাশ ফিরে ঘুম-ঘুম গলায় বলবে, 'তোমার একুয়া-সেলজার বাথরুমের তাকে রাখা আছে', বলে আবার চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

—"তা তো জানি। আর কাল সকালে তোমায় বানিয়ে বানিয়ে ক্যাবারে আর তোমার বেলজিয়ান বন্ধুদের গল্প শোনাতে হবে। বলতে হবে..."

—"ছোট্ট করে কিছু একটা বলে দেব তখন। বসে বসে মিথ্যের জাল বোনা আমার পোষায় না, ভালও লাগে না। আর তাছাড়া আমার অত সময়ই বা কোথায়?"

—"তোমার কিসের সময় আছে তাহলে?" আমার প্রশ্ন।

—"কিছুর না। আমার সময় নেই, শক্তি নেই, ইচ্ছেও নেই। যদি যা উচিত তা করার ক্ষমতা থাকত তাহলে হয়ত তোমাকেই ভালবাসতে পারতাম।"

—"তাতে কি বদলাতো?"

—"আমাদের জন্য কিছুই বদলাতো না। যেমন আছি তেমনি থাকতাম। আসলে তাই জন্যই আমি আর ভাবি না। ভাবার চেষ্টাও করি না। ভাবলে হয়ত তোমার কথা ভেবে কষ্ট পেতাম। এখন আমার কোন দুঃখ নেই। নিজের মত করে ভালই আছি।"

ল্যুক কি আমার আগের কথাগুলো ভেবে আমায় সাবধান করে দিচ্ছে? যাতে আমি বেশী চিন্তা করে ওর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে না ফেলি? কিন্তু ল্যুক আমার মাথায় একটা নিষ্ক্রিয় হাত রাখল।

—"দোমিনিক, আমি তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারি। তোমাকে আমার ভাল লাগে। আমি ফ্রাঁসোয়াজকে কোনদিন সামনা সামনি একথা বলতে পারব না যে আমি ওকে সত্যিই ভালবাসি না। আমাদের দুজনের মধ্যে পুরোপুরি সততার ভিত্তি নেই। এমন কোন বন্ধন নেই আমাদের মধ্যে যার জোরে আমরা নিজেদের ভালবাসতে পারি। এর সবকিছুর মূলে বোধহয় জীবন নিয়ে আমার শ্রান্তি, আমাদের একঘেয়েমি। এই বুনিয়াদের ওপরেও কিন্তু খুব সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। নিঃসঙ্গতার আর একঘেয়েমির ভিত্ত বেশ কঠিন কিন্তু নির্ভরযোগ্য।"

মাথা তুলে ল্যুকের কাঁধে রাখলাম।

—"এ সবই..." আপত্তি জানিয়ে বলতে যাচ্ছিলাম 'অর্থহীন' কিন্তু কি ভেবে নিজেকে থামিয়ে নিলাম।

—"এ সবই কি? তোমার বয়স অল্প বলে বুঝতে পারছ না।" ল্যুক ছোট করে হাসল।

—"আমার ছোট্ট বেড়ালটি, তুমি আমার চেয়ে কত ছোট বল তো? মাঝে মাঝে তোমাকে ভীষণ ছোট আর অসহায় মনে হয়। আর তাই বোধহয় তোমাকে আমার এত ভাললাগে। নিজের ওপর বিশ্বাস খুঁজে পাই।

ল্যুক আমায় আমার মেসে পৌঁছে দিল। মনে করিয়ে দিল তার পরের দিন আমার ওর, ফ্রাঁসোয়াজের আর ওদের এক বন্ধুর সঙ্গে খাওয়ার কথা। ল্যুকের গাড়ী থেকে নেমে জানালার পাশে ওকে আলগোছে চুমু খেলাম। ল্যুকের মুখ শ্রান্তিতে বসে গেছে। চোখের কোণে বয়সের কয়েকটি হালকা রেখা। কেন জানি না সেই মুহূর্তের জন্য ল্যুকের ওপর ভীষণ মায়া হল। মনে হল আমি ওকে বড় ভালবাসি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরের দিন ঘুম থেকে ফুরফুরে মন নিয়ে উঠলাম। রাতে ঘুম না হলে আমার বেশী কষ্ট হয় না। আমার নিজের মনে হয় রাতে ঘুম না হওয়া চেহারাই আমায় বেশী মানায়। উঠে জানালার ধারে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরালাম। তারপর আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ার আগে কিছুক্ষণের জন্য আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। আমার চোখের তলে কালির ছোঁয়া। চোখে কি যেন একটা রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। এ মুখ রাস্তায় চলতে চলতে দেখা যে কোন একটি মুখ নয়। একে দেখলে আরেকটু চিনতে, আরেকটু জানতে ইচ্ছে করে। বেশ আত্মতৃপ্তি হল। গায়ে একটা আলোয়ান টেনে নিয়ে ভাবলাম এবার বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। বাড়ীউলিকে ঘর গরম রাখার কিছু বন্দোবস্ত না করতে বললেই নয়।

"এ ঘরে রাত বড় ঠাণ্ডা।" একটু জোরেই বললাম। গলাটা কেমন ভাঙা-ভাঙা আর অদ্ভুত শোনাল।

আয়নায় নিজের চোখে তাকিয়ে বললাম, "দোমিনিক সোনা, তোমার মধ্যে আবেগ বড্ড বেশী। তা নিয়ে কিছু একটা করা দরকার। তোমার হাঁটাচলা, তোমার বই পড়ার ধরন, তোমার বন্ধু, তোমার নামমাত্র পরিশ্রম সব কিছুরই কোন একটা ব্যবস্থা করতে হবে।"

নিজের জন্য নিজেরই দুঃখ সামলাতে পারলাম না। কিন্তু শুধু আবেগই কেন, আমার মধ্যে কৌতুকও তো আছে। এখন তো আমার কোন কষ্ট থাকা উচিত না। আবেগ যদি থাকে সে তো আমারই। আর সে আবেগও তো আমি ফুরিয়ে যেতে দিচ্ছি না—যার জন্য এত আবেগ তার সঙ্গে দেখা হতে তো দেরি নেই। ল্যুক ও ফ্রাঁসোয়াজের বাড়ী গেলাম কিছুটা নিস্পৃহতা আর কিছুটা খুশী নিয়ে। তার কারণও আমার অজানা নয়। একটা চলন্ত বাসে ছুটতে ছুটতে উঠে পড়লাম। কনডাকটার সেই সুযোগ নিয়ে আমার কোমর হাত দিয়ে জড়িয়ে বাসে তুলে নিল। টিকিট কাটার সময় চোখাচোখি হতে আমরা দুজনেই হাসলাম। দুজনের মধ্যে একটা গোপন হাসি যার অর্থ শুধু আমরাই বুঝব। আমি বাসের

ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে —রেলিংএ হেলান দিয়ে। বাস এবড়োখেবড়ো রাস্তায় ফুটপাতের ধার ঘেঁষে ছুটেছে। রাতে ঘুম হয়নি বলে আমার চোখে একটু জ্বালা ভাব। কিন্তু তাও যেন ভাল লাগছে।

ফ্রাঁসোয়াজের বাড়ী পৌঁছে দেখি ওদের সেই বন্ধু ইতিমধ্যে এসে গেছে। ভদ্রলোক লম্বা, ফর্সা ও একটু রুগ্ন। ল্যুক ঘরে অনুপস্থিত। ফ্রাঁসোয়াজ বলল, আগের রাতে কোন বেলজিয়ান মক্কেলদের নিয়ে ল্যুক সারারাত বাইরে কাটিয়েছে। তারপর এত ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরেছে যে সকাল দশটার আগে ঘুম ভেঙে উঠতে পারে নি। এই বেলজিয়ানরা আর ওদের ক্যাবারে প্রীতি বড় বিরক্তিকর নয়? ওরা নাকি জোর করে ল্যুককে ধরে মঁতমার্তে নিয়ে গেছে নাচ দেখাতে। পাশের ভদ্রলোক দেখি সরু চোখে আমায় লক্ষ্য করছে। আমি একটু লাল হলাম।

পর্দা সরিয়ে ল্যুক ঘরে ঢুকল। ওর মুখে সারারাত জাগার ক্লান্তির ছাপ।

—"আরে পিয়েৱ —কখন এলে? কি খবর তোমার?"

—"সেকি আমি আসব তুমি জানতে না?" ভদ্রলোকের স্বর একটু বাঁকা। হয়তো ল্যুক আমায় দেখে অবাক না হয়ে ওকে দেখে অবাক হয়েছে বলে উনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

—"না না তা কেন। জানতাম বই কি।"

ল্যুক শ্রান্ত গলায় বলল। "কোন ড্রিঙ্কস্ নেই এখানে? দোমিনিক তোমার গ্লাসে ওটা কি?"

—"সাদা হুইস্কি" বললাম। "এটাও চিনতে পারছেন না?"

—"কিছুই পারছি না", বলে ল্যুক অবসন্নভাবে একটা সোফায় বসে পড়ল। স্টেশনে সীটে বসে যেভাবে লোক ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করে। ল্যুক চুলে আঙুল চালিয়ে আমাদের দিকে ক্লান্ত চোখে তাকাল। ওর মুখের ভাব ঠিক কোন শিশুর মত। একটু যেন হতভম্ব।

ফ্রাঁসোয়াজ ওকে দেখে হেসে ফেলল। —"বেচারা ল্যুক, তোমাকে দোমিনিকের মতই পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে। আর দোমিনিক এবার তোমারও একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। ভাবছি বের্ত্রোঁকে বলব..."

ফ্রাঁসোয়াজ বলে চলল ও বের্ত্রোঁকে কি বলবে। আমি ল্যুকের দিকে তাকালামনা। ফ্রাঁসোয়াজের সামনে আমরা সব সময় সাবধান থাকি। কোন উপায়ে কোন ছোট্ট ভুলেও যেন আমরা ধরা না পড়ে যাই। ফ্রাঁসোয়াজকে নিয়ে

আমাদের মধ্যে প্রায়ই আলোচনা হয়। একমত না হলেও আমাদের দুজনের কাছেই ও বড় আদরের। দুজনেই ওর কথা ভেবে কাতর হই।

—"এই ধরনের উল্লাসে কি আনন্দ পাও" পিয়ের ঠাণ্ডা গলায় বলল, হঠাৎ বুঝতে পারলাম ও আমাদের 'কান' এর ব্যাপারটা জানে। তাই বোধ হয় এতক্ষণ ও আমাদের বাঁকা চোখে দেখছিল। ওর এবারের কথাটায় কিসের যেন পরোক্ষ ইঙ্গিত পেলাম। মনে পড়ে গেল ওর সঙ্গে আমাদের 'কান' এ দেখা হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোকের চেহারা আমার ঠিক মনে ছিলনা। তাই ওকে এখানে দেখে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারিনি। 'কান' এ ল্যুক আমায় বলেছিল যে পিয়ের ফ্রাঁসোয়াজের প্রতি অনুরক্ত। তাহলে আমার ও ল্যুকের সম্পর্কের কথা আঁচ করে ও নিশ্চয়ই প্রথমে রুষ্ট হয়েছে। তারপর হয়তো ফ্রাঁসোয়াজের প্রতি সহানুভূতির বশেই ওকে সব কথা বলে দিয়েছে। পিয়ের হয়তো কাত্রানের মতই বন্ধুদের কাছে লুকোছাপায় বিশ্বাস করেনা। আর ফ্রাঁসোয়াজ যদি পিয়েরের কথায় বিশ্বাস করে, আমায় সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে, তখন আমি কি করব?

—"এবার খেতে যাবেনা?" ফ্রাঁসোয়াজ বলে উঠল। "আমার তো ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে।"

কাছেই একটা রেস্তোরাঁর দিকে হাঁটতে হাঁটতে এগোলাম। আমার হাত ফ্রাঁসোয়াজের হাতে। পুরুষরা আমাদের পিছনে।

—"বছরের এসময়টা আমার খুব সুন্দর লাগে" ফ্রাঁসোয়াজ বলল। কেন জানিনা, কথাটায় "কান" এর একটা স্মৃতি ভেসে উঠল। হোটেলের জানলায় দাঁড়িয়ে ল্যুক বলছে "স্নান করে নিয়ে এক গেলাস 'স্কচে' চুমুক দাও। তারপর দেখো ভাল লাগবে।" 'কান' এ সেই আমাদের প্রথম দিন। আমি ছিলাম একটু অস্থির। ভাবছিলাম সামনের লম্বা পনেরো দিন, পনেরো রাত ল্যুকের সঙ্গে কাটাতে হবে। আমার অনভিজ্ঞ মন কিসের শঙ্কায় যেন স্থির হতে পারছিলনা। আর এখন মাথা কুটে ফেললেও ল্যুকের সঙ্গে সেই সময় আর ফিরে আসবেনা। তখন যদি জানতাম…যদি জানতাম! কিন্তু এখন আর ভেবে কি হবে। প্রুস্ত একবার বলেছিলেন "সুখকে তুমি ইচ্ছেমত পেলেও সুখেই যে তোমার ইচ্ছা জাগবে তার কোন মানে নেই।" 'কান' এ যাবার আগেও ল্যুককে আমি চেয়েছি। ভীষণ ভাবেই চেয়েছি। কিন্তু যে মুহূর্তে দেখলাম সেই রাত এসে গেছে তখন নিজের মধ্যে কেমন ভয় হল। ল্যুককে পেয়ে যেমনটি হবে ভেবেছিলাম

তার কিছুই হলনা। হয়তো চাওয়া জিনিষ আমি না পেয়েই এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে কখনও তা পেয়ে গেলেও মনে বড় অস্বস্তি লাগে। ফ্রাঁসোয়াজের পাশে পারীর রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ইচ্ছে হোল আমার জীবনের যত না পাওয়ার ফাঁক আছে তা ভরিয়ে তুলি। আর এখানেই সবকিছুর শেষ হয়ে যাক।

—"ফ্রাঁসোয়াজ শোন।" পিয়ের পেছন থেকে ডাকল। আমরা থেমে গেলাম। ল্যুক ও পিয়ের এসে পৌঁছতে আমরা সঙ্গী বদলালাম। এবার আমি ও ল্যুক হাঁটছি পাশাপাশি। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় আমাদের সামনের রাস্তায় রঙ লেগেছে। ল্যুক ও আমি একসঙ্গে নিশ্চয়ই এককথাই ভেবেছি। কারণ ও আমার দিকে একবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো।

বললাম, "হাঁ"।

নিজের ভঙ্গিতে ল্যুক আলগাভাবে কাঁধ ঝাঁকালো। মুহূর্তের জন্য ওকে বড় আকর্ষণীয় লাগল।

পকেট থেকে বার করে ল্যুক একটা সিগারেট ধরালো। আমাকেও দিল। ও যখনই কিছু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, সিগারেট না ধরিয়ে থাকতে পারে না।

—"পিয়ের সব জানে···" ল্যুক ধোঁয়া ছেড়ে নীচু গলায় বলল। কথাটা শুনে মনে হল না তাতে ও খুব একটা চিন্তিত।

—"তাহলে কি হবে?"

—"ফ্রাঁসোয়াজকে সব বলে সহানুভূতি জানাবার ইচ্ছে ও বোধহয় সামলাতে পারবে না।"

ওর শান্ত ভাব দেখে অবাক হলাম।

—"তবে ব্যাপারটা খুব সুবিধের হবে না।" ল্যুক বলল।

—"ও ফ্রাঁসোয়াজকে কথাটা বললে······বুঝতে পারছ?"

বললাম—"পারছি।"

ল্যুক বলল,

—"ফ্রাঁসোয়াজ শুনে কষ্ট পাবে। আরও খারাপ লাগছে ভেবে যে তোমার জন্যই···"

আমি কিছু বললাম না।

—"ফ্রাঁসোয়াজ যদি তোমার সম্পর্কেও একটা বাজে ধারণা তৈরী করে নেয় তাহলে আমার খারাপ লাগবে। ফ্রাঁসোয়াজ কিন্তু চাইলে তোমার বন্ধু হতে পারে। আর ওর বন্ধুত্বে নির্ভর করা যায়।"

—"আমার কোন বন্ধুই নেই" উদাস ভাবে বললাম। —"আমি কারুর ওপরেই নির্ভর করতে পারি না।"

—"মন খারাপ ?" বলে ল্যুক আমার হাত নিজের হাতে তুলে নিল।

কিছুক্ষণের জন্য আমার ভেতরে ভয়ের ঢেউ। আমাদের পিছনেই পিয়ের ও ফ্রাঁসোয়াজ হাঁটছে। তারপরেই সব শান্ত। বুঝলাম ফ্রাঁসোয়াজের সামনেই আমার হাত ধরে ল্যুক কোন ঝুঁকি নেয়নি। আমাদের দেখে ফ্রাঁসোয়াজ বড়জোর ভাবতে পারে ল্যুক ক্লান্ত বলে আমার হাত ধরেছে। তাছাড়া ল্যুকের মনে পাপ থাকলে সবার সামনে আমার হাত এত স্বাভাবিকভাবে তুলে নিতে পারত না। না, ল্যুক আমার জন্য কোন বড় ঝুঁকি নেয়নি। কখনও নেবেও না। ও আমায় এত ভালবাসেনা যে আমার জন্য সবরকম ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকবে। ওর হাতটা শক্ত করে ধরলাম। এই তো ল্যুক, আমার পাশেই।

—"না মন খারাপ হবে কেন ?" উত্তর দিলাম, "কিছু হয়নি আমার।"

মিথ্যে বললাম। ওকে হয়ত বলতে পারতাম যে আমি মিথ্যে বলছি, বলতে পারতাম যে সত্য এই যে ওকে আমি ভালবাসি। ওকে আমার প্রয়োজন, কিন্তু ও আমার পাশে এলেই কিসে যেন বেধে যায়। ওকে কিছুই বলতে পারি না। সবকিছুই কেমন অবাস্তব বলে মনে হয়। সত্যিই তো ওর সঙ্গে মাত্র পনের দিনের সুখ ছাড়া আর কি বা ঘটেছে ? বাকি যা থাকে তা সবই তো আমার কল্পনা ও অনুতাপ। তাতে এত ভেঙে পড়ার কি আছে ? তাছাড়া এ বেদনাও তো ভালবাসারই একটা অঙ্গ। তার সঙ্গে যুঝবার শক্তিও আমার আছে। হালকা নিরুদ্বেগ প্রেমের চেয়ে এই ভাল।

রেস্তোরাঁয় খেতে বসে ল্যুকের দিকে অস্থির চোখে তাকালাম। ওর মাথা নীচু করে টেবিলে বসা, সুন্দর, ধারালো চেহারা ক্লান্তিতে ঈষৎ মলিন। ওকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবলেই যন্ত্রণা হয়। সামনের শীতে কি-কি করব বসে বসে মনে মনে ভাবলাম। খাওয়ার পর বাড়ী ফেরার আগে ল্যুক আমায় টেলিফোন করবে বলে কথা দিল। ফ্রাঁসোয়াজও বলল ও আমায় ফোনে যোগাযোগ করবে—কার সঙ্গে যেন আমায় আলাপ করিয়ে দেবে বলে।

কিন্তু পরের কদিন ওদের দুজনের কেউই আমায় ফোন করল না। এমনি করে দশ দিন কেটে গেল। আমি ল্যুকের ফোনের অপেক্ষায়। শেষে বহু প্রতীক্ষিত ফোনটা এল। লাইনের ওপার থেকে ল্যুকের গলা ভেসে এল—নীচু, আর একটু নরম। বলল ফ্রাঁসোয়াজ সব জেনে গেছে। রিসিভার ধরা

আমার হাতটা শিথিল হয়ে এল। ল্যুক বলল দু একদিনের মধ্যে ও আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না। কাজের চাপ অনেক বেড়ে আছে। তবু একটু অবসর পেলেই ও দেখা করার চেষ্টা করবে। আমি ঘরে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে। একটু পরেই আমার আলঁ্যার সঙ্গে বাইরে ডিনার খেতে যাবার কথা। কিন্তু এখন…… এখন আমি কি করি ?

পরের দুই সপ্তাহে ল্যুকের সঙ্গে কেবল দুবার দেখা হল। একবার "কে ভোলতেয়ারে" নদীর ধারে একটা বারে। আর একবার একটা হোটেলের ঘরে। কিন্তু দুজনেরই কথা ফুরিয়ে গেছে। সব কিছুই পোড়া ছাইয়ের মত বিস্বাদ হয়ে গেছে। আমি এটুকু বুঝতে পেরেছি যে এ ভূমিকা আমায় মানায় না। বিবাহিত পুরুষের রক্ষিতা হওয়া আমার ধাতে সয় না। কেবল ওর সঙ্গসুখের জন্যই ওকে আমার ভাললাগে না। আমি ওকে ভালবাসি। এখন ওর কথা ভাবতে গেলেই কষ্ট হয়। আমি একবার হাসতে চেষ্টা করলাম। ল্যুক প্রত্যুত্তরে হাসল না। ওর কথাগুলো আমার কানে আসছে যেন বহু দূর থেকে… ফ্রাঁসোয়াজকে আমরা অনেক কষ্ট দিয়েছি।

ল্যুক জিজ্ঞেস করল আমি একদিন কি করে সময় কাটিয়েছি। বললাম—কাজ করেছি, বই পড়েছি। কিন্তু আমি প্রত্যেকবারই কোন বই হাতে তুলে নিয়েছি এই ভেবে যে পরে ল্যুকের সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। সিনেমাও গিয়েছি এই ভেবে যে ল্যুক কখনও এই পরিচালকের কথা আমায় বলেছিল। এখন আমাদের মধ্যে এরকম কোন বন্ধন খুঁজছি যাতে আমাদের সম্পর্কের সব স্মৃতি বাঁধা পড়ে। কিন্তু ফ্রাঁসোয়াজের কথা ভাবতে গেলেই মনের কাঁটাটা খচ্ খচ্ করে ওঠে। ল্যুককে আমি এখন আমাদের পুরোন কথা মনে করাতে গিয়েও থেমে যাই। ওকে বলে উঠতে পারি না যে রাস্তায় ওর মতো কোন গাড়ী দেখলেই আমার বুক কেঁপে ওঠে। বারবার ওর সঙ্গে কথা বলব বলে টেলিফোনের কাছে গিয়েও শেষ মুহূর্তে ফিরে আসি। প্রত্যহ বাড়ী ফিরেই বাড়ীউলিকে জিজ্ঞেস করি আমার কোন ফোন এসেছিল কিনা! আমার প্রতিটি কাজে প্রতিটি গতিবিধিতে ল্যুকের ছায়া। আমার মনে সব সময়ই ল্যুকের মুখ, ওর হাসি, ওর ঘাড় হেলান, ওর মৃদুস্বর, কথা বলা…। আমি আস্তে আস্তে রোগা হয়ে যাচ্ছি।

আলঁ্যার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ইতিমধ্যে নিবিড় হয়েছে। একদিন ওকে ল্যুকের সব কথা খুলে বললাম। আমরা আবেগের কথা আলোচনা করতে করতে রাস্তায় হাঁটছিলাম। যেন আমার মনের কথা না বলে কোন বই এর চরিত্রের কথা

বলছি। এই নিস্পৃহতার সাহায্যে আমি আর্ন্যার কাছে আমার সব কথা উজাড় করে দিলাম।

—"তুমি তো জানই যে এই সম্পর্কটা তোমার চিরদিন থাকবে না।" আর্ন্যা বলল। আর ছমাসেই হোক কি এক বছরেই হোক তুমি এসব ভুলে যাবে।

—"কিন্তু আমি তো তা চাই না।" আমি অধৈর্য্যভাবে বললাম। "আমি কেবল নিজেকেই বাঁচিয়ে রাখতে চাইছি না, আমি আমাদের একসাথে কাটানো মুহূর্তগুলোর কথা ভাবছি। 'কান', আমাদের দুজনের হাসি, আমাদের আঁতাত।"

—"তাহলেও তোমাকে তো মেনে নিতে হবেই যে একদিন তোমার কাছে এসবের কোন মূল্য থাকবে না।"

—"জানি। কিন্তু সেতো পরের কথা। এখন...এখন আমি ল্যুক ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছি না।"

আর্ন্যা আমায় সন্ধ্যেবেলা আমার মেসে পৌছে দিল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমার হাতে একটু উষ্ণ চাপ দিয়ে হাত তুলে বিদায় নিল। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় বাড়ীউলিকে জিজ্ঞেস করলাম মঁসিয়ে ল্যুকের কোন ফোন এসেছিল কিনা। ভদ্রমহিলা একটু হেসে বললেন আসেনি। ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে আবার চোখ বুজে 'কান' এর কথা মনে করবার চেষ্টা করলাম।

ল্যুক আমায় ভালবাসে না। কথাটা ভাবতে গিয়ে নতুন করে ব্যথা পেলাম। যেন নিজেকে কথাটা ভালভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্যই বললাম "ল্যুক আমায় ভালবাসে না।" এখন থেকে ব্যথাটার সঙ্গে নিজেকে সইয়ে নেওয়াই উচিত। তবু কিসের যেন অভাব থেকে যায়। প্রাত্যহিক একঘেয়েমি, বৃষ্টিতে আমার নিঃসঙ্গতা, সকালের অবসাদ, রোজকার ক্লাস, বন্ধুদের সঙ্গে একঘেয়ে গল্প,—এদের মধ্যে আমি বন্দী হয়ে আছি। সবার মধ্যে থেকেও আমি ভীষণ একা। ভালবাসা বড় জ্বালা। চেষ্টা করি নিজের এই আবেগকে উপহাসের চোখে দেখতে যাতে আমার কষ্ট একটু কম মনে হয়। কিন্তু কৌতুকেও আমার কষ্ট কিছু কমে না।

যার আশঙ্কায় এতদিন থেকেছি তা শেষে সত্যিই হোল। শহরের বাইরে বনের ধারে আমরা ল্যুকের গাড়ীতে বেড়াচ্ছিলাম। ল্যুক বলল ওকে মাস খানেকের জন্য আমেরিকা যেতে হবে। প্রথমে একটু অন্যমনস্কভাবে বললাম "বাঃ বেশ মজা তোমার" তারপরেই কথাটার অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হল। হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালাম।

—"আমি ফিরতে ফিরতে তুমি আমায় ভুলে যাবে।" ল্যুক বলল।

—"কেন?"

—"দোমিনিক সোনা আমার…এবার ভুলে যাওয়াই ভাল নয়?" ল্যুক গাড়ী থামাল। আমার চোখ ল্যুকের ওপর। ওর মুখে বিষাদ। চোখে সমবেদনা। ল্যুক জানে। ও সব জানে। ও কেবল আমার জীবন তছনছ করে দিতে আসেনি। আমায় বুঝতে পেরে ও আমার বন্ধুও হয়ে উঠেছে। সহসা গাড়ীর সীটে ওর দিকে সরে গিয়ে ল্যুকের বুকে মুখ রাখলাম। ওর গালে গাল ঠেকিয়ে রাস্তায় গাছের ছায়া দেখলাম। হঠাৎ শুনলাম আমার তীব্র আর্দ্র গলা ল্যুককে বলছে যা আমি কখনও ভাবিনি বলতে পারব।

—"ল্যুক আমি পারব না…এ হয় না। তুমি আমায় ছেড়ে যেও না। আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না। তুমি জাননা আমি কত একা। কী ভীষণ একা। আমায় এমন করে কষ্ট দিও না।"

আমি যেন দূর থেকে শুনছি অন্য কোন দোমিনিক ল্যুকের কাছে ভিক্ষা চাইছে। হয়তো এই আশায় কথাগুলো বলছি যে ল্যুক আমা[illegible] আশ্বাসের হাত রেখে বলবে "দোমিনিক এমন কোরনা। শান্ত হও নিজেকে সামলাও।" কিন্তু ল্যুক আমার কথায় বাধা দিল না। আমিও নিজের আবেগের স্রোতে ভেসে গেলাম।

শেষে যেন আমায় থামাবার জন্যই ল্যুক আমার এক কাঁধে হাত রেখে আমার চিবুক তুলে ধরে আমার ঠোঁটে আলতো করে চুমু খেল।

—দোমিনিক…মনি আমার…এরকম করে না।"

ল্যুকের গলা বিব্রত। আমার চোখের জলে ওর সার্ট ভিজে গেল। সময় কেটে যাচ্ছে। একটু পরেই ও আমায় বাড়ী পৌঁছে দেবে। এরপর কিছুদিন পরে ও আর এখানে থাকবে না। আমার ভেতরে কে যেন প্রতিবাদ করে উঠল।

না না, এ হতে পারে না। আমি ফিস্ ফিস্ করে বললাম। আমার হাত ল্যুকের পিঠে। নিজেকে ওর শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইছি। যাতে আমাদের দুজনের মধ্যে কোনরকম দূরত্ব না থাকে।

—"আমি তোমায় ফোন করব। ল্যুক বলল। "আমেরিকা যাবার আগে নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে দেখা হবে, আর দোমিনিক তুমি…তুমি আমায় ক্ষমা কোর। তোমার কাছ থেকে আমি যা সুখ পেয়েছি তা কোনদিনও ভুলব না।

আর তুমি চেষ্টা কোর আমায় ভুলে যেতে। দেখো, তোমা খুব কঠিন ব্যাপার নয়।" আমি যদি পারতাম আমি নিশ্চয়ই তোমায়···

হাত তুলে ল্যুক একটা অসহায় ভঙ্গী করল।

—"নিশ্চয়ই আমায় ভালবাসতে ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—"হ্যাঁ"।

এক আঙুল বাড়িয়ে ল্যুকের গালে ছোঁয়ালাম। আমার চোখের জলে ওর গাল ভেজা, একটু উষ্ণ। ল্যুকের সঙ্গে একমাস আমার আর দেখা হবে না। আমি জানি ও আর আমায় ভালবাসে না। মনের মধ্যে বার বার কথাগুলো ঘুরে ফিরে আসছে। আর প্রতিবারেই যেন তাদের নতুন করে জানছি। ল্যুক আমায় বাড়ী পৌঁছে দিল। আমার চোখের জল ততক্ষণে শুকিয়ে গেছে। আমি শুধু ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছি। তারপর দুদিনই ল্যুক আমার সাথে ফোনে কথা বলল। ল্যুক যেদিন যাবে সেদিন আমার বেশ জ্বর। ও আমায় কিছুক্ষণের জন্য দেখতে এল। ল্যুক যখন বেরিয়ে যাবে তখন দেখি আঁল্যা আসছে। একটু থমকে ল্যুক নীচু হয়ে আমার গালে ঠোঁট ছোঁয়াল। বলে গেল ও আমায় চিঠি দেবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এখন রাত্তে মাঝেমাঝেই ঘুম ভেঙে যায়। উঠে দেখি ঠোঁট গলা সব শুকিয়ে গেছে। চেষ্টা করি আবার ঘুমিয়ে পড়তে। অচেতন ঘুমে কিছুরই খেয়াল থাকে না। তারপর মনে হয় একবার উঠে গিয়ে একটু জল খেলেই তেষ্টা মিটে যাবে। আবার সহজেই ঘুমিয়ে পড়তে পারব। আবছা আলোয় বেসিনের ওপরের আয়নায় নিজেকে দেখি। ঠাণ্ডা জলে শুকনো গলা ভিজিয়ে নিজের চোখে চোখ রাখি। চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা হয়ে আসে। ভারী পায়ে নিজের ঠাণ্ডা বিছানায় যাই। উপুড় হয়ে হাতের ওপর মাথা রেখে নিজেকে বিছানায় মিশিয়ে ফেলি। যেন এভাবে ল্যুকের ভালবাসাকে আমার চাদর ও ত্বকের মাঝে বন্দী করে ফেলতে চাইছি। তারপরে আমার স্মৃতি ও কল্পনার সংঘর্ষ। স্মৃতি

নিয়ে আসে ল্যুকের মুখ, 'কান'কে, আর যা হয়ে গেছে তাকে। কল্পনায় দেখি কি হতে পারত। শুয়ে শুয়ে প্রহর গুনি। নিজেকে বলি আমি দোমিনিক। আমি ল্যুককে ভালবাসি। তবে ল্যুক আমায় ভালবাসে না। অসার্থক ভালবাসায় দুঃখ তো থাকবেই। অনেকবার ভাবি ল্যুককে একটা সুন্দর চিঠি লিখে বলব আমাদের সম্পর্ক শেষ করে নিতে কিন্তু চিঠির কথা ভাবাই সার হয়। ওর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়ার কথা ভাবলেই আবার সেই আগের যন্ত্রণা জেগে ওঠে।

এখন অন্যকিছুতে আমার আগ্রহ জাগানোর দরকার। কদিন ধরে ল্যুকের কথা বড় বেশী ভাবছি। কিন্তু আগ্রহ কিসে নেব? নিজের প্রতি আগ্রহও ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছি। এক ল্যুকের সম্পর্কে নিজের কথা ভাবলেই নিজের প্রতি আগ্রহ আসে।

এখন আমার আগ্রহ কিসে আসবে। কাত্রীন আর্ল্যা. পার্টীর রাস্তা। পার্টিতে সেই যুবকটী যে আমায় অন্ধকারে একা পেয়ে চুম্বন করেছিল ওকে আবার দেখার ইচ্ছেও আর জাগে নি। বৃষ্টির ছাট, সোরবোন, রাস্তার ধারে কাফে। আমেরিকা থেকে ল্যুকের পাঠানো রঙীন পোষ্টকার্ড। আমেরিকায় আমার বিতৃষ্ণা এসে গেছে। নিত্যকার একঘেয়েমি। এর কি কোন শেষ নেই? এক মাসের ওপর হয়ে গেল ল্যুক চলে গেছে। তারপরে আমায় কেবল একটা ছোট সুন্দর চিঠি লিখেছে।

আমার এই আবেগ বোধহয় একমাত্র আমার বুদ্ধিই রোধ করতে পারে। নিজেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে, ন্যাকা ন্যাকা মনে করে নিজেকে উপহাস করতে পারলেই হয়তো কিছুটা সামলে উঠতে পারব। নিজের মনকে জোর করে ল্যুকের ভাবনা থেকে সরিয়ে এনে রোজকার খুঁটিনাটি ব্যাপারে জড়িয়ে ফেলতে চাইলাম। অবশ্য তাতে রাতের অনিদ্রা, চিন্তার জাল মুছে ফেলতে পারলাম না। তবে দিনগুলো দ্রুতভাবে কেটে যেতে লাগল। ইউনিভার্সিটির পড়ায়, হাল্কা গল্পে। তবু কখনও কখনও নিজের ভেতরের অস্থিরতাকে রুখতে পারি না। রাস্তায় চলতে চলতে থেমে যাই ল্যুকের কথা ভেবে। নিজের ওপর এক ধরণের রাগ ফুলে ফেঁপে ওঠে। একটা কাফেতে ফিরে যাই। জিউকবক্সে কুড়ি ফ্রাঁ ফেলে 'কান'এ শোনা সেই রেকর্ড বাজাই। আমার সঙ্গে শুনে শুনে রেকর্ডটার প্রতি আর্ল্যার বিতৃষ্ণা এসে গেছে। কিন্তু আমি বারবার শুনেও ক্লান্ত হই না। গানের প্রতিটী সুর 'কান' এর শোবার ঘরে মাইমোসার গন্ধ আমার নাকে নিয়ে আসে। আমার চোখের পাতা ভেজা ভেজা লাগে।

—"এ রকম করে না লক্ষীসোনা" আল্যাঁর গলা শুনতে পাই।

আমার লক্ষীসোনা বলাটা আমার বিশেষ পছন্দ না হলেও আল্যাঁর কণ্ঠে আশ্বাস খুঁজে পাই।

—"তুমি বড় ভালো আল্যাঁ।" আমি বলি।

—"ভালর কি আছে? আমার থিসিস ভাবছি আবেগের মনস্তত্ত্বের ওপর করব। তাই তোমার ব্যাপারটাতে আমার নিজস্ব আগ্রহও কম নয়।"

কিন্তু গানটা আমার কাছে একটা বড় সত্য প্রমাণ করে দিল। প্রমাণ করে দিল ল্যুককে আমার কতটা প্রয়োজন। আমার যে ওকে শুধু আমার প্রণয়ী হিসেবে প্রয়োজন তা নয়। সে আমার বন্ধুও। আমার আবেগ কিভাবে যেন আমার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝে মাঝে ব্যাপারটা ল্যুকের দিক থেকে ভেবে দেখারও চেষ্টা করি। ভাবি—বেচারা ল্যুক তোমায় আমি কত জ্বালিয়েছি। তবু নিজে মনকে সেই হালকা ছাঁচে বেঁধে দিতে পারিনা। আমি কোন শত্রুর থেকে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছি না। ল্যুক তো আমার কোন ক্ষতি করেনি। আমি ওকে এড়িয়ে যাব কেন?

একদিন বেলা দুটো নাগাদ ক্লাসে যাব বলে বেরোচ্ছি—আমার বাড়ীউলি আমায় ফোনে ডাকলেন। ল্যুক চলে যাবার পর থেকে টেলিফোন হাতে তুলে নেবার সময় আমার বুক কেঁপে ওঠে না। ফোনে গলাটা সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলাম।

—"দোমিনিক?" নীচু গলায় ফ্রাঁসোয়াজ একটু ইতস্ততঃ করে বলল।

—"বলছি"। কিছুক্ষণের জন্য সব কিছু নিশ্চল, নিস্তব্ধ।

—"দোমিনিক, আমার তোমায় আগেই ফোন করা উচিত ছিল। যাইহোক এখন আমার সঙ্গে একটু দেখা করবে?"

—"কেন করব না?"

খুব স্বাভাবিক গলায় বলতে চেষ্টা করলাম।

—"তাহলে আজ সন্ধ্যায় ছটা নাগাদ চলে এস।"

—"আচ্ছা আসব।"

ফ্রাঁসোয়াজ ফোন রেখে দিল।

এতদিন পর ফ্রাঁসোয়াজের গলা শুনে ভাল লাগছে। কিন্তু অস্বস্তিও কম নয়। এতদিন যেন আমি ঘুমের ঘোরে ছিলাম। ফ্রাঁসোয়াজের গলায় আমার চেতনা ফিরে এল। আমার চারপাশে সবকিছু আবার নতুন আগ্রহ নিয়ে দেখলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমি আর সেদিন ক্লাসে গেলাম না। উদ্দেশ্যহীন ভাবে খানিক রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। মাথায় সেই একই চিন্তা-দেখা—হলে ফ্রাঁসোয়াজ আমায় কি বলবে? হয়তো আমার জন্যই এত কষ্ট পেয়েছে বলে আর একবারের মত ও আমায় দেখতে চায়। বিকেল ছটা নাগাদ আকাশে মেঘ করে এল। অল্প বৃষ্টির ছাটে রাস্তা ভিজে পিছল হয়ে উঠল। রাস্তার আলোয় পথে জলের ফোঁটা চিকচিক করছে শীল মাছের পিছল পিঠের মত। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে তীক্ষ্ণভাবে পরীক্ষা করলাম। এ ক'দিনে বেশ রোগা হয়ে গেছি। হয়ত এই আশায় রোগা হয়েছি যে কোন শক্ত অসুখে পড়ে গেলে ল্যুক আমায় দেখার জন্য আমার বিছানার পাশে ছুটে আসবে। বৃষ্টিতে আমার চুল ভিজে দড়ির মত মাথা থেকে ঝুলছে। চেহারা ঈষৎ উদভ্রান্ত। আমায় দেখে ফ্রাঁসোয়াজের নিশ্চয়ই মায়া হবে। হয়তো এখনও ফ্রাঁসোয়াজের মায়া জাগিয়ে আমি ওর চোখে ধুলো দিয়ে ল্যুকের কাছে থাকতে পারি। কিন্তু কেন? তাই বা করব কেন? আগে হলে হয়তো করতাম। কিন্তু এখন আমি আর নিজের উৎসাহে কষ্ট বরণ করে নেব না। ভালবাসা আমায় কেবল কষ্টই দিয়েছে।

ফ্রাঁসোয়াজ দরজা খুলে সরে দাঁড়াল। ওর ঠোঁটে লেগে থাকা একটু হাসি কিন্তু চোখে প্রাঞ্জল অস্বস্তি। আমার বর্ষাতিটা খুলে হলের পাশে টাঙিয়ে রাখলাম।

—"ভাল আছ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—"হ্যাঁ, ভালই আছি। বোস্…মানে বোস।

ভুলেই গিয়েছিলাম ও আমার মাঝে তুই তোকারি করত। আমি একটা সোফায় বসলাম। ফ্রাঁসোয়াজ একটু বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। বুঝলাম, আমার এত ভেঙে যাওয়া চেহারা দেখবে আশা করে নি।

—একটু ড্রিংকস্ দিই ?

—মন্দ হয় না।

ও উঠে আমায় হুইস্কি এনে দিল। বহুদিন পরে এখানে আবার হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিলাম। আবার সব কিছু মনে পড়ে গেল—আমার অন্ধকার ঘর, ইউনিভার্সিটির রেস্তোরাঁ…ওরা আমায় যে লাল কোটটা ভালবেসে উপহার দিয়েছিল…মনে হল যা বলতে হবেই তা যত তাড়াতাড়ি বলে ফেলা যায়, ততই ভাল।

—"এবার বল" আমি বললাম।

চোখ তুলে ফ্রাঁসোয়াজের দিকে তাকালাম। ও আমার সামনে ডিভানের ওপর নিঃশব্দে বসে আমায় দেখছে। এখনও সময় আছে, ভাবলাম। এখনও সময় আছে যে কোন গল্পে পরিবেশটা হাল্কা করে দিতে। আমি ইচ্ছে করলেই হয়তো তা পারতাম। কিন্তু আমিও চুপ করেই রইলাম। এই মুহূর্তটাকে নিয়ে আমার কিছু করার অধিকার নেই। যা হবার তা আপনা আপনিই হবে।

—"তোমাকে আমার আগেই ফোন করা উচিত ছিল। ল্যুকও তাই করতে বলেছিল। তার ওপর তুমি পারীতে একলা আছো ভেবেও খারাপ লাগছিল। কিন্তু…"

—"আমারও তো তোমায় ফোন করা উচিত ছিল ফ্রাঁসোয়াজ" আমি বললাম।

—"কেন ?"

বলতে যাচ্ছিলাম "তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে" কিন্তু বলতে গিয়ে দেখলাম কথাটা বোধহয় সত্যি নয়। সত্যিই বললাম :

—"কারণ আমার তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল। নিজেকে ভীষণ একা একা লাগছিল। আর ভেবে কষ্ট পাচ্ছিলাম তুমি কি ভাবছ…

আমার অভিব্যক্তিতে অসহায়তা।

—"তোমার চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে" ফ্রাঁসোয়াজ আস্তে করে বলল।

—"জানি" আমার গলায় একটু ঝাঁঝ। "আর তুমিই একমাত্র লোক যার কাছে এলে আমি একটু যত্ন পেতাম, স্নেহ পেতাম, ভালবাসা পেতাম। তুমিই একমাত্র আমায় আশ্বাস দিতে পারতে আর তুমিই কেবল তা পার নি।"

অজান্তেই আমার গলা উঁচুতে উঠে গেছে। দেখি আমার হাতে হুইস্কির গেলাস কাঁপছে। ফ্রাঁসোয়াজের চোখ থেকে চোখ সরাতে বাধ্য হলাম।

—"মাফ কর—এত কথা বলা হয়তো আমার উচিত হয় নি।" ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে বললাম। উঠে আমার হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে ফ্রাঁসোয়াজ পাশের টেবিলে রেখে দিল। আবার সোফায় এসে বলল।

—"দোমিনিক…আমার…আমার ভয়ানক হিংসে হয়েছিল।"

আমি স্তম্ভিত হয়ে ওর দিকে তাকালাম। ওর কাছে এ কথা আশা করি নি।

—"জানি, হিংসে করেছি বোকার মত।" ফ্রাঁসোয়াজ বলল। আমি ভালভাবেই জানতাম তোমার ও ল্যুকের সম্পর্কটা খুব গভীর হবার নয়।"

আমার মুখ দেখে যেন কিছুটা বুঝিয়ে দেবার জন্যই ফ্রাঁসোয়াজ বলল।

—"মানে—বলতে চাইছি কোন বিবাহিত পুরুষ ও নারীর মধ্যে একজন যদি অবিশ্বাসী হয়—কেবল শারীরিক দিক থেকে, তাহলে তা নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়। তবে কিনা এখন, এখন…

ফ্রাঁসোয়াজের চোখে দেখলাম যন্ত্রণা। আমি ভাবছি ও কি বলতে পারে।

—"এখন তো আমার বয়স হয়ে গেছে। আর…মাথা ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে ফ্রাঁসোয়াজ বলল—"আর আগের মত সুন্দর নই।"

—"তোমার ভুল ধারণা, ফ্রাঁসোয়াজ" আমি আপত্তি জানালাম। আমি ভাবতে পারি নি ব্যাপারটা এ রকম মোড় নিতে পারে। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে আমি ওদের সম্পর্কের কথা কতটুকুই বা জানি।

—"তুমি এরকম ভাবছ কেন?" বলে উঠে দাঁড়ালাম।

ফ্রাঁসোয়াজের পাশে এসে বসলাম। ও ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

—"কি বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল, না দোমিনিক?"

ওর পাশে ঝুঁকে বসে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললাম। আমার কানে কোন আলোড়নের শব্দ। নিজেকে বড় অসহায় আর ফাঁকা মনে হল। ইচ্ছে হল চোখের জলে সব দুঃখ, সব সমস্যা ধুয়ে যাক।

—"তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে।" ফ্রাঁসোয়াজ বলল। "ভীষণ ভাল লাগে। তাই তুমি কষ্ট পাচ্ছ জানলে আমারও কষ্ট হয়। প্রথমবার যখন তোমায় দেখি, ভেবেছিলাম তোমার বিষাদ মুছে ফেলে তোমার মুখে হাসি টেনে আনব। কিন্তু কি ভাবলাম, আর কি হয়ে গেল। সব কেমন ওলটপালট হয়ে গেল, না?"

—"দুঃখ আমি পেয়েছি ঠিকই", বললাম। তবে ল্যুক আমায় আগেই সাবধান করে দিয়েছিল।"

ইচ্ছে হল ফ্রাঁসোয়াজের নরম বুকে মাথা রেখে ওকে সব কথা খুলে বলি। মার কাছে যে স্নেহ পাইনি তা ওর কাছ থেকে আদায় করে নিই। ওর কাছে আমার ভেতরের সব দুঃখ তুলে ধরি। কিন্তু তা করে উঠতে পারলাম না।

—"ল্যুক আর দিন দশেকের মধ্যেই ফিরছে।" ফ্রাঁসোয়াজ বলল।

এখনও ওই নাম শুনলে বুকটা কেউ চেপে ধরে কেন? এখন ফ্রাঁসোয়াজ ও ল্যুকের আবার একসাথে সুখী হবার সময় এসেছে। আমার এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত। কথাটা ভাবতে আমার একটা হাসি ফুটে উঠল। নিজেকে আমি এত বড করে দেখছি কেন? আমি চাইলেও আমার আর কিছুই করার নেই। ল্যুক ও আমার সম্পর্ক তো শেষ হয়েই গেছে। আমার আর কি করার বাকি? কেবল অপেক্ষা…যতদিন না ওকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারি।

—"আরও কিছুদিন পরে, সব মন থেকে মুছে ফেলতে পারলে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব। ল্যুকের সঙ্গেও।" ফ্রাঁসোয়াজকে বললাম। এখন কেবল সেই মুহূর্তের প্রতীক্ষা।

দরজার সামনে দাড়িয়ে ফ্রাঁসোয়াজ আমার গালে ঠোঁট ছোঁয়াল। বলল—"শিগগীরই দেখা হবে।"

বাডী পৌঁছে বিছানায় শুয়ে পডলাম। ফ্রাঁসোয়াজকে এতক্ষণ কি মিথ্যে বুঝিয়ে এলাম। ল্যুক আমেরিকা থেকে ফিরে আসবে। আবার আমায় নিজের বুকে টেনে নেবে। আমায় ভালবাসবে। আমায় ভাল না বাসলেও ল্যুক এখানেই থাকবে। আমার এই দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটবে।

দশদিন পরে ল্যুক পারীতে ফিরে এল। বাসে করে ওর বাড়ীর সামনে দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম ওর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। মেসে ফিরে ওর টেলিফোনের অপেক্ষায় রইলাম। কিন্তু ফোন এল না। সেদিন না। তার পরের দিনও না। আমি সারাদিনই জ্বরের ছুতোয় বাড়িতে, যাতে ও এসে ফিরে না যায়।

ল্যুক পারীতেই। একমাস আমাদের দেখা হয় নি তবু এখনও ও আমায় ফোন করছে না। আমার মনে হতাশা, নিরাশা ও অধীর অপেক্ষা। আর কখনও এত কষ্ট পাই নি। এই বোধহয় আমার শেষ আঘাত। কিন্তু তা মানিয়ে নিতে কষ্ট কম হয় না।

তিন দিনের দিন ঘুম থেকে উঠে ক্লাসে যাবার জন্য তৈরী হলাম। ক্লাসের পরে আলাঁার সঙ্গে কিছুক্ষণ রাস্তায় পায়চারি করলাম। ওর প্রতিটি কথায় মন দিয়ে শুনছি। ওর কথা শুনে হাসছি। ওর একটা কথা শুনে কেন জানি না তীক্ষ

ভাললেগে গেল। "হ্যামলেট নিজের অন্ত নিজেই ডেকে এনেছে।" কথাটা মনে গেঁথে গেল।

পাঁচ দিনের দিন ঘুম ভাঙল পাশের ঘরে রেকর্ডে বাজানো একটা সুর শুনে। সুরটা মোৎসার্টের। মনে জাগায় ভোরের আলো, মৃত্যু আর একটা বিশেষ হাসি। একটু আলাদা রকম এক হাসি।

কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে বিছানায় শুয়ে সুরটা শুনলাম। মনটা একটা নির্মল আনন্দে ভরে গেল।

শুনলাম আমার বাড়ীউলি আমায় ডাকছে। আমায় টেলিফোনে কে যেন চাইছে। তাড়াহুড়ো না করে একটা ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। ফোনটা বোধহয় ল্যুকের। তবুও তা ভেবে মনে কোন শিহরণ জাগল না।

—"ভাল আছ?" ল্যুকের গলা।

আমার মধ্যে এই প্রশান্তি, এই স্থিরতা কোথা থেকে এল, জানি না। ল্যুক আমায় পরের দিন ওর সঙ্গে একটা কাফেতে দেখা করতে বলল।

-"আচ্ছা আসব" শান্তভাবে বললাম।

আবার আমার ঘরে উঠে এলাম। ততক্ষণে মোৎসার্টের সুর থেমে গেছে। শেষটা শুনতে পেলাম না। আয়নায় তাকিয়ে দেখি আমার ঠোঁটে লেগে থাকা হাসি। আমি কিন্তু নিজে থেকে হাসি নি। হাসিটা যেন আমার ভেতর থেকে ফুটে উঠল। এই প্রথম জানলাম যে আমি একা, কথাটা নিজেকে আরেকবার শোনাতে ইচ্ছে হল। আমি একা, একা, তবে এই একাকীত্বে কোন নিঃসঙ্গতা নেই। কিন্তু এর পর, আমি একজন পুরুষকে ভালবেসেছি। এই হল আমার গল্প। এর চেয়ে বেশী কিছু নয়।
